

চার টাকা

তৃতীয় সংস্করণ

ভাদ্র—১৩৪৭

উচ্চতৰ মানৰ ছাত্ৰছাত্ৰী ও নাট্যাভিযাণী পাঠকসমাজেৰ প্ৰয়োজনৰ
 দিকে অৱহিত হইয়া বৰ্তমান মটীক সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰা হইতেছে।
 প্ৰয়োজনৰ অতিৰিক্ত বস্তুভাব, কি ভূমিকা অংশে কি টীকা অংশে,
 কোথাও সূচীকৃত কৰা হয় নাই, প্ৰয়োজনীয় বিষয়েৰ আলোচনাও
 জ্ঞাতসাৰে কোথাও বৰ্জিত হয় নাই। স্বৰ্ণ-স্বীকাৰকল্পে উল্লেখযোগ্য
 যে, গিৰিশচন্দ্ৰ সম্পৰ্কে প্ৰকাশিত সকল মান্য সমালোচনাবই সহায়তা
 আমি গ্ৰহণ কৰিয়াছি। অনেকৰ সঙ্গে মতভেদও ঘটিয়াছে এবং
 তাহাদেৰ মধো কেহ কেহ আমাৰ শুদ্ধেয় বন্ধু বন্ধা বাহুল্য, এ মতভেদ
 যে মনোভঙ্গিৰ কাৰণ হইবে না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

শ্ৰীবিমলকান্তি সমাদৰ

ভূমিকা

গিরিশচন্দ্র ও প্রফুল্ল নাটক :

বাংলা বঙ্গমঞ্চের ও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের দান অসামান্য। তাঁহার জীবৎকাল ইংরাজ ১৮৪৪ হইতে ১৯১১ সাল। তিনি কাব্যোপন্যাসের নাট্যরূপ দান, নাটকের অনুবাদ ও মৌলিক নাট্যরচনা সব মিলিয়া প্রায় একশতখানি নাটক রচনা করিয়া মঞ্চস্থ করেন। একাধারে তিনি নট, নাট্যকার, সাধারণ বঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যশিক্ষক ও পরিচালক। বাঙালী কোন নাট্যকারেবই বঙ্গালয়ের সহিত এমন খনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। এই কারণে সাহিত্যগত বিচারে যেখানে তাঁহার রচনার দৈন্য সহজেই ধরা পড়ে সেখানেও তাঁহার নাটক প্রভূত পরিমাণে মঞ্চ-সাফল্যেব অধিকারী হইয়াছে। তাঁহার জীবৎকালে তাহার যে যশোলাভ ঘটিয়াছে তাহা অজ্ঞ কোন বাঙালী নাট্যকারের ভাগ্যে অত্যাধিক ঘটে নাই। কিন্তু যশোলাভের পরিমাণ বিচার করিয়া তাঁহার নাটকেব সাহিত্যগত উৎকর্ষ নির্ধারণ করা সমীচীন হইবে না। আধুনিক সমালোচকগণের বিচারে তাঁহার রচনার সাহিত্য-গৌরব স্নান হইয়া আসিয়াছে। তথাপি গৈরিশ চন্দ্র, সাধারণ বঙ্গালয়ের এবং বঙ্গীয় নাট্যভারতীর ঐকান্তিক সেবা তাহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একখানি বরণ্য আসন প্রদান করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের কর্মজীবনের এক সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক পর্ব অতিবাহিত হয় একটি বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে। তাহার পূর্ব হইতেই অপেশাদারী নাট্যসমাজে তিনি অভিনয়-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ বঙ্গালয়ের সহিত নিবিড়তর সম্পর্ক আসিয়া তিনি অভিনয়দ্বারা

জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেন। মাইকেল, দীনবন্ধু, জ্যোতিবিন্দুনাথের নাটক দর্শকের নিকট পুরাতন হইয়া গেলে 'দায়ে পড়ে' তিনি নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপগ্রাস, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের কাব্য তাঁহার হাতে অভিনয়ে নাট্যরূপ পরিগ্রহ করে এবং অবশেষে তিনি স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করিতে অগ্রসর হন। ইহারই ফলে প্রায় তেত্রিশ বৎসর ধর্ম্মিঃ বাঙালীর নাট্যক্ষুধা নিবারণের প্রয়াসে গীতিনাট্য, পৌরাণিক ও মহাপুরুষ জীবনমূলক নাটক, ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট দ্যোমাতিক নাটক, সামাজিক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি রচনা।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবন লইয়া গির্শিচন্দ্র যে নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহার পরিধি ক্ষুদ্র হইবে ও তাহাতে তৎকালীন বাঙালী সমাজের একাংশের আলোচনা ও সমস্যা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে প্রফুল্ল নাটকখানি (রচনাকাল ১৮৮২) তাঁহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা। অনেকে মনে করেন তাঁহার সমগ্র নাট্য-রচনার মধ্যেই ইহার স্থান সর্বোচ্চে। তাহার অন্যান্য সামাজিক নাটক-গুলির মধ্যে হাবানিধি, মায়াবসান, বসিদ্ধান, শান্তি কি শান্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দর্শকের চাহিদা ও কৃতির দিকে অবহিত হইতে গিয়া গির্শিচন্দ্র চিরন্তন সাহিত্যের মানদণ্ড উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অল্প রচনার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক নাটকই সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ। কখনও কখনও একদ্রাবির মধ্যে একখানা নাটক আবলম্ব ও শেষ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন, তাহার রচনার সমালোচনা কালে এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। সাময়িকতার দাবীকে মঞ্চ-সাক্ষ্যের অন্তরোধে প্রলয় দিবার ফলে কচি-বিকার যে কতদূর শোচনীয় হইতে পারে তাঁহার 'পঞ্চরং'গুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এগুলি সাহিত্য নামের একান্ত অযোগ্য।

মনোমোহন বসু ও রামকৃষ্ণ বায়েব প্রয়াসে এবং প্রাচীন যাত্রাগানে পৌরাণিক নাটকের ভিত্তি গঠিত হইলেও গিরিশচন্দ্রই পৌরাণিক নাটকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠা করেন। মহাপুরুষজীবনী অবলম্বনে রচিত তাঁহার নাটকগুলিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গুণ্যময় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ গিরিশচন্দ্রের শিল্পমনকে স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার সিঁদাঙ্গদৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি নাটকে পরিমিত ইতিহাস বোধ অপেক্ষা দেশাত্মবোধের আবেগময় প্রকাশ স্বভাবতঃই সর্বময় হইয়া উঠিয়াছে।

শিল্পী গিরিশচন্দ্রের হাতের তুলিকাটি একটু মোটা, সূক্ষ্ম আঁচড় তাহাতে বড়ো পড়ে না। তাঁহার চরিত্রগুলির মধ্যে ভালো-মন্দেব মিশ্রণ অল্প; যাহারা ভালো তাহারা নিতান্তই ভালো, যাহারা মন্দ তাহারা নিতান্তই মন্দ। সত্যকার নাট্যোচিত দ্বন্দ্ব-সমস্রাও বড়ো নাই। কিন্তু তাঁহার রচনায় সহজ সরল দরাজ প্রাণের নিশ্চিত স্পর্শ সন্দেহাতীত। তিনি বাঙালীর রঙ্গমঞ্চ নিজে নির্মাণ করিয়া দীর্ঘকাল একা দাঁপ জালিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সার্থক নাটক ও সমৃদ্ধ রঙ্গমঞ্চে আজও বাঙালীর দৈন্য ঘুচে নাই কিন্তু তিনি সূচিরকাল আপনক্ষেত্রে বাঙালীর স্বর্ণীয় হইয়া বিরাজ করিবেন।

নামকরণ :

ঐতিহ্যগততা ও কঠিনরতা নামকরণের অন্ততম বৈশিষ্ট্য হইলেও বহু মধ্যে এককে সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যই যে নামকরণ ব্যাপারে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাটকের নামকরণে ইহার অতিরিক্ত আর একটি দিকে নাট্যকার অবহিত থাকেন। নাটকের কেন্দ্রগত চরিত্র, নাট্যবস্তু অথবা ভাব অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ নাটকের

নামকরণ হইয়া থাকে। সমগ্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততম পরিচয় এই নামের মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়া বলিয়া নামকরণ অনেক সময় একান্তভাবে ইচ্ছিত হয় হইয়া ওঠে। নামকরণের এই ইচ্ছিতমত্ব ও ব্যক্তনামের অনেক সময় স্বভাবতঃই চর্চা ও বিভ্রান্তিকর হইয়া উঠিতে পারে এবং সাধারণতঃ ভাবধর্মী নামকরণের ক্ষেত্রেই ইহা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নাটোল্লিখিত পাত্রগণের একজনকে অবলম্বন করিয়া যেখানে নাটকের নামকরণ হইয়াছে সেখানেও যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে প্রফুল্ল নাটক তাহার উদাহরণ স্থলণ

এলা বাহুল্য, প্রফুল্ল এ নাটকের কেন্দ্রগত চরিত্র নয়। তবে তাহার নামে নাটকের নামকরণের সার্থকতা কোথায়? আলোচ্য নাটকের নাট্যবস্তু একটি সম্পন্ন পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয়ের ইতিহাস। নাটকের কাহিনীর যেখানে আরম্ভ সেখানে প্রফুল্ল বালিকা বধু—অনভিজ্ঞা, প্রীতিময়ী, অস্তঃপুরচারিণী। নাটকের অবসান ভাগে সে রূঢ় সাংসারিক অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া মানুষ। আবর্তে যে মাধুর্যময়ী, অস্তে সে শানিত অসিলতা। আদিতে সে একান্ত অপ্রধান চরিত্র, অস্তে সে ঘটনাস্রোতের নিয়ন্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, শেষোক্ত ঘটনা কি নাটকের কেন্দ্রগত ঘটনার অন্তর্ভূত? পারিবারিক ভাগ্যবিপর্যয়ে যাদবের হত্যার আয়োজন সুদীর্ঘ ঘটনাসূত্রে একটি গ্রন্থি এবং অযথা-দীর্ঘ এই শৃঙ্খলেব এটি অপরিহার্য গ্রন্থি নয়। যাদবের হত্যার প্রয়াস প্রধানতঃ বাহার উত্তরে বার্থ হইয়াছে সে প্রফুল্ল। নাট্যকার তাহাকে এখানে নাট্য-ব্যাপারের একান্ত সক্রিয় ভূমিকা অর্পণ করিয়াছেন। কাহিনীর প্রথম পর্বের প্রস্তুতি, স্নেহ-প্রীতি-কল্যাণের মূর্তিমান প্রকাশ এই চরিত্রটি পুরাঙ্গনার ব্রোড়া-সংকোচ-ভীকতার সমস্ত সংকট সহজ চরিত্র-বলে অভিক্রম করিয়া মুমূর্ষু বাগকের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্পের বিষয়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে স্বাতন্ত্র্যের করাল হস্তের নিষেধণে

যত্নর স্বাধোপাশে উপনীত হইয়া, আড়াল হইতেও সাহেবের কাছে যে কথা বলিতে সম্মত হয় নাই, সে অনাত্মীয় অপরিচিত কোতুহলী লোকচক্ষুর পঙ্কষ-দৃষ্টির সম্মুখে তাহার শেষ বক্তব্যটুকু অকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ট্রাজিক নাটকে যে অশুভ নিয়তি জীবন-কক্ষের ছোট বড়ো সমস্ত আলো বিধাক্ত ফুৎকাবে একে একে নিভাইয়া দিয়া; ঘনায়মান অন্ধকারকে শেষ অন্ধে নীরস্ত্র করিয়া তোলে নাট্যকার কখনও তাহাকে স্বনিকা-পতনের মুহূর্তে মানবভাগ্যের শেষ পরিণাম বন্দিয়া স্বীকার করিয়া নেন না। 'অমোঘ বহিঃশক্তি'র প্রচণ্ড অভিঘাতেও বিরুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মৃত মানুষ যখন দেখে সুদীর্ঘ অক্লান্ত সংগ্রামের পরেও লক্ষ্যব্যবস্থা মুষ্টিগত হইল না, অথবা যে আদর্শের প্রতিষ্ঠার ক্ষমতি সে সমস্ত জীবন পণ করিয়াছিল তাহা ক্ষুদ্র, অস্তঃসারশূন্য, তখন যে বিস্তার ও বার্ষতাও দীর্ঘকাল তাহার হৃদয়-মন মথিত করিয়া বিনিগত হয় তাহা জীবনে যতহ সত্য হোক নাট্যকার অকরণ নিয়তির জ্ঞানকে চরম প্রশ্ন দেন না। জগদ্বিধানের কল্যাণময় প্রতিশ্রুতি তি ন শেষ পর্যন্ত বিঘোষিত করেন এবং সামাজিকগণের মনে হয় যে পাপ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় না, সত্য শেষ পর্যন্ত অবশ্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা যখন ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া ওঠে তখন নাট্যকারের কবি-করণা (Poetic justice) স্নিগ্ধ প্রশান্তির প্রলেপে ব্যাথাহত সামাজিক-হৃদয়কে পুনরায় সুস্থ করিয়া তোলে। রুদ্ধবাত কক্ষের সব কয়টি দ্বার ও বাতায়ন খুলিয়া দিয়া তিনি পাঁচটি অঙ্ক ধরিয়া যে শিল্প-সামগ্রী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাকে নশ্রাৎ করিয়া দেন না; শুধু খুলখুলি দিয়া যে বহিঃবিষের আলোক ও বাতাস আসিয়া নব প্রভাতের সূচনা করিয়াছে তাহার প্রতি সামাজিক-গণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আলোচ্য নাটকে অতি বহু

একান্ত স্নেহে ও করুণায় নাট্যকার যে চরিত্রটিকে সকল ধূলি-মাণিক্য হইতে রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন সে আপনার জীবন দান করিয়া মানবচিতেও তুর্ধ্ব কালক্ষয়ী সুস্থ মানবতার আদর্শ স্থাপন করিয়া চক্রান্ত ও আদর্শচ্যুতিয় ধ্বংসোদ্ভী আবহাওয়ায় পুনরায় সহজ জীবনের নির্মল নিঃশ্বাসবায়ু সঞ্চারিত করিল। এইখানেই প্রকৃষ্টরূপে নামে নাট্যকার নামকরণের সার্থকতা। নাট্যকার নামকরণে নামক চরিত্রের দাবী স্বীকার না করিয়া ভাববর্ধের প্রাধিক্যই নাট্যকার স্বীকার করিয়া বহুমান হইয়াছেন এবং নাট্যকারের সহিত আমরা এ বিষয়ে বিবাদের কারণ দেখিতে পাই না।

চরিত্র-১৭টি

যোগেশ :

প্রকৃত নাট্যকার কেবলমাত্র চরিত্র যোগেশ। তাহার ও তাহার সমগ্র পরিবারের ভাগ্যবিপর্যয় নাট্যবস্তু রচনা করিয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য নাট্যকার একটি সম্পন্ন পরিবারের লক্ষ্যশ্রীব চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। উন্নতশিক্ষিত প্রাণী গৃহিণী; জীবনের অবশিষ্ট দীনগুলি বিষয়বাসনানাহীন চিত্তে বৃন্দাবনে দোবিদ্ধজীর চরণসেবায় কাটাটয়া দিবেন বলিয়া তিনি তুর্লব অদমর্ভগণকে স্বপ্নমুক্ত করিয়া যাতবেন। যোগেশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সাধনার ফলে পিতৃ ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে তাহারও ক্রান্ত দূর কল্পে কিছু দিন সস্ত্রীক দেশভ্রমণ করিবার কল্পনা আছে। বাইবার পূর্বে চরিত্রের স্বাভাবিক ঔদার্য-বশে যোগেশের বিষয় ভ্রাতৃগণের নামে চিহ্নিত-নামা করিয়া এবং অগ্রান্ত ভাবে

সমাজসেবার কর্মে অর্থদান করিয়া যাইবার সংকল্প আছে। অকস্মাৎ পীতাম্বর ব্যাক ফেল পড়ার দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিল। 'সাজানো বাগানে' বজ্রাঘাত হইল। নিশ্চুতির মধ্যে অন্তরের হাহাকাড় ডুবাঠিয়া দিতে পানাতাস্ত যোগেশ বেপরওয়াভাবে মত্তপান আরম্ভ করিল এবং রমেশ মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা না করিয়া সমুদয় বিষয় হস্তগত করিবার যে সূচ্য ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইল তাহার ফলে সংসার আশান হইল। নাটকে যোগেশের আদর্শচাঁড়ি, রমেশের নৃশংসতা এবং এট উভয়ে ভগ্নবহু পরিণাম দেখেব পব দণ্ডে প্রশসিত হইয়াছে। যোগেশের চক্রান্তের ফলে প্রতিকূল ভাঙ্গার অভিঘাতে এবং তাহার অপন অন্তর্দ্বন্দ্বে যোগেশের অন্তরপুরুষেব যে প্রতিক্রিয়া তাহার চরিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছে তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

নাটকেব প্রথম দশোষ্ট গৃহস্থায়ী যোগেশেব সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার। সে নাকি যুতিমান পুরুষকার। তাহার নিজের উক্তি, বয়েশের উক্তি, জ্ঞানদা ও উমানন্দবাব উক্তি, যোগেশের স্বদীর্ঘ স্বকথ্য বিষয়-সাদনার ও সাক্ষ্যেব যে ইতিহাস প্রকাশমান তাহাতে যোগেশ সম্পর্কে সামাজিকগণের মনে যে অন্ধা জাগে, তাহার ষোপার্জিত-সম্পর্ক প্রভুগণের মধ্যে বিভাজনেব প্রতিপ্রায়ে, মায়েব প্রতি সেবা-ভানের প্রকাশে, দরিদ্রসেবার উদ্দেশ্যে দানক্রিয়াদির সংকল্পে তাহা স্পষ্ট হয়। শাসনদেব স্বরন বাখা দণ্ডাব যোগেশের দিশবৎসর-বাপী সংগ্রামের ইতিহাসের কোন অংশ নাট্যবস্তুর অন্তর্গত করা হয় নাই, উহা সংলাপ-নির্ভর সংবাদ মাত্র, যোগেশ চরিত্র গড়িয়া তুলিবার পক্ষে উহা ভিত্তি মাত্র। এই তথ্যের সমর্থন যোগেশের প্রস্তাবিত দানক্রিয়া, মাতৃভক্তি প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। যোগেশ সম্পর্কে সামাজিকবর্গের চিন্তে এই যে সংস্কার গড়িয়া তোলা হইল ইহার আলোকে তাহার নাট্যবিষয়ীভূত পববর্তী জীবন বিচার করিতে

হইবে। সম্মুখিত্বের যে শিখর হইতে পতন সামাজিক-চিত্তে ভীতি ও ককণার সৃষ্টি করে, নাট্যকার সেখানে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার সংবাদ মাত্রে সে যখন নিমজ্জমান সংসার-তরণীর হাল ছাড়িয়া দিয়া স্বরার নিকট আত্মবিক্রম করিল তখন সামাজিক-চিত্তে বিশ্বাসের প্রবল আঘাত বাজিলেও যোগেশ-চরিত্রের পূর্ব-ইতিহাস স্মরণ করিয়া অন্তরেব সহানুভূতি হইতে তাহাকে মুহূর্তেই সামাজিকগণ বঞ্চিত করিলেন না, তাহার পুরুষকারের প্রতিশ্রুতি অভিলষিত সম্ভাবনা লইয়া দৃশ্যান্তরে সার্থক হইয়া উঠিবে, এই ভাবিয়া কৌতূহলোৎসেহ বহন করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু ভাগ্যের বিষয় যোগেশের বহুবিশ্রুত পুরুষকার তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। যোগেশ সেই প্রথম পদস্থলনের পরে আর আত্মস্থ হইল না। যেটুকু সক্রিয়তা অনায়াসে প্রতিকূল ভাগ্যের স্রোতকে ফিরাইতে পারিত সেটুকুও সে অবলম্বন করিল না।

ব্যাঙ্ক ফেল পড়া ছাড়া অন্তর সংকট ও সমস্যা নাট্যকার যোগেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যে-যোগেশ সত্যবাদী ও ‘বাঙালীর আদর্শ’ ছিল (২য় অঙ্ক ৪গ দৃশ্যে যোগেশের উক্তি) আত্ম উত্তমর্গগণ তাহার সাধুতায় সন্দেহান,—সু নাম বিপন্ন, যমেশ মতুপান করাইয়া বিষয় হস্তান্তরের পক্ষে দস্তখত করাইয়া লইল, স্বদেশ চোর অপবাদে ধরা পড়িল—একাকী ক্লাস্ত প্রৌঢ় যৌবনের শক্তি লইয়া নবীন উত্তমে প্রতিকূল দৈবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তাহার এই বহুমুখী অস্ত্রের অভিঘাত প্রতিহত করিবে কেমন করিয়া? ‘চেষ্টা’ ব্যাঙ্ক ফেল বোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া বোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া বোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না; চেষ্টায় কোন কার্যই হয় না। আমি আত্মীবন চেষ্টা কল্লম, কি ফল পেলাম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল!’—এই নিফলোদ্ভূত চিন্তা পুরুষকারের

লেখ মাত্র প্রকাশকে পরাহত কথিয়া নাটকে তাহার পূর্ববর্তী কর্মসম্মত জীবনের লভ্য সহায়ভূতি হইতে তাহাকে চিরবঞ্চিত করিয়াছে এবং সাধারণ নীতিহীন ঘৃণ্য নিষ্ঠুর মাতালের ভূমিকায় তাহার অবচল অভিনয় সামাজিকগণের সহায়ভূতিকে ক্ষুণ্ণ ও বিদ্বেষে পরিণত করিয়াছে। ক্ষুধার্ত বাদবেব হাত মুচড়াইয়া পয়সা কাড়িয়া নেওয়া এবং পদাঘাতে জ্ঞানদার মৃত্যু সংঘটনের মত অকারণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া দর্শকের চিত্তে কলুষ রস উদ্ভেকের ব্যর্থ চেষ্টা দ্বারা যে কলুষ ও ভীতির অল্পভব ট্রাজিডির চারিত্রিক লক্ষণ তাহা হইতে চরিত্রটিকে নাট্যকার এত দূরে আকর্ষণ করিয়াছেন যে সামাজিকগণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটয়াছে এবং চিত্তবৃত্তি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

কঠিন যুক্তিকার সঙ্গে শ্রবাকাব্যের অপেক্ষা নাটকের সম্পর্ক অনেক বেশি দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য। দর্শকের প্রতীতি উৎপাদন ও আদর্শ নাটকীয় ভাবিত্ব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নাট্যকারকে নাট্যবস্তুর উপস্থাপনা ও চরিত্র সৃষ্টির প্রসঙ্গে দর্শক চিত্তে কী, কেন প্রশ্নগুলির বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিয়া চলিতে হয়। যোগেশ চরিত্র সৃষ্টি এদিক হইতে বড়োই দুর্বল। সমালোচকগণ বলিয়াছেন, ব্যবসায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার স্বাধার্ষব্য একটি মাত্র বেসরকারী ব্যাঙ্কে জমা না রাখিয়া পৃথক পৃথক ব্যাঙ্কে জমা রাখিল না কেন? ব্যবসায়ের খরচ ও উত্তমর্গ যেমন থাকে, জমার খরচ এবং অধমর্গের হিসাবও থাকে,—নাটকে দুইটিরই উল্লেখ নাই কেন? ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বহু সং অসং চরিত্রের সহিত মেলামেশা করিয়া লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন সাধারণ পক্ষে স্বাভাবিক সে তাহার সহোদর রমেশকে চেনে না কেন? পথে পথে ভিক্ষা করিয়া সাহাকে মদের পয়সা যোগাড় করিতে হয়, সে পৌতাম্বরের সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়া পয়সা সংগ্রহের দরাজ পথটা না খুঁজিয়া ঘড়ি-চেন বিসর্জন দিবার কানা গলি ধরিল কেন? নাটকে এ প্রশ্নগুলির কোন

সহুস্তর নাই ; এবং নাই বলিয়াই যোগেশের 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' সামাজিকগণের চিত্তে কোন প্রতিধ্বনি তোলে না।

দ্বিতীয় অর্থে দ্বিতীয় গর্তাকে যোগেশকে ট্রাজিডির নামকের উপযুক্ত সমস্তার সম্মুখীন করা হইয়াছে। সমস্তা ব্যতীত নাটকীয় স্বন্দ-সংঘাতের সৃষ্টি হয় না এবং স্বন্দের চরম প্রকাশ ভালো-মন্দের সাধারণ বৈপরীত্যে নয়, যাহা যুক্তি-জ্ঞান-সত্য-ধর্মের গৌরবে সমান বরণীয় তাহাদের মধ্যে এ-টি গ্রহণেব ফলে যখন অপরাধি প্রত্যাখ্যাত হয় তখন জীবনে যে প্রচণ্ড আঘাত বাড়ে তাহার মধ্যেই ট্রাজিডির আদর্শ স্বরূপ প্রকাশ লাভ করে। নাট্যকার বিপরীতমুখী কর্তব্য-পন্থার সাক্ষর্য্যে যোগেশকে স্থাপন করিয়াছেন। “আজ বুঝলুম, আমার নিম্ন সমস্তা। মাঝে অত্যাচার ; জীবন অত্যাচার ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই শ'ক !”—গভীর মর্মেচ্ছাদিত, প্রচণ্ড অভিমান তাহার এই উক্তি মধো প্রকাশ পাইতেছে। যে যোগেশের চক্রান্তে তাহার এই ভাগ্যবিপর্যয় তাহার অপবাদও যে যোগেশের পক্ষে অসহ এই সঙ্গে সে কথা স্বরূপ করিয়া যোগেশের প্রতি সহানুভূতিতে দর্শক-চিত্ত পূর্ণ হইয়া আসবে। কিন্তু এই সহানুভূতিতে নাট্যকার স্থায়ী করিতে পারেন নাহ। যে-মানুষ জীবনের কড়-কড়ার প্রথম কাপটায়ট হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে তাহার প্রতি সহানুভূতি মমতার দুরূহ কাজ।

দ্বিতীয় অর্থে চতুর্থ গর্তাক যোগেশের বাক-স্ববস্তুতার চরম উদাহরণ স্বরূপ। সে উমানন্দরীর বা জ্ঞানদার বা পীতাম্বরের নিক্তি ন্যূনিতা, সে আত্মস্থ হইবে না। পুনামের প্রাণ মাত্রাণীন আকর্ষণের ভূত তাহার উপর ভর করিয়াছে। সে বুঝবে না যে তাহার ভাগ্যবিপর্যয়ে সর্বাপেক্ষা বড় চক্রী সে নিজে, অপরে নয়।

কিন্তু এই গর্তাকে চরিত্রাভিনেতাকে অভিনয়েও সর্বাপেক্ষা বড়

স্বয়ং দেওয়া হইয়াছে। অত্যাশ্চর্য চরিত্রগুলিকে সংলাপের শুধু সূত্রগুলি যোগাইবার জন্য মঞ্চস্থ করা হইয়াছে এবং পাদ-প্রদীপের সমস্তটুকু আলো নিঃশেষে যোগেশের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অভিনয়-ক্ষমতার গুণে নট এখানে তাহার বিচিত্র অভিনয়োপযোগী উপাদানের পূর্ণ ব্যবহার করিয়া প্রেক্ষাগারে সমুদায় দর্শকবৃন্দকে বিম্বিত করিয়া দিতে পাবেন যে, কানে যাহা আসিতেছে তাহার সবটাই সত্য নয়; সামাজিকগণের মনে এ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে যে তাঁর কর্মঘাতের ফলেই এই সত্যপ্রিয় মানুষটা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার যে ক্ষয়-ক্ষতি বুক চিরিয়া প্রকাশ করিবার নয়, উম্মাদব্রী-জ্ঞানহী-পীতাম্বর তাহাদেব কল্পনা ও অল্পভূতিব দৈর্ঘ্যে তাহা বুখাই আবিষ্কার করিয়া দেষ্টা করিতেছে। মঞ্চাভিনয় এমন একটি স্থপিত্বশীল শিল্প যে সে সমস্ত সমগ্র নাটকের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। ইহা শুধু নাটকেব প্রাণবান ভাষা নয়। শক্তিমান অভিনেতা-ও স্রষ্টা। সে অনেক সময় নিস্ত্রাণ নাটকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে এবং নাট্যকাব্যকে আতিক্রম করিয়া যায়। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে মঞ্চাভিনেতা ও মঞ্চাভিজ্ঞ গিরিশচন্দ্র নুতন করিয়া এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করিতে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিয়াছেন।

বিশেষ :

যোগেশের বিরুদ্ধে যদি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ, তবে বমেশের বিরুদ্ধে 'অভি-সক্রিয়তার অভিযোগ আনা যাইতে পারে। বমেশের সমস্ত কর্মপ্রণেয়তার একটি মাত্র উৎস,—বিষয়-বাসনা। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে ব্যাক ফেস পড়ার দুঃসংবাদে অপ্রত্যাশিত-প্রায় যোগেশকে সামলাইবার জন্য ডাক পড়িল বমেশের—যে-বমেশ সমস্ত পরিবারটির ভরাডুবি ঘটাইবে। সেই হইতে নাটকের সবটুকু সমস্ত

দানবীয় শক্তি ও মতলব নিয়া আবির্ভূত এই লোকটি শঠতা, চৌৰ্ষ ও হত্যার কোনটিতেই কদাপি পিছাটয়া পড়ে নাই। তাহার ভাগ্যে তাহার দক্ষিণে ও বামে জগমবি ও কান্দালীচরণ আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পথ নিষ্কটক করিয়া তুলিতেছে।

যোগেশকে আমরা নেপথ্যবর্তী তাহার পূর্বজীবনের পরিচয়ের আলোকে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলাম, রমেশের পূর্ব-পরিচয় নাই। সে স্বয়ংপ্রকাশ কৃতকৰ্মা পুরুষ। লক্ষ্যে সে অবিচল, কৰ্মে সে একনিষ্ঠ, ভাবাবেগেব বাষ্পমাত্র তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত হইবার সময় পায় নাই। উদ্বেগ সাধনের পক্ষে সহজতম পথটাই তাহার পক্ষে প্রকটপন্থা ; আদর্শ, নতা, ধর্ম, ত্রায়, দুর্বল হৃদয়বৃত্তি—এ সকল আবর্জনা তাহার পথকে কোথাও হস্তব করিয়া দেখা দেয় নাই, সে পুরাপুরি উদ্বেগী পুরুষসিংহ, ভাষাকুল শ্বুতিসম্মল সুনামভীক স্ববিবশ্রায় যোগেশের প্রাণচকল বিপবাত পিঠ। পিতৃহননভ স্নেহে যে তাহাকে মাহুয করিয়াছে তাহার সর্বনাশে তাহাব সমস্ত পুরুষকার ব্যয়িত হইয়াছে, ছোট ভাইকে সে জ্বলে দিয়াছে, মার উন্মাদ দশার সে মূলীভূত কাবণ, বাদবেশ প্রাণবিনাশেব ভয়াবহ চেষ্টায় সে ব্যাপৃত, জ্ঞানকে সে গলাটিপিয়া মাগিয়া ফেলিল। জ্ঞানদা তাহার সম্পর্কে বলিতেছে— ‘এ নাকর নয়।’ প্রফুল্ল মৃত্যুকালে বলিতেছে, ‘তুমি বড় অভাগা— সংসারে নাককে কখন আপনার করনি।’ সে যে কাহাকেও কখন আপনার করে নাই, তাহার চরিত্রে যে কোথাও সাধারণ মাহুষের হৃদয়টা অনাবৃত হইয়া মানব-স্বলভ দ্বিধা সংশয় ভয় ককণা প্রভৃতি কোন দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় নাই, ইহাই এই চরিত্রটির সম্পর্কে প্রধান অভিযোগ।

মাহুষের স্বভাবের যে পথ দিয়া স্নেহ ককণা প্রভৃতি বৃত্তি প্রকাশ খোঁজে সম্ভান তাহার অন্ততম। রমেশ নিঃসন্তান। [প্রসঙ্গ-

ক্রমে উল্লেখযোগ্য কাঙ্গালীচরণ—জগমণি নিঃসন্তান।] জীব সঙ্কে তাহার সংলাপে কোথাও তাহাকে কোন দুর্বলতা—কোমলতার অধীন দেখান হয় নাই। জীব সঙ্কে তাহার বয়সের ভেদও যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় (টীকা- ২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্তাঙ্ক দ্রষ্টব্য)। তাহার বাগানবাড়ির প্রতি আকর্ষণও একবার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ গর্তাঙ্কে রমেশের প্রতি প্রফুল্লের ‘তুমি কার জন্ত এ সর্বনাশ ক’চ্ছো?’ ইত্যাদি কথাগুলি শুধু প্রফুল্লের নয় সামাজিকগণেরই জিজ্ঞাস্তা। নাট্যকার এই দৃষ্টি স্বীকার করিতে গেলেন কেন?

প্রফুল্ল নাটকের এই চরিত্রটির সঙ্গে সমাজ-জীবনের পাতালপুরী হইতে আহৃত অপরাহুইটি চরিত্র জগমণ ও কাঙ্গালীচরণ নাটকেব এতখানি জায়গা আধিকার করিয়া আছে, এত বিস্তারিতভাবে তাহাদের ক্রিয়া কলাপ মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহারা যোগেশেব সর্বনাশ সাধনের যাত্রী হিসাবেই শুধু আত্মপ্রকাশ করে নাই। মানব-চিত্তের অন্তর্গত অপরাধবৃত্তির প্রচ্ছন্ন সমর্থনের ভিত্তিতে অপবাদমূলক কাহিনী নাটকে উপাত্তাসে স্থান পাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর রচনাকে সমালোচক যতই রসনাহিত্যের ক্ষেত্রে অপাংক্বেয় বলিয়া রায় দিন না কেন, সাধারণ পাঠক ও দর্শকের কচিতে তাহার অভ্যর্থনা হুনিশিত। লোকরুচির সমর্থনে রোমহর্ষণ কাহিনীর রসনাহিত্যের ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত অভিধানের একটি দৃষ্টান্ত এই আলোচ্য নাটকখানি। এই শ্রেণীর কাহিনীর আকর্ষণ প্রধানতঃ প্রতিদিনকার নিস্তরঙ্গ বর্ণনায় গতাহুগতিকতার মধ্যে ভদ্রজীবনের অভিজ্ঞতার অগোচর চারিত্রের ও ঘটনার ভয়াল-মধুর উপস্থাপনায়। নাট্যকার এই স্বযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ভাবসাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে রসসৃষ্টির প্রয়াস ক্লিষ্ট হইয়াছে। খল-চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ সমাজ-

বিরোধী চিন্তা ও কর্মের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্ন মানবোচিত বৃত্তিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সাহিত্যিক আবিষ্কার করিয়া থাকেন। সাধারণ মানুষের সহিত তাহার সঙ্গোত্তরা আবিষ্কার করিয়া তিনি সাহিত্যের জগতে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। যে চরিত্রের এই নৈতিক সমুদ্বার ঘটে না তাহাকে নিয়া সাহিত্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আবার এই সমুদ্বারেব প্রয়াসে সাহিত্যিক যখন প্রচারবাদী হইয়া ওঠেন তখনও বসন্তটি বিস্তৃত হয়। আনোচা নাটকে নাট্যকার পূর্বোক্ত ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়াছেন।

জগমণি ও কাকালীচরণ :

জগমণি ও কাকালীচরণ সমাজদোষের পাতানপননের অধিবাসী। জরুরী যেমন জরুর চেনে তেমনি রমেশ এত দম্পতীকে আবিষ্কার করিয়াছে। কাকালীচরণের তখন কলিকাতায় অজ্ঞাতবাস পর্ব চলিতেছে। বাণাঘাটে এক জালিয়াতির ব্যাপারের পরে তাহাকে কাকালীচরণ নাম মুছিয়া ফেলিয়া হরিহর নামের আবরণে গা-ঢাকা দিতে হইতেছে। সে যে একজন অতি মতাম্বর ব্যক্তি, জালিয়াতির মামলার কাগজপত্র দেখিয়া রমেশের সে ধারণা জন্মায়। Blackmail-এর ভয় দেখাইয়া এবং আপন গুণগ্রামের আভাস দিয়া রমেশ তাহাকে দলে টানে। পীতাম্বকে উৎকোচের লোভ দেখাইয়া যোগেশের পক্ষ সমর্থনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পাতিয়া তাহার গ্রামের জাতিকে অর্ধদ্বারা বশীভূত করিয়া মিথ্যা মামলা রুজু করিয়া তাহাকে অগ্রামে নির্বাসিত করা, ডাক্তার বেশে যোগেশকে মজুতপানের ব্যবস্থা দিয়া, টাকচুরির মিথ্যা অভিযোগে সুরেশকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিয়া, খাদ্যকে নির্বাসিত করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া, বিষয় বেনামী করার প্রয়োজনে জাল মল্লুক টাদকে তাজির করিয়া

কাকালীচরণ ওরফে হরিহর যে মজ্জীমানা দেখাইয়াছে তাহাতে সে যে সভ্যই “মহাশয়” ব্যক্তি এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তথাপি যাদবকে হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা সন্দেহ তাহার একটি সংশয় ছিল, রমেশ-জগমণির আগ্রহে তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। এত করিয়াও সে জগমণির স্বকৃষ্ণ প্রশংসা পায় নাই। এত সন্দেহে কাকালীচরণ নয়, জগমণির ‘কতক যুগিা রমেশ’—একথা যে-দিন কাকালীচরণকে ভুলিতে চাইয়াছিল সে-দিন তাহার মানসিক অবস্থা কী রকম চট্টয়াছিল নাট্যকার তাহার কোন আভাস দেন নাই। ‘আ মুখা, আ মুখা,’ ‘তুই ভারি গাধা’, ‘তোর মত গাধা শূওর’—ইত্যাদির অপেক্ষা সে-দিনকার এই স্পষ্ট ভাষণ বেচারির অপেক্ষাকৃত দুপাচা চট্টয়া থাকিলে।

(কাকালীচরণ দরিত্র। ‘ডিম্পেনমারি খুলে নিকিবীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে স্নানা আষ্টেক করে দিন পোষায়, আশে আবে মন কাঁধে আচ্ছ, তাতেও কিছু কিছু পাট।’ এই ‘আশে আরো সব কাঁধে’ মধ্যে সে বাঁচ-নাচের সভ্য আগত ভদ্র সম্মানের সমাজ বিগঠিত বিলাসের মান্ত্য যোগাইবার অর্থ দাব দেয়। ‘একগুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে’ এই মহাজনের নিকট হইতে টাকা দাব গেলো। যে-মাজের যে নিয়ম।

কাকালীর বয়স হইয়াছে স্বরেশ-রমেশের সে ‘খুড়ো’। বয়সেব অভিজ্ঞতার ছাপ তাহার কাজেব মধ্যে সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। অতঃপর জগমণির কাছে সে বালক মাত্র।

কাকালীচরণের ভদ্রসমাজের লোকের সঙ্গে ভদ্রভাষায় কথা বলার দঃসাধ্য প্রয়াস কয়েক মিনিটের অধিক স্থায়ী হইতে পারে নাই (টাকা জটব্য)। মুখোশটা একটু নাড়াচাড়াই খসিয়া পড়িয়াছে।

রমেশ কালীচরণকে যত্নরূপে ব্যবহার করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু এরাড্যে সে বহুদিনের নাগরিক, সে শুধু যত্নরূপেই পরিচালিত হয় নাই। রমেশকে সে বুদ্ধি বোগাইয়াছে, কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়াছে। পীতাম্বরকে নিরস্ত করার বুদ্ধি তাহারই।

ধরা পড়িয়া সে বিনা প্রতিবাদে বিনা আক্ষালনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পুলিশ যে অরসিক সে প্রমাণ সে ইতঃপূর্বে আরও পাইয়া থাকিবে মনে হয়। রমেশের তাহা জানা ছিল না।)

জগমণি :

জগমণি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় চরিত্র। এই অদ্বিতীয়ত্বের পরিচয় তাহাঃ চেগারায়, কাজে, কথায়। তাহাকে ‘রূপসী’, ‘বিজ্ঞাধরী’ প্রভৃতি সম্বোধনে স্তম্ভাষিত ‘খলস্বারের’ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। জ্ঞাননা তাহাকে নারীদেবী পুরুষ মনে করিয়াছে। এ-হেন জগমণি আবার যখন শিবনাথ সম্পর্কে বলে, ‘আলাপ হয়েছিল, আমায় পছন্দও করেছিল’ তখন সামাজিকগণের পক্ষে ব্যাপাবটি যে কিছু উপভোগ্য হই তাহা বলা বাহুল্য। ডাক্তারের দৃষ্টিতে সে ‘Monster of ugliness’.

নিশ্চয়ই শহরের নিমিষ অঞ্চলে কোন অন্তর্ভক্ষে জগমণির আদর্শটিকে গিরিশচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নাটকে তাহাকে স্থান দিবার সময় তাহার উপর কতটা রং চড়াইয়াছেন বলা শক্ত। তবে বাংলা সাহিত্যে তাহার যে খাজ পর্যন্ত অমুকরণ হয় নাট ইহাতেই চরিত্রটির গোঁড়ব (১) বোঝা যাইবে। পুরুষ-চরিত্রে ক্রুদ্ধতা ও হিংস্রতা, যে ভাবে মানাইয়া যায় নারী-চরিত্রে ঠিক তেমনটি মানায় না। কপটতা, দুশ্চরিত্রতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি শুধু নয় যাদবের হত্যাশ্রমালের পরিকল্পনা ও অহুষ্ঠান ব্যাপারে সেই নারিক। রমেশের

যাত লোকও যখন বলিয়া উঠিয়াছে, ‘দাঁও, একটু জল দাঁও’ তখন জগমণির স্বরিত প্রত্যাঙ্কি ‘না, না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝবে।’ রমেশ চরিত্রে বোধ হয় কোমলতার প্রমাণ ওই একটি মাত্র উক্তি। জগমণির চরিত্রে শুধুই অন্ধকার, আলোকের ক্ষীণতম দৃশ্যই চকিত ঘাভাসও সেখানে বিরল।

জগমণি অশিক্ষিত। কিন্তু একান্ত সপ্রতিভ। সে ডাক্তারবাবুর ‘কম্পাউণ্ড’। রমেশ যখন মেয়েমানুষ কম্পাউণ্ডের গুনিয়া হতবাক তখন তাহার ‘ওমা, তাও ত বটে’ আজও অপরাঙ্গিত। •

কাজের জগতে সে অভ্রান্ত। রমেশকে সে এক নজরে সমশ্রেণীর বলিয়া চিনিয়াছে। বাড়ি-নাচের সভার সে-ই মধ্যমণি। মদন ঘোষকে দিয়া দলিল চুবি করান ও যাদবকে ধরিয়া আনান, বিষ-প্রয়োগের অপরাধ মদন ঘোষের উপর চাপাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে ধরিয়া বাধা,—এ সকলই জগমণির কৃতিত্ব। রমেশের প্রশংসাপত্রখানি উদ্ধারযোগ্য। “তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কান কাটো। মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী করে দাদাকে ওয়ারিন ধরান, আমার বুদ্ধিতে আসতো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ’ত না।” রমেশকে শুভাধিনী জগমণির হিতোপদেশ ‘রমেশ বাবু, তুমি উকিল হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও।’ ভুল পথে সে কখনও একটি পদক্ষেপও করে নাই, চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সে যোগেশের মদের টাকা বন্ধ করিতে রমেশকে পরামর্শ দিতেছে যাহাতে জ্ঞানদার হাতের বাড়ি-বিক্রীর টাকায় টান পড়ে, পরের দৃষ্টিই দেখিতেছি জ্ঞানদার কুটীরে যোগেশের আবির্ভাব, জ্ঞানদাকে পদাঘাত করিয়া গলা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া টাকার বাস্ত লইয়া সে উধাও হইল।

মাগুব-হুলভ ভুল-ভ্রান্তির সে অতীত, নারী-হুলভ কোমলতা তাহার অপরিজ্ঞাত। সে এক মৃতিমতী বিভীষিকা। বস্তুতঃ রমেশ, কাজালী

ও জগমণির আলেখ্য অঙ্কনে চিত্রকরের তুলিকা একটিমাত্র রঙের ব্যবহার জানে,—ঘনকৃষ্ণ মগীবর্ণ এই আলেখ্যে সাদা জাঁচড একটিও নাই। চরিত্রগুলি অতি সক্রিয় কিন্তু তাহা সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি নাই। তাহারা নাটকের প্রথমে যেমন আছে নাটকের শেষেও তেমনি। চরিত্রগুলি ছাঁচে-টানা। তাহাদের সম্পর্কে সামাজিকগণের কোন আশা পূর্ণ হইবার নয়, কোন নতুন সম্ভাবনার সুরণ তাহাদের মধ্যে দেখা দিবার নাই, কোনো নতুন কৌতূহল তাহাদের সম্বন্ধে পোষণ কারবার নাই। সবে তাহাদের আবিভাব কোন নারকীয় অপচেষ্টার দ্বার খুলিয়া দিবে সেই আতঙ্কই সামাজিকগণকে অভিভূত করিয়া ফেলে। জগমণির হীরকেন্দ্র এক আক্ষেপ, সে কেন পুরুষ হয় নাই, তাহা হইলে তাহার চিত্ত ও কর্মক্ষমতা বিচিত্র সার্থকতায় পথে অগ্রসর হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলে যে দৃশ্যে সে উমাসুন্দরাকে সুরেশের জেলের খবর পরিবেশন করিয়াছে সে দৃশ্যটি হইতে আমরা বঞ্চিত হইতাম। এ একান্তভাবেই নারীর কাজ। দৃশ্যটির পরিকল্পনায় বক্রিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইনের যে অংশে বোহিনী ভ্রমরকে এক-গা গিলিটিকরা মলঙ্কার দেখাইয়া উহা গোবিন্দলালের দান বলিয়া প্রচার করিতে গিয়াছে সেই অংশের কথা দর্শকের মনে পড়িতে পারে। দৃশ্যটিতে জগমণির ভূমিকাট মূখ্য এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিতে গেলে দৃশ্যটির নাটকীয়ত্ব অবিসংবাদিত।

মদন ঘোষ :

নাট্যকার প্রদত্ত চরিত্রনির্ণিতে মদন ঘোষের পাঁচয়, সে ‘বিদ্যে-পাগলা বুড়ো।’ আর সকলে তাকে যেমন জাহ্নক উমাসুন্দরীর চোখে সে ‘পাগল নয়, আমি পাগলামো করে বেড়ায়।’ তিনি বলেন ‘ও সব লোক কি ধরা দেয়!’ যোগেশ উমাসুন্দরীর এই

মনোভাবের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছে, ‘ঐ যে ঠুকে মাহুসি দিয়েছিল, তারপর আমরা হয়েছি।’ স্বতরাং দেখা বাইতেছে, মদন ঘোষের উপর মহাপুরুষত্বের আরোপ উমানন্দ্রদ্বী উপযুক্ত কারণেই করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচকগণকে তো মদন ঘোষ মাহুলী দেয় নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেন ইহাকে মহাপুরুষ বলিতেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিত্রগ্রন্থে দেখিতেছি, তাহার এমন দশ জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সহিত যোগাযোগ ঘটয়াছিল যাহারা আশ্চাকুড় হইতে ভুক্তাবশেষ কুড়াইয়া খাইতে বিধা বোধ করিতেন না। বাহিরের লোক তাহাদের পাছে তপোবিন্দু ঘটায় এই কারণে তাহারা আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন এবং তাহাদের স্বরূপ অসুমান করিয়া ঐহিক সম্পদসভ্যের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কেহ অহুসরণ করিলে নোড়িখণ্ড লইয়া তাড়া করিতেন। ইহারা কেহ বংশবক্ষার্থ যত্র তত্র দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছেন, অথবা বান্ধু ভাঙিয়া দলিল চুরি করিবার মত মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অথবা পথ হইতে কাহারও ছেলে চুরি করিয়াছেন এবং এতাদৃশ কর্মের পরও মহাপুরুষত্বের দাবি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন একরূপ কথা কদাপি কেহ শ্রবণ করিয়াছেন কিনা তাহা আমাদের অপরীক্ষাত।

‘আম্র বলছিলুম কি, বংশটা লোপ হ’ল’—এই বাক্যটি নইয়া নাটকে তাহার আবির্ভাব এবং বাক্যটিকে কেন্দ্র করিয়া নাটকে হাস্যকর ও ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টিতে সে কয়েকটি দৃশ্য কর্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে। নাটকে সে অবাস্তব হইয়া নাহ, কাহিনীর বিবর্তনের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে সে অরিত। নাট্যকাহের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু ‘বংশটা লোপ হ’ল’ কথাটির অগ্ন্যতর সার্থকতা আছে। যোগেশের সর্বনাশ পুরাপুরি ঘটিল বাদবের মৃত্যুতে; শেষ পর্বন্ত কোন ক্রমে বংশ লোপ নিবারণিত হইল এবং মদন ঘোষের বহু আবৃত্ত

বাক্যটির অন্তর্গত irony কোথায় তাহা বোঝা গেল। কিন্তু চরিত্রটি প্রথম হইতেই সামাজিকগণের যে স্থূল বসবোধের প্রভাবের ভরসা কল্পিত তাহা উচ্চাঙ্গের বলিয়া সংবর্ধিত হইবার যোগ্য নহে।

মদন ঘোষকে শুধুই পাগল বলিয়া উপেক্ষা কবা কঠিন। নাটকের ঘটনা পরস্পরায় তাহার যে আলেখ্যখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহাকে স্থূলবুদ্ধি, স্থূলকৃতি, ভীক, কপট, তন্দর—সব কয়টি আখ্যায় বিভূষিত করা যাইতে পারে। সে যে রোজ রাতে বাদবকে দুধ খাওয়াইয়াছে এবং 'শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লকে জানালা ভাঙ্গিয়া পথ দেখাইয়া আনিয়াছে ও বাদবকে পাবাতন্ত্র দিয়াছে, সে যে উদাত্ত কণ্ঠে 'জমাদার, আর তোমায় ভয় করিনি ; পাগাবাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করিনি ; চাপরাশি, আর তোমায় ভয় করিনি' আবৃত্তি করিয়া প্রেক্ষাগার কম্পিত করিয়া দর্শকগণের হাততালির অপেক্ষা করিয়াছে তাহাতে তাহার চরিত্রের কথঞ্চিৎ শেষ রক্ষা হইলেও তাহার পূর্ব-পরিচিত স্বরূপ এবং আকস্মিক অতিনাটকীয়তা ঢাকা পড়ে নাই। [চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্থ গভীরের টীকা অংশে এই চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।]

স্বরেশ :

নাট্যোপলব্ধি তিন ভ্রাতার মধ্যে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যাহার চারিত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে সে স্বরেশ। রমেশ পরিবর্তন-হীন, যোগেশের পরিবর্তন অনেকটা মুক্তিহীন এবং যে জীবন হইতে পরিবর্তন সে জীবন মুখ্যতঃ নেপথ্যবর্তী। কিন্তু স্বরেশের চরিত্রে পরিবর্তনোপযোগী দ্রব-ভাব নাট্যকার প্রথমেই সূচিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র, সম্পন্ন পরিবারের এই বিপথগামী তরুণটির বিপথগামিতার চিত্র নাট্যকার প্রথমেই যখন উদ্ঘাটিত করিয়াছেন সেখানেই জনকোপম অগ্রজের প্রতি তাহার অন্তরের অকপট ভক্তি ও ভালবাসা নিঃসংশয়ে প্রকাশ

পাইয়াছে। সে নিজে বেপারওয়া, আপাত সুবিধার অতুরোধে ভবিষ্যৎ বেকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু দাদার সর্বনাশ সে ঘটতে দিবে না, কারণ এমন দাদা কাকুর হবে না।’ (১ম অঙ্ক, ২য় গভাক)

রমেশকে সে প্রথম দিকে চেনে নাই। প্রফুল্লকে ঠকাইয়া মাকুড়ি নিয়ে যাইবার সময় পত্রযোগে রমেশকে ব্যাপারটা জানাইয়াছে। ভাদ্রার দেখে অঙ্গ শীতল হবে।’ কঠিন আঘাতের ফলে তাহার চোখ খুলিয়াছে। জেলে রমেশ ও কান্দানীসবণের উপস্থিতি ও বিষয় হস্তান্তরের দলিলে তাহাকে সহি করাইতে রমেশের আগ্রহে সে রমেশের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে। এহ দৃশ্যে রমেশের প্রতি তাহার সরল চিত্তের সমস্ত রোষ একটি স্বর্ণীয় বিদ্যাদগত সংক্ষিপ্ত উক্তিতে ফাটিয়া পড়িয়াছে—‘তোমার জেল হয় না কেন, তা জান ? আচ্ছ তোমার যোগা জেল তয়ের হয় নি।’

শ্রবণেশের চরিত্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য কাহিনীতে বাহিত জটিলতার উপকার। তাহাকে জেলে পাঠাইবার নাটকীয় সাধকতা বহুমুখী। যোগেশের সমস্তা জটিলতা করা, উমাসুন্দরীর চিত্তবৈকল্য সাধন, জ্ঞানদে-প্রফুল্লকে বিচলিত করা, যোগেশের সমস্তা সমাধানের দিকে পীতাম্বরের অক্লান্ত মনকে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত করা। তাহাকে বিপদের মধ্যে ফেলিয়া যাহাতে সে বিষয় হস্তান্তরণপত্রে দস্তখত করিতে বাধ্য হয় সেই চেষ্টা করা এবং যোগেশের সহায়তায় সে অগ্রসর না হইতে পারে সে জন্য তাহাকে আপনাব লীলাভূমি হইতে দূরে প্রেরণ করা রমেশের দিক হইতে প্রয়োজন ছিল।

জেলে হইতে ফিরিয়া শিবনাথের ও ভজহারির সহযোগে সে স্বাধবের সন্ধান করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে সে জেলে থাকিয়া ও জেল হইতে বাহিরে আসিয়া বিবিধ-রূপে নাট্যপ্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে।

‘দ্বিতীয় অঙ্কেব তৃতীয় গর্তাকে বমেশ-প্রফুল্লের মিলিত বড় স্বস্ত্রে স্বরেশ চোরদায়ে ধরা পাড়িয়াছে টনসপেকটব একপ-সন্দেহ প্রকাশ করিলে যে ভাষায় স্বরেশ তাহার প্রান্তবাদ করিয়া প্রফুল্লের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে তাহা একটু অতি-নাটকীয় উচ্চ বাঙ্গিয়া উঠিলেও স্বরেশের স্বাভাবিক নিম্পাপ মন তাহাতে যে ধরা পাড়িয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পানদোষের প্রতি বিবাগ, যাদবের প্রাত স্নেহ, পরিবারের অপরাধ সকলের প্রতি তাহার ষাধাযোগ্য মধুব সম্পর্ক, বন্ধুবৎসলতা, কৃতজ্ঞতা বোধ এই নিমিত্ত প্রমোদের প্রাণ আমন্ত তরুণটির চরিত্র-সংশোধনের উপযোগী পথ খোলা রাখিয়াছিল, এই কারণেই তাহার পরিবর্তন স্বাভাবিক মনে হয়।

পীতাম্বর :

যে-যুগে আপিসী ছাঁচের কাজের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার অবকাশ নাই, সে-যুগে পীতাম্বর আমাদের সেই অতীত সমাজের স্মারক পুসাতন কর্মচারী। বেতনের এক অপরূপা যে-পরিবারে দীর্ঘকাল কাজ করিয়া সে আজ পুরুষের বৃদ্ধ সে-পরিবারের সুখ-দুঃখ সে একান্ত আপনাদ বলিয়া মনে করে। আজ ইতারা এ ক্ষেত্রে বড়ো বিচরণ করে না, শুধু গল্প-উপজ্ঞাসের পাতায় নোনক্রমে বাঁচিয়া আছে। পীতাম্বরের ব্যাভ-যব জগি-জমা আছে কিন্তু যোগেশের বাড়ি তাহার দ্বিতীয় গৃহ। প্রভুর কল্যাণ তাহার একমাত্র লক্ষ্য। ব্যাক ফেল পড়ার বার্তা সে-ই জুর্নালের হৃদয় যোগেশের গোচরীভূত করিয়াছে। ব্যাক আবার পাওনা-দারদের টাকা দিতেছে সংবাদ পাইয়া সে-ই যোগেশকে নানাভাবে বুঝাইয়া ব্যাকে লইয়া যাইতেছিল কিন্তু শেষ বন্ধা করিতে পারে নাই। মাতালের কবল হইতে সে-ই তাহাকে রক্ষা করিয়া ফিরাইয়া আনি। এবং শেষ পর্যন্ত পানোয়ন্ত যোগেশের ইটের আঘাতে জখম হইয়া বাড়ি

ফিবিয়া কাঙ্গালীচরণের প্রচেষ্টায় মিথ্যা মামলার পড়িয়া যোগেশের দুর্ভাগ্যে রমেশের সহিত যুদ্ধে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। অথচ মোটা টাকার উৎকোচের প্রলোভন তাহাকে প্রভুর পক্ষ পরিভ্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে উৎসাহিত করিতে পারে নাই। যে ভাবে উমাশুন্দরাকে সে স্তোত্রবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে, রমেশকে মুখের উপর উচিত কথা শুনাটয়া দিয়াছে, স্ববেশের মুক্তির দিনে অসুস্থ শব্দে গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আসিয়াছে তাহাতে তাহার যে অন্তরের প্রকাশ পরিলক্ষ্যমান তাহা চবিত্রটিকে দশকের আপনার জন করিয়া তোলে।

নাট্যকারের পক্ষে কৃতিত্বের কথা যে চরিত্রটিকে তিনি নিতান্ত ভীচে-ঢালা পুরাতন ভৃত্য করেন নাই। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার দিনে পীতাম্বর অন্তঃপুরিকাগণের সম্মুখে আসে না, তুংখের দিনে জ্ঞানদার সে নির্ভরমূল। ব্যাক ফেলের সংবাদে যোগেশের আশঙ্কাকর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া সে-ই প্রথম সমস্তই সাজু-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল; যাবাব তৃতীয় অঙ্কেব পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মুছাইতে উমাশুন্দরাকে শয্যা নিয়া যাওয়া। জ্ঞানদাকে সাহায্য করিবার জন্য উদ্ধত হইলে যোগেশেব দুর্ভাগ্যে সে-ই বলিয়াছিল, 'যান মশায়, মাতলামির সময় আছে।' প্রফুলকে তথা কারবাব পব রমেশেব নীলা যেখানে পরিসমাপ্ত হইয়াছে সেখানে তাহাকে ধিক্কাব দিবার জ্ঞান নাট্যকার পুনরায় পীতাম্বরকে অব্যব করিয়াছেন। পীতাম্বর পূর্বদত্তী দৃশ্যনিচয়ে রমেশকে সম্ভ্রমাত্মক 'দ্যাপনি' সর্বনামটির ব্যবহার করিলেও এ দৃশ্যে 'তুই' পদটির প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করে নাই।

প্রফুল্ল :

প্রফুল্ল চরিত্রটি নাট্যকারের কবি-কল্পনার সৃষ্টি। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহাকে তিনি সবদে সমস্ত ধূলি-মালিন্য হইতে রক্ষা

করিয়া নাটকের অন্তর্ভাগে নিবড়ভাবে নাট্যব্যাপারের অংশীভূত করিয়াছেন। বালিকাসুলভ সৰলতার প্রতিমূর্তি এই চরিত্রটির সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা তাহার অজ্ঞাতসারে সুরেশের যে বিপৎপাত সাধন করিয়াছে তাহাও এই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সে নাট্যবস্তু-নিমিত্তে অংশ গ্রহণ করিল। তাহার সত্যপরায়ণতা এই আশাকৃত (সুরেশ মাঝি লহয়া রমেশের উদ্দেশে লিখিত যে পত্রখানি রমেশের হাতে পৌঁছাইবার জগ্ন তাহাকে দিয়াছিল তাহা প্রফুল্ল পড়িতে জানিলে বোধ হয় দিত না) পুরাস্কাটিকে বর্মের মত নিয়ত রক্ষা করিয়াছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রমেশ তাহাকে বুঝাই প্ররোচিত করিয়াছে। রমেশ অবশেষে তাহাকে যখন চরম ভয় দেখাইয়াছে তখন প্রফুল্লের শেষ উক্তি তাহার মনস্ত চরিত্রটিকে নিমেষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। প্রফুল্ল বলিয়াছে, ‘আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।’

এই ভাগ্যহীনা নারী স্বামীর মনে কতটুকু অংশ অধিকার করিয়া ছিল বলা কঠিন। বিষয়-লোভে যে নৃশংস কর্মে রমেশ প্রবৃত্ত তাহাতে তাহার কোন যোগ ছিল না। রমেশ যখন জ্ঞানদাকে বাড়ি হইতে বিতাড়িত করে এখন প্রফুল্লকে পিড়গৃহে প্রবেশ করা হইয়াছিল এবং পরে তাহাকে বোঝান হইয়াছিল যে জ্ঞানদা স্বেচ্ছায় বাড়ি হইতে চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানদার কাছে প্রকৃত তথ্য জানিয়া এবং জ্ঞানদার দুর্দশা দেখিয়া প্রফুল্ল রমেশের চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পায়। অবশেষে সে একদিন জ্ঞানদাকে যাদব সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে বলিয়া গেল অথচ সে জ্ঞানদা ও যাদবকে নিজেদের বাড়িতে নিয়া হুপিবার জগ্ন চেষ্টা করিবে রমেশকে এই কথা দিয়া বাড়ির বাহির হইতে পারিয়াছে। সে বলিতেছে, ‘দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখছি।’ অবশ্য এই মিথ্যাচার তাহার স্বার্থের অহুরোধে নয় এবং মিথ্যাচার তাহাকে ভিতরে ভিতরে বিশীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

সমস্ত সংসারের ভাঙন দশায় যাঁহার মনের উপর সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছে সে প্রফুল্ল। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের প্রতি একটু অভিনিবেশের ফলে প্রফুল্লের এই পরিবর্তন একান্ত স্পষ্ট হইয়া ওঠে। মদন ঘোষের স্বভাবের যে দুর্বলতম অংশ তাহা মৃত্যুভয়, পবলোকভয়। এই দুর্বল অংশে আঘাত দিয়া প্রফুল্ল যখন সুদীর্ঘ বাক্য-বিলাসে কৃত্তী ব্যবহাৰাঞ্জনের জায় তাহাকে আত্মসমর্পণে এবং যাদবের কক্ষের পথ প্রদর্শনে বাধা করিয়াছে তখন প্রথম গভীর্ণ হইতে তাঁহার মরল ভীক বালিকা মন্দিরটি পাঠ্যের চোখের সম্মুখে আসিয়া সত্ত উপস্থাপিত প্রবীণা বুদ্ধিমত্তা বহুভাষিণী মূর্তিটিকে সবলে অপসারিত করিয়া কলিত দৃশ্যটির অনাস্তবত্যকে দিককাণ দিয়া দাঁড়াইতে চায়। সমালোচক বলেন, এ নয়, এ নয়, ইহাব জল পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, লোকলোচনের অগোচরে এই অঙ্গগল্ভা বালিকাটি কেমন করিয়া এই পরিণত বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার অধিকারিণী হইয়া উঠিল তাহাও সমস্ত দলিল যথাযোগ্য প্রমাণ সহ উপস্থাপিত করা হোক। কিন্তু অভিনয় কালে প্রত্যক্ষ বর্তমান অপ্রত্যক্ষ পূর্বজন বালিকাটিকে আড়ালে ফেলিয়া বাস্তববৎ তীয়মান হয়, অকাভিনয় তাহার সাক্ষ্যদান করিয়াছে। অবশ্য পাঠাতা ও অভিনেয়তার মধ্যে যে বিরুদ্ধ সাক্ষ্য উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছে ইহা একান্ত সত্য এবং নাটকে যদি প্রফুল্ল চরিত্রের অন্তিম পরিণতি নির্দিষ্ট পরিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হইত তাহা হইলে আকস্মিকতাব ফলে নাট্য-নাট্যীয়তাব ধো আভাস তাহাও দুঃসাহসিক অভিযান ও উক্তিৰ যদো ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এমন উদ্ভূত হইত না। তথাপি মনে হয়, নাট্যকাব এই আকস্মিকতাব আঘাত কোমল করিয়া আনিবাব প্রয়োজনব প্রতি অবহিত ছিনেন এবং প্রস্তুতিপর্বের দিকে তাঁহার অভিনিবেশের প্রমাণ চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে জ্ঞানদার সহিত প্রফুল্লের ইংনাপে নিশ্চিতরূপে ধরা পড়িবে।

নির্বাপিত হইবাব পূর্বে প্রফুল্লের জীবন-দীপ চকিতে ভাস্বর শিখায় দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু তাহাকে নিতান্ত বলপূর্বক নির্বাপিত না করিলেও সে দীর্ঘকাল প্রোজ্জ্বল থাকিত না, তাহার তৈল নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। স্বামীর অপকৌতির রহস্য যখন তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে তখন সে 'আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গভাঙ্কে ঝি-এর সহিত তাহার সংলাপে মৃত্যুর পূর্বছায়া-পাতের অন্তত ইক্ষিৎ উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছে। 'আমায় কে যেন ডাকছে, আমাব প্রাণ যেন কাঁদছে, আমি কাঁদতে পারি নি, আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।' ঝি-এর সহিত সংলাপের সমগ্র অংশ পাবনত শিল্প-চক্রে রচনা, গভীর নাটকীয় বাস্তবায়নময়।

এই প্রফুল্লের পরিণতি এ নাটকে কী হইতে পারিত ? সে যদি বমেশের হস্তে নিহত না হইত তথাপি ততাব প্রগাস ও ধাবর্তীয় ষড়্‌ষত্বে ফলে বমেশের দীঘ কারাবাস অবশ্যস্বাবী ছিল। ভাগ্য-বিভগ্নিতা যে নারী পৃথিবীর যাহা কিছু নারকীয় তাহার কোন কিছুর সঙ্গে সংবন্ধ না থাকিবার নিয়তির রহস্যময় বিধানে তাহার পূর্ণ কৃফল ভোগ করিয়াছে, গ্রহটীক্ণে মদলা বালিকা হইতে বর্ষীয়মা নারী পোড়-খাওয়া জীবনের সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ধারণ করিয়া অন্তরে জীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া স্বদনিকাপাতের মুহূর্তে সব খোয়াইয়া বসিয়া আছে, সে তাহার দুর্ভর জীবনের বাকি দিনগুলি কোন আশ্বাস, কোন সম্বল লইয়া কাটাইত ? খাদ্য বালক, ব্রহ্মেশের স্নেহে নৃতন করিয়া তাহার জীবন গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। একদিন ব্রহ্মেশ প্রায় হইয়া অতীত জীবনকথা বহুদূরদূরী বঙ্গনার ছঃপ্পে মতোই সম্ভবতঃ তাহার মনে পাড়বে যাত্র। কিন্তু যাদ্যকৈ কোলে লইয়া এবং উন্নত উদাহরণীয় সেবা করিয়া তাহার জীবন আবার ভরিয়া উঠিবে

কি? আমাদের মনে হয় প্রফুল্লের হত্যার রমেশের অকারণ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইয়াছে,—রমেশের অকারণ নিষ্ঠুরতা যাদবের হত্যার প্রয়াসেই সপ্রমাণ—কিন্তু নাটকের আসানে মৃত্যু হতভাগিনীর নিকট স্নেহ সন্নিবেশিত মূর্তি ধরিয়া আনতুর্ভূত হইয়া তাহার দুঃসহ জীবনের সমস্ত দাহ দূর করিয়াছে। রমেশের প্রতি শেষ দিকের উক্তি ‘ছোট মুখে বড় কথা’ বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ তৎসম শব্দের প্রাণল্যা এই উক্তিকে কিছুটা কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শব্দ প্রয়োগের এই ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইলেও ভাবের দিক দিয়া ইহাকে কৃত্রিম বলা কোন ক্রমেই সমীচীন নয়। আত্মপীড়নের অন্তরালে অন্তর্নিহিত এই কথাগুলি দিন দিন জমিয়া উঠিয়া অসহ আবেগে সমস্ত প্রাণশক্তি লইয়া তাহার মুখে বাজিয়া উঠিয়াছে। এগুলি তাহার প্রাণের কথা। এই প্রগলভ প্রৌঢ়োচ্চত ভাষণ তাহার নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতাব ফল, তাহার ফলে সে স্বল্পকালেই প্রৌঢ়াব পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। তাহার মনের ব্যতিক্রমি বহু দিন মরিয়া গিয়াছিল।

[‘নামকরণ’ ও ‘নাটকীয় বচন’ এই দুইটি অংশের সংক্ষেপে মোটে পাঠ।]

ভজহারি :

ভজহারি চরিত্রটি দেশের ভিড়ে হারাইয়া যাইবার নয়। সে একেবারে পূর্ণাঙ্গ গুরুত্বপূর্ণের মাত্র। গিরিশচন্দ্রের নাটকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির সে অন্যতম। দুঃখ-বেদনায় ক্লিষ্ট হরেশকে সে অতি সংক্ষেপে ভাবাবেগশূন্য ভাষায় তাহার মতীত জীবনের কাহিনী শুনাইয়া সাধনা দিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ মনে গভীরে অলক্ষ্যে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছে। তাহার আপাত ভাবাবেগ-শূন্যতা তাহার উক্তিতে এমন একটি সহজ বিশ্বসনীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে,

এমন একটি দৃশ্যের কঙ্ক ঘর খুলিয়া দিয়াছে যাহা আনুগোচর ভাষায় প্রকাশের ফলে সম্ভবপর হইত না বলিয়া বোধ হয়। সে দরিদ্র কিন্তু সুখী গৃহস্থ পরিবারের সম্ভান। জমিদারের কোপে তাহাদের সংসারটা নষ্ট হইয়া যায় এবং সে এমন একটা অবস্থায় নানা দুর্ভোগের মধ্য দিয়া আসিয়া ঠেকিয়াছে যেখানে নীতিজ্ঞান বলিয়া কোন বালাই নাই। কাকালীচরণ ও জগমণির দাসত্বে তাহার বালাকাল কাটিয়াছে। ‘মামাবাবু বেত আর মামীঠাকরুনের চৌনাং সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত’ তাহার সে পর্বে জুটিত এবং পর্বে ‘জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়ে’ছ।’ ইত্যাদি কথা হইয়াছে এই যে, জীবন সম্বন্ধে কোন মোহ তাহার নাই। জীবনের পাণ্ডনা-গুণ্ডার বাজাবে সে নগদ-কারবারী। নীতি-হীনীতির ভেদ অথবা চক্ষু-জ্ঞান বহুকাল সে বিসর্জন দিয়াছে। তাহার দিতরের মাস্তবটা ও বাহিরের পরিচয়টার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সে রাখে নাই। সে একেবারেই বে-পরওয়া এবং বে-আক্ৰ—মুখোশের প্রয়োজন তাহার ভাগ্যবিধাতা রাখেন নাই।

সে কোন্‌ সম্প্রতিভ এবং কাজের জগতের লোক। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি ভাঙ্গা মন ও পরিচয়-বৈশিষ্ট্য বসিষ্ট গুণা পুরুষের বাস। সে ভোগী, সে শক্তিমান, স্বচরিত্র, বাঙ্গাল-পুণ্ড এবং পারিপার্শ্বিক জীবনের ভাগ্যবান। সে ভক্ত সমাজের লোক একদিন ছিল, ‘মাজ সে হুচরিত্র। সে নিজের চারিপাশে কোন দুর্ভেদ্য রহস্তের জাল রচনা করে নাই। সে স্বচ্ছ, সৰ্বপট, নিজের স্বভাবটা সম্পর্কে সে এমন পরিচয় স্বচ্ছন্দে বহন করে যে তাহার সম্পর্কে প্রথম আলাপের মাস্তবের একটা নিশ্চিত ধারণা গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহার ভঙ্গীটা কিছু কৌতুকবহু কিন্তু ইহার অন্তরালে একটি যুগ্ম বিশ্লীর্ণ করুণধারার গূঢ় অস্তিত্ব সে অনবহিতভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

ভজহরি হু-মুখে ছুরি। সে রমেশের কাছে টাকা পাইয়া যেমন বিনা

বিধায়' সপ্তচর পরগনার জমিদার মুল্লুচাঁদ ধুধুরিয়া সাজিয়াছে, তেমনি আবার অর্থের প্রয়োজনে রমেশের প্রতিপক্ষের কাছে রমেশের সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে যে দুর্মম্ব মনুষ্যত্ব বিद्यমান, শিশুর পীড়নের দৃশ্যে ও প্রফুল্লের আত্মত্যাগে তাহা তাহাও চক্ষুকে বাম্পাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তথাপি প্রফুল্লের মৃতদেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্তহরির স্মৃদ্ধি প্রার্থনার মধ্যে একটুকু অপরিমিত উচ্চ শ্বস বাজিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জমিদারের চবিত্ত্রেব অন্তরকরণ করিতে গিয়া মুল্লুচাঁদ ধুধুরিয়ার 'গান্ধিকা মাসিক কলম পাক্‌ডেগা উন্টা, কাগজ উন্টা বি লেলেগা, জমিদার লোক যেসো বেকুব হোতা নসাই বন যাগা' স্মরণীয় ও উপভোগ্য উক্তি।

উমাসুন্দরী :

উমাসুন্দরী চরিত্রটি নাটকের একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পূর্ণ চরিত্র। নাটক যারস্ত হইয়াছে তাহার উক্তিভে স্নেহ করুণা কর্তব্যপরাধনতা শৃঙ্খলায় মুগ্ধমান প্রকাশ তাহার উপস্থিতি ও উক্তিভে নিঃসংশয়ে চরিত্র-চিত্রে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সম্পন্ন প্রীতিময় সংসারেও সমস্ত তার ঘোষ্ঠপুত্রবধূ হাতে তুলিয়া দিয়া বিব্রাসক্তি হৃদে দূখে হিন্দুবংশের জীবনের আশ্রয় তীর্থক্ষেত্রে তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন করিতে চলিয়াছেন। কিন্তু ব্যাক ফেল পড়িয়া সমস্ত সংসারটার চেতারা খন পালটাইয়া দিল এবং যোগেশ যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়া বিব্রমে মদ্যপানের মধ্যে বিস্মৃতি খুঁজিতে গিয়া অধঃপাতের নিম্নতম দাপানে অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হইতেছে তখন রমেশের ব্রোচনায় যোগেশকে বিষয় বেনামি করার পরামর্শ দিতে তিনিও অগ্রসর হইলেন। বিব্রালোকের পক্ষে সম্পত্তি রক্ষার জন্ত একরূপ কর্মে

প্রবৃত্ত হওয়া গুরুতর পাতক নয় কিন্তু উমানন্দরীর 'ধর্মভীতু ছেলে'কে রমেশ গদ খাওয়াইয়া দিলে সেই কথাইয়া নিলেও তিনি না অনুরোধ করিলে, অথবা তিনি বরুন্ধতা করিলে, বেজিষ্টি করিয়া দিতে বোধ হয় সম্মত করান বাটত না। অন্ততঃ উমানন্দরীর মনে এই ধারণা বন্ধমূল হইয়া রহিল। যখন তিনি দেখিলেন যোগেশ অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে এবং তাহার অকর্মণ্যতায় প্রযোগ লইয়া রমেশ সুরেশকে পুলিশে ধরাহয়্য দিয়াছে তখন তিনি নিশ্চেকে এই 'সর্বনাশের গোড়া' মনে করিয়া ঠিকই বুঝেছেন পীড়া শেষ করিতে লাগিলেন। 'মা হচ্ছে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম খেঁয়াতে বললাম। আমি আজন্ম তামাসা করেও মিথ্যা কথা বলি নি, মা হচ্ছে কেন কালসাপিনী হলেন? ধর্ম খুইয়েই আমার এ দশা হল। তামাসা ধর্মের সংসারে পাপ মে'—য়েছে'— ইত্যাদি উক্তিও মধ্যে তাহার পক্ষে অপরাধের বোঝা কত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ কর হইয়াছে। নিঃসন্তর আত্মনিকারের প্রবৃত্তি তাঁহাকে বিচারমুত করিয়া ফেলিয়াছে এবং নিষ্ফল স্নেহের সমস্ত আঘাত তাহার সচিত্র যুক্ত হইয়া এই ধর্মভীত বৃদ্ধকে প্রকৃতিক্ত থাকিতে দেয় নাই।

সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার মস্তিষ্ক-বিকারের মধ্যে অতিলাটাইয়া ও প্রস্তুতিহীন আকস্মিকতা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু নাট্যকাব্যের বিবন্ধে এই প্রকার অভিযোগ সঙ্গতিগত মনে হয় না। নীচদর্পণের সাবিত্রীও উন্নততা যদি এই মাস্তকবিকারের প্রেরণাগুলি হইয়াও থাকে, তাহা হইলে উমানন্দরীর চরিত্র-কল্পনা ও তাহার ক্রমিক গঠন-শিল্প ক্ষুণ্ণ হয় না।

বহির্জগতের বিচিত্র অতি ভাষ ও কর্মণ্যকিতে যদি আকস্মিক বিপৎপাতে প্রোট যোগেশের জীবনের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরে তবে উমানন্দরীর বৃদ্ধ বয়সে নিভরযোগ্য উপযুক্ত পুত্রের আর্থিক সর্বনাশ ও

নৈতিক ধর্মপতন যে অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন আনিবে তাহা বিশ্বয়কর নয় ; বিশেষতঃ এই সর্বনাশ যখন তাঁহারই এক পুত্রের দ্বারা সাধিত এবং এ সর্বনাশ যখন সমুদয় পরিবারকে গ্রাস করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ উমানন্দরৌ যোগেশের পতনের দাবণ নির্ভর করিয়াছে । ধর্মপথ হইতে তাহা স্বর্ণমে এবং নিজেকে এই স্বর্ণমের বৃত্ত দাড়া করিয়াছে । সুদেশের তর্দিশাব জগৎ পরিচালিতাবে তিনি নিজেই দাড়া করিয়াছেন । এই বহুলাংশে কল্লিত যদরাসের মানসিক পীড়নে তিনি যখন প্রিষ্ট তখন জগমনি আসিয়া সুদেশের ভেলে পাথর ভাঙার সংবাদ দিয়া তাহাতে একেবারে উন্মাদ দশা পৌছাইয়া দিাছে । পীড়াযুক্ত সাম্প্রদায়িক ও ভাব বাক্যে যেখানে চিন্তাভাব একটু স্পষ্ট হইতামি সেখানে অস্বাভাবিক আকস্মিক বসিয়া এত প্রচণ্ড বাক্য উচ্চারণ । অতএব উমানন্দরৌ উন্মত্তত প্রাপ্ত হইয়া আকস্মিক বাক্যে বাক্যে মত প্রকাশ করা সমীচীন নয় ।

নাটকীয় শিচা—ট্রাজিডির স্বরূপ ও প্রকৃষ্ট নাট :

বাংলা সাহিত্যে যে দুই-একটি শাখা গুল্পকন-সমৃদ্ধ করিয়া গমন করি কবিদ্যা থাকি, দুর্ভাগ্যবশতঃ নাটক তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নয় । নাটক জীবনে যে প্রচণ্ড অসুখের, যে লোক-বিশ্বাস কঠিন ভাবের, অসুখ ও প্রেরণার মত হইতে পারে বাঙালীর জীবনে তাহার আবির্ভাব হই শ্রাস্ত্রীর মধ্যে ঘটে নাই । গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ এই চলন্তামি সেরে মহীকর মাথা তুলিতে পারে নাই, কঠিন মুক্তিকার দূর আকর্ষণ যাহার সহস্র মূলকে সবলে ধারণ ও রক্ষণ করিবে । যুগ তাবল্যাব, আবিষ্ট গৃহমুখিতার, সামাজিক ও ধর্মীয় নিত্য-নৈমিত্তিক অন্তর্ভুক্ত, যৌথপরিবারের গৃহকোণে লালিত সম্পর্ক বৈচিত্র্যের, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সমাজের ক্ষণস্থায়ী সংঘর্ষের প্রেক্ষায় যে সাহিত্যের উদ্ভব

হইয়াছে তাহাতে কিছু ছোট গল্প ও গীতিকবিতার পুষ্টি স্বভাবতঃই সাধিত হইয়াছে কিন্তু নাটকের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি ইহা অপেক্ষা দৃঢ় ভিত্তি ও সাবধান উপাদানের অপেক্ষা রাখে। এই কারণে যে পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের সাহিত্যে এই উভয় ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা উপগ্রাস ও নাটকের ক্ষেত্রে হয় নাই, যদিও উপগ্রাস-নাটকের উদ্ভব আমাদের সাহিত্যে বৈদেশিক প্রভাবেরই ফল।

নাটকের যে বিভাগ ট্রাজিডি নামে পরিচিত তাহার সহিত উদাত্ত পুরুষকার, বলিষ্ঠ জীবনবোধ, গভীর আত্মপ্রত্যয় এবং প্রচণ্ড সর্বাতিশায়ী ব্যক্তিত্বে কল্পনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোথাও বা মানুষের অনায়ত্ত অমোঘ দৈবশক্তি মানুষের চিন্তা কল্পনা কর্মসূচীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া কৃত্রিম বোঝে বজ্রাগ্নিদাহ লগ্নিয়া কোন মহাপরাক্রান্ত কর্মবীরের সম্মত মস্তকে পতিত হয়, কোথাও বা সে সমগ্র জীবনের অক্লান্ত সাধনাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া দেশহিতব্রত জ্ঞানতপস্বীর চোখের সম্মুখে বন্ধনা ও রিক্ততার শূন্যময় ভবিষ্যৎ প্রসারিত করিয়া প্রগল্ভ বিদ্রূপে অট্টহাস্তে ফাটিয়া পড়ে, কোথাও বা চরিত্র-নিহিত জলক্ষ্য সর্বনাশের সূক্ষ্ম বীজ অজ্ঞাতসারে পরিপুষ্টিলাত করিয়া সোনার ফসল লাভের সকল আশাকে সকল সম্ভাবনার অতীত করিয়া কণ্টকাক্ষিত হৃৎশুলে হৃদয়-ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। সমুদাত্ত সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া যে অতিকাগ মানব-সন্তান বহিবিধের ও অন্তর্বিধের সকল বর্হির্ঘাত ও অন্তর্ঘাত বহন করিয়া ধ্বংসের স্তূপনিষ্ঠে অতলম্পর্শ গম্বর-মুগে দৃঢ় পদ সঞ্চাবে অগ্রসর হইয়াছে, যে বনম্পতি পাদাশ্রয়ী লতাকুণ্ডকে এক্ষণ করিতে গিয়া বিপুল পৌরুষে বজ্রবহিঃ প্রচণ্ড অভিঘাত অসীম ধৈর্যে অপার ককণায় বহন করিয়াছে, ট্রাজিডির নায়ককে বৃত্ত হইবার পক্ষে তাহার অধিকার সর্বজন-স্বীকৃত।

আধুনিক নাটকে ইতিহাসের দৃশ্যত উদাত্ত গভীর কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক নাটকগুলিতে জীবন-বীণা আব তেমন উচ্চগ্রামে বাজিতে পারে না। কল্পনা এখন বস্তু-জগতের দৃঢ় কঠিন মৃত্তিকার উপর পা ফেলিয়া চলে, তাহার পক্ষচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ট্রাজিডির নায়কের প্রশস্ত বক্ষপট সংকুচিত হইয়াছে, তাহার বীরত্ব, আত্মত্যাগ, পুরুষকার, মহত্ব আর পৌরাণিক যুগোচিত মহিমা ও বিশালতা অবলম্বন করিয়া চলে না। কিন্তু অন্তরে প্রাচীন নাট্যকারগণ যে উৎসাহ শিখা জালিয়া দিয়াছেন তাহা স্তিমিত হইয়া আসিলেও আজও অনিবার্য আছে। সে গগনলীলা না হইলেও তাহার পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল করে, আপনাকে ভাস্ময় করে এবং তাহার পতন আজও সামাজিকগণের মর্মস্থল হইতে দীর্ঘশ্বাস আকর্ষণ করে।

আধুনিক নাট্যসাহিত্যে মৃত্যুর মধ্য দিয়া ট্রাজিডির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহার কারণ অতি স্বাভাবিক। মৃত্যু যে এ জীবনের চরম অবসান, কঠোর সত্য, সকল জ্ঞান, সমস্ত শক্তির আন্তিম সমাধি এ বিষয়ে তর্ক সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। মৃত্যুর অব্যর্থ আঘাত ব্যতিরেকে সে কালেব জ্বরের প্রাণশক্তি কিছুতেই পবাক্ষর স্বীকার করিবে না, তাহার সম্পর্কে শেষ কথাটি কোন মতেই বলা চলিবে না। এই দিগ্‌বলয়লীন ভাস্বর প্রাণশিখার যে এক-একটি স্ফুলিঙ্গ আমাদের ক্ষুদ্র বাসগৃহে আলোক ও তাপ বিকিরণ করিবার নিমিত্ত দীপ্যমান রাখিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া মহাকাব্য লেখা চলে না, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর বা গৌরিশ ছন্দে তাহাদের ক্ষুদ্র জীবন অতীত যুগের মহা-নাটকের বিষমবস্তু রচনার যোগ্যতা রাখে না। বস্তুতঃ মহাকাব্যের বিশালতা ও গান্ধীর্ষ যেমন ক্ষুদ্র লিরিকের মুহূর্ত্ত ভাবস্পন্দনের মধ্যে জাতি-ভেদ হেতু ধরা পড়িবার নয়, তেমনি যে শেকসপীরীয় ট্রাজিডির

আদর্শে এ যুগে নাটক বিরচিত হইয়াছে তাহাতেও ওথেলোর বিদ্বিত ঈর্ষানীড়িত জীবনের প্রচণ্ড মর্মকোভ যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কাটিয়া পড়িয়াছে তাহা আধুনিক রাষ্ট্র-সমাজ-শাসিত চতুর ক্ষুদ্র পোষ্যমানা ভদ্রজীবন লইয়া বিচিত্র নাটকে প্রহসনের বিষয়ীভূত হইতে পারে মাত্র। কিন্তু মহাকাব্যের পাশাপাশি নিরীক যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার স্থান কবিয়া লইয়াছে, এই অর্বাচীন নাটকও বিষয় ও প্রকাশ উভয়তে আপনার বৈশিষ্ট্যের অকুণ্ঠ স্বাক্ষর দাবী রাখে দাবণ ইহা আধুনিক জীবনযাত্রার অন্তর্গত। স্নেহ-প্রেম-আদর্শনিষ্ঠা ইহার অঙ্গ-স্বন, ক্ষুদ্র আশাভঙ্গ, মনোভঙ্গ, মনস্তাপ ইহার পারিণাম। যুদ্ধ-নিগ্রহ বিপ্লব চঃসাহসিক অভিযান ইহাতে পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্থল হইতে বৃহত্তর সমাজে বা জাতীয় জীবনে কোন প্রচণ্ড হৃদয়-ভাবের আলোড়ন পরিণ্যাস্ত কবিয়া দেয় না। ক্ষুদ্র যে জীবন-তরুণটি সাধারণ মানুষের হৃদয়ের মূল খান্দোলনে পাতাগুলিকে ভূমিতলে স্থলিত করিয়া পুষ্পফল প্রসবের সহজ শক্তি হারাইয়া ফেলে তাহার উপর বজ্রবহির অভ্যাত ট্রাজিডি নয়, বড় জোর ককণ-বসেব সৃষ্টি করিতে পারে। আলোচ্য নাটকে আধুনিক জীবনের যে নাট্যোপকরণ গৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন নাটকের প্রয়োগ-পদ্ধতি ও ফলশ্রুতি সম্ভাব্য নয়। আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় উদ্ভিষ্ট বসনিন্দ্রি কতদূর ঘটিয়াছে তাহাই আলোচ্য বিষয়।

পঞ্চমের বলা দরকার, প্রফুল্ল নাটকের বহুস্থলে নাট্যকাব্যের অনিপুণ স্তম্ভাবলিপের চিহ্ন মুদ্রিত আছে। যোগেশের সংলাপ-বিবৃত পূর্ব জীবন যতই তাহাকে নায়কোচিত গুণে মণ্ডিত বলিয়া সামাজিকগণের সংস্কার সৃষ্টি করুক যথোপস্থাপিত যোগেশ তাহার মূর্তিমান প্রতিবাদ। মানুষের অনায়ত্ত্ব এক রহস্যময় শক্তি যে তাহার সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টাকে বিপর্যস্ত করিয়া অচিন্তিতপূর্ব এক পরিণামের দিকে তাহাকে ঠেলিয়া

দেয়, এই একম একটা বোধ তাহার উক্তিভে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ‘... ...
 যাব খা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। স্ববেশ জেলে গেল কেন—আমি
 কি করবো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না, সে জেলে
 গিয়েছে, আমার দোষ? যাক—কে কার জন্ত মরে, কে কার জন্ত
 বাঁচে?’ এ যে-অদৃষ্টবাদ তাহা পরাজিত সৈনিকের পলায়নী মনোবৃত্তির
 অপর নাম। যে অদৃষ্টবাদী বলে, জানি ভাগ্যবিধাতা অকারণে কিছু
 তাহার সঙ্গে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যুক্তিয়া যাইব, জানি অপরাধ
 ...রিয়্যাদি, কিন্তু সে ভ্রান্তি বা অপরাধের দেনা কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া
 দিয়া যাইব—দেনদার থাকিয়া যাইব না, সে অদৃষ্টবাদীর সঙ্গে আমাদের
 পরিচয় আছে। প্রথম শ্রেণীর মানুষ মধুসূদনের বাবণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর
 ম্যাকবেথ। যোগেশ ভাগ্যের প্রতিকূল শ্রোতে গা ভাসাইয়া
 দিয়াছে; ভাবখানা এই, কুল যদি না পাইল দিনা প্রয়াসে তল তো
 পাইবে।

নাটকে কেন্দ্রগত চরিত্র যোগেশের দৈহিক মৃত্যু দেখান হয় নাই,
 নৈতিক মৃত্যুর লক্ষণ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নাট্যকার
 রাখেন নাই। যে-উমাশুন্দরীকে নাটকের আরম্ভে দেখিয়াছিলাম সে-
 উমাশুন্দরীরও মৃত্যুর দ্বিতীয় দিকল্প মস্তিষ্ক-বিকার ঘটয়াছে। জ্ঞানদা
 গভীর মর্মবেদনায়, অনশনে এবং শেষ পর্যন্ত যোগেশের পদাঘাতের
 ফলে নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে মারা গিয়াছে, প্রফুল্লকে হাস্যরোধ করিয়া
 হত্যা করা হইয়াছে, বাদব মৃত্যুর দ্বার দর্শন করিয়া ফিরিয়াছে।
 সামাজিক-চিত্তের উপর উপধূপরি এই আঘাতগুলি কার্য-কারণের
 অনিবার্য সম্পর্কের ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটিয়াছে এবং নাট্যকার
 সংশয়-সন্দেহক্লিষ্ট দর্শক-চিত্তে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করিয়া নাটকীয়
 ভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন—একথা কোন মতেই স্বীকার করা
 চলে না। ফলে নাটকের পরিণাম অভিনাটকীয় হইয়াছে।

একথা সত্য যে প্রফুল্ল নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষণা চরিত্রটিকে কেন্দ্র-
গত করিয়াছেন কিন্তু সর্বময় করেন নাই। তিনি পার্শ্ব-চরিত্রগুলিকে যথা-
যোগ্য ভাবে পটভূমি করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রে
যে উপাদানের বলে নাটক-চরিত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে পার্শ্বচরিত্রগুলিতেও
তাহার স্বলম্বিক প্রকাশের প্রয়োজন আছে; তাহারা যদি আপন
ব্যক্তিত্ব ও বিকল্প শক্তির সহিত সংঘাতের উপযোগী সংকল্প লইয়া না
দাঁড়াইতে পারে তবে তাহারা ছাঁচে-ঢালা মানুষ হয় মাত্র। জীবনে
সেকল্প চরিত্র চোখে পড়িতে পারে কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণী-
করণের অন্তর্ভুক্ত তাহাদের স্থান নাই। জ্ঞানদাকে জগমণি এক নজরে
চিনিয়াছিল, সে 'পতিপ্রাণা' নারীর type মাত্র। প্রফুল্ল চরিত্র
অতি-চলিফু। এই অতিনাট্যধর্মী অতি-চলিফুতা ধরা পড়িয়াছে
যাযবকে উদ্ধার করিবার ব্যাপারে। সত্যাব ভীক সবলা বালিকা-বুদ্ধি
প্রফুল্লের বুদ্ধিমতী কর্মদক্ষা প্রবীণা গৃহকর্ত্রীর মূর্তিতে আবির্ভাব
প্রসঙ্গটির অভাবে আকস্মিক এবং সেই হেতু প্রতীতি উপাদানে অনেকটা
বার্ষ হইয়াছে

ট্রাজিক রস একটি অখণ্ড অমুভূতি। ঘটনার ছাত-প্রতিঘাতের
নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ক্রান্ত করণ রিক্ত পুরুষকারের এমন একটি
অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস নাটকের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া ওঠে সামান্য-
বাক্য যেখানে পরিচাস বলিয়া মনে হয়। এদেশে এবং ও দেশে যে
পঞ্চসন্ধির কথা নাটক সম্পর্কে বলা হইয়াছে ট্রাজিডির পক্ষে উহা
অধিকতর প্রযোজ্য। এ বিষয়ে সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ যে 'গোপু-
চ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তন্ত কীর্তিতম্' বলিয়া নাটকের দৃশ্যের দৈর্ঘ্য-
দ্রবতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়াছেন সে কথাটিও এই প্রসঙ্গে অবগণীয়।
নাটকের আদি ও অন্তভাগের কুশতা ও মধ্যভাগের দুগতার যে উপ-
যোগিতা বিষয়ে আভাস দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতি আলোচ্য

নাটকে অভিনিবেশের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভেজনাকর ঘটনার
 সুপীকৃত সঙ্ঘ নাটকের অন্তর্ভাগ অকারণ ভারগ্রস্ত করিয়াছে। 'সাজান
 গান' চোখের সামনে শুকাইয়া রাইবার ব্যাপারে হতভাগ্য যোগেশ
 ৰ নিয়তির পরিহাসেই প্রতিবিধান না করিতে পারিয়া শুধু নিষ্ফল
 দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সামাজিকগণের সমবেদনাময় দীর্ঘশ্বাস আকর্ষণ
 করিবে তাহা ঘটিল না, অহেতুক হত্যা ও হত্যাশ্রমাসের বীভৎস
 দৃষ্টান্ত, পুলিশ জমাদারের নিমেষ-নিয়তচকিত আবির্ভাব ও সঙ্কটত্রাণ
 —সব মিলিয়া যেন যোগেশের মর্মকোভকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া
 ল-সাহিত্যের বহির্ভূত একটি আধুনিক অপরাধমূলক নাটক মঞ্চ
 স্বীকার করিয়া বসিল। অপরাধীর শাস্তি-বিধানের ইচ্ছিতে যে
 গদ্যবিধানের শাস্ত স্তম্ভ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এক ভয়ঙ্কর দুঃস্থলের
 দবসান ঘটাইয়া নৈতিক ভারকেজ্জকে রক্ষা করিয়াছে এবং তৎসঙ্গেও
 যোগেশের জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতির নির্ময় গভীর-ক্ষতচিহ্ন
 টাঁকিয়া দিয়াছে এই বোধ নাট্যকার সামাজিক চিন্তে মূগ্ধিত করিতে
 পারেন নাই। মদন ঘোষের চরিত্রের অসঙ্গতি, রমেশের বদ্ব্যহীন
 তিনাটকীয় বীভৎসতা, দর্শকলোচন হইতে নাট্যকারের অবিবাক্য অশ্র
 ণাকর্ষণের প্রয়াস নাটককে শুধু দুর্বল করে নাই, ট্রাজিডির ক্ষেত্র হইতে
 ক্ষাতীন পথে আকর্ষণ করিয়াছে এবং ট্রাজিডির যে উপাদান প্রথম
 দ্বয়ের প্রথম গর্ভাঙ্কে সামাজিকগণকে বিপুল সম্ভাবনার ইচ্ছিত
 রাখিয়াছিল তাহার সার্থক ব্যবহার ঘটিতে পারে নাই। সাহিত্য-
 ধারার দিক দিয়া প্রকৃত নাটকখানি ট্রাজিডি রচনার ক্ষেত্রে বার্ষতার
 দর্শন। তথাপি এই বার্ষতার ক্ষেত্র হইতে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ
 কথানির উদ্ধার-কল্পে যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা কিন্তু অভিনব
 র পৌরবে মণ্ডিত হইয়াছে। এই সাফল্যের উপাদান নাটকেই
 লিখিত ছিল।

শুক্ল নাটকের অন্ত্রপ্রয়ত্তা

পাঠ্য ও অভিনয় (Reading Drama ও Acting Drama)—এই দুই শ্রেণীতে নাটকের বিভাজন নাট্য সমালোচকগণ বাধ্য হইয়া করিয়াছেন। পাঠককের নিভৃত পরিবেশে বাহ্য ভাবের গভীরতা, যুক্তির অনিবার্যতা, শিল্পবোধের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে সেই নাটক মঞ্চস্থ হইয়া ভিন্নকটি দর্শকগণের সমর্থন নাভে বক্ষিত হইল একপ উদাহরণের অভাব নাই। বিপরীত ক্রমে মঞ্চসফল্যমণ্ডিত নাটক সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোণ-ঠাসা হইয়া রহিল একপ উদাহরণও বিরল নয়। মঞ্চস্থ নাটকে চক্ষু-কর্ণের প্রসাদ লাভ করিয়া সামাজিকগণের মর্মে প্রবেশের পথ করিয়া লইতে হয়। দর্শক প্রেক্ষাগারে প্রবেশের পূর্বে অনাবশ্যক বর্ষাতিটাকে যেমন পোশাকের ঘরে জমা দিয়া যান, তাহার বিচার বুকের অতিতীক্ৰ অতি-উচ্চত ভাগটাকে তেমনি বাহিরে রাখিয়া আসিয়া দু-দণ্ড অবসর বিনোদনের নিমিত্ত অবিখ্যাসী মনকে স্বচ্ছায় নিরস্ত রাখিয়া আনন্দ পাটবার পথটাকে পূর্বাঙ্কে প্রণত করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন। নাট্যকারের সহায়তায় অগ্রসর হন অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ, পরিচালক ও প্রযোজক। অঙ্গসজ্জা, দৃশ্যপট, আবহসঙ্গীত, পাদপ্রদীপ এবং অগ্ন্যস্তর এই আয়োজন ও প্রয়ামে অভিনয় লিখিত সংকরমালার ভাব-ব্যক্তনাকে ঘনীভূত করিয়া তোলে, কোথাও বা লেখককে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বেষ্টার্ণ চটয়া বাইতে চায়। খ্যাতনামা অভিনেতা দুর্বলতর অভিনেতাকে পিছে ফেলিয়া পাদপ্রদীপের সমগ্র জ্যোতির সম্মুখে নিজেকে নিঃসপৎ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুখ্যতর ভূমিকাকে গোণ এবং গোণ ভূমিকাকে প্রধান করিয়া তোলেন।

শুক্ল নাটক হৃদীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালীর সাধারণ বঙ্গবন্ধে এক

হৃদয় পল্লীগ্রামের অপেশাদার নাট্যমোদী সাময়িক মঞ্চে অপ্রতিহত গৌরবে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে। সাহিত্যোচিত গুণ ইহার মঞ্চ-সাকল্যের কারণ নয়। এই সাকল্যের কারণ প্রথমতঃ ইহার বহুজন-অভ্যর্থিত নাট্যোপাদান। এ নাটকে কী নাই? চুবি, হত্যাকাণ্ড, পুলিশ, আদালত, জেল, বান্ধি-নাচ, মদ, মাড়াল, পাগল, হরারবজ্রীর হলোড, অশ্রু, আত্মনাশ—সব আছে। সাধারণ মানুষ একখানা মাত্র নাটক হইতে আর কী চাহিতে পারে ?

দ্বিতীয়তঃ রাসিক লোকও কিছু আছেন। তাঁহারী অভিনয়কলায় তুলিতে পারেন। নাটকটি নায়ক-নির্ভর (One-man drama) নয়। বহু অভিনেতার অভিনয় কৌশল প্রদর্শনের অবসর এই নাটকে আছে। রমেশ, কাঙালীচরণ, পীতাম্বর, সুরেশ, শিবনাথ, ভজ্জহারি প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র এবং প্রফুল্ল, উমাসুন্দরী, জ্ঞানদা এবং বিশেষ কারণে জগমণি চাঁদ্র ও বালক চরিত্রে ষাদব—ইহাদের মধ্যে অনেকের ভূমিকাই বিস্তৃত ও কোতুলকাবৎ। নাট্যকাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয় কথা এই যে, ইহাদের ভূমিকায় অল্প যে ক্রটি ধরা পড়ুক হহাদের প্রত্যেকেরই যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, কেহই যে অপরের ত্রায় নহে, (এমন কি ব্যাপারী দুইজনেরও প্রথমটি দ্বিতীয়টি হইতে পৃথক ; টীকা দ্রষ্টব্য) এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ষোগেশের ভূমিকা কৃতী অভিনেতা মাজেরই লোভের সামগ্রী। ষোগেশের উক্তিতে দক্ষ অভিনেতার সমস্ত দেহ কথা বলিয়া ওঠে। তাহার কথা ও কাজের প্রেরণা পরিকল্পিত চরিত্রটির মর্মমূল হইতে অনায়াসে উদ্ভূত। অধঃপতনের নিম্নতম সোপানে যদি নাট্যকার তাহাকে ঠেলিয়া না দিতেন তবে বোধ হয় রমেশ চরিত্রের অবিখ্যাত নীচতা সত্ত্বেও নাটকখানি অপরিমেয় গৌরবের অধিকারী হইত।

নাটকটির যে সকল অঙ্গে আধুনিক কবিতার দৃষ্টিতে বিকাশের স্পর্শ
অভিহিত আছে তাহাতে বাস্তবতার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।
পানশালা, রাজপথে পানমত্তের নৃত্যগীত, বাড়ী-নাচের ছল্লোড়—সব
মিলিয়া যে জগৎটি নাটকে প্রকাশমান, গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার
পরিচয় এমন নিবিড় ছিল যে তাহার বাস্তবতা সন্দেহ করিবার যোগে
ঐক্যতা আমাদের নাই। এজগতের চরিত্রাবলি, তাহাদের ভাষা ও
ক্রিয়াকলাপ গিরিশচন্দ্রের কথ্যাত প্রহসনশুলিতে যে ভাবে অনাবৃত
হইয়াছে, আলোচ্য নাটকে, সৌভাগ্যের বিষয়, তাহার মার্জিত সংস্করণ
মাত্র প্রকাশমান। কিন্তু কলিকাতার এক অঞ্চলের মুখের ভাষা ও
বিশেষ এক শ্রেণীর জীবনের এক অংশের অর্ধাবগুষ্ঠিত প্রকাশ যে
বাস্তবতার চিত্র লইয়া নাটকে দেখা দিয়াছে তাহাতে গিরিশচন্দ্রের
অনন্তসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশমান। গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা সার্থক নাট্য-
কারের আবির্ভাব এ ক্ষেত্রে ঘটে নাই। পাঠ্যতা ও অভিনেয়তা
যেখানে হাত মিলাইয়া চলে নাটকের এই অংশগুলি যে সেই দুর্লভ
সংকীর্ণ ক্ষেত্র এ বিষয়ে সংশয় নাই। কচি-বিশুদ্ধির অতি-কঠোর
সংস্কার অতিক্রম করিলে এই অংশগুলির পশ্চাতে যে শিল্পিচিত্ত ক্রিয়া-
শীল তাহার প্রশংসা সম্ভবপর হইবে। নাটকের স্বঅভিনেয়তা
এ বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রমাণ। নট-নাট্যশিক্ষক-নাট্যকার-নাট্যানর্দেক
গিরিশচন্দ্র কোন্ অভিনেতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কোন্ চরিত্রে সৃষ্টি
করিয়াছেন, অথবা কাহাকে কোন্ চরিত্রের উপযোগী করিয়া গড়িয়া
লইয়াছেন—নিরক্ষর মুখ জীলোককে ছরুহ ভূমিকার উপযোগী করিয়া
তুলিবার দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন—তাহা আজ আর
বিস্মার উপায় নাই। কিন্তু রমেশ ও জগদ্বিনী, কাঙ্কালীচরণ ও ভজহার
যে যথেষ্ট অভিনয়িত সাক্ষ্য লাভ করিয়াছিল তাহার সাক্ষ্য আজও
বর্তমান। অভিনয়-নিপুণ নটের সৃষ্টিশক্তি নাটকখানিতে নুতন প্রাণ

সঞ্চারিত করিয়াছে। নাটকখানির স্বাভাবিক অভিনয় গুণ অবিসংবাদিত।
[যোগেশ চরিত্র-বিচারের শেষ অংশ জট্টবা।]

সমাজ-চিত্র (?)

গ্রন্থের নাটকের ঘটনাস্থল কলিকাতা, বিশেষ করিয়া বাগবাজার-শ্যামবাজার অঞ্চল। যোগেশ ঘোষ এই অঞ্চলের অধিবাসী। [প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ঘোষ-উপাধিক গিরিশচন্দ্র নিজে বাগবাজারের অধিবাসী ছিলেন।] যোগেশের ভ্রাতা অ্যাটর্নি রমেশ যোগেশের পানাসক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাকে বিষয়চ্যুত করিয়া বাড়ি হইতে সপরিবার বিতাড়িত করে, মিথ্যা অভিযোগে কনিষ্ঠকে জেলে দেয়, ভাইপো খাদ্যকে পথের কাঁটা জানিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করে এবং আকস্মিক উত্তেজনায় স্ত্রীকে হত্যা করিয়া বসে নাটকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। হত্যোত্তম নিরাশ্রয় যোগেশের নৈতিক অধঃপতন ও মর্মকোভ কেন্দ্রে রাখিয়া নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

কাহিনীটি বাংলাদেশের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের, কোন বিশেষ সমাজের কাহিনী নয়। ইহা একান্ত ভাবে একটি মাত্র মানুষের ও তাহার পরিবারের কাহিনী, সে মানুষটির নাম যোগেশ। এ কাহিনী বাংলার সমাজ-জীবনের কোন প্রান্তে কোন স্রঙ্গ তোলে নাই, নাটকে গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্যও তাহা ছিল না। রমেশ চক্রান্তকারী। কিন্তু আইনজীবীদের মধ্যে শঠতা অবলম্বনের উদাহরণ আছে বলিয়া সেকালের অ্যাটর্নি সমাজের ছবি গিরিশচন্দ্র আঁকিয়াছেন, অথবা কান্টালীচরণ প্রত্যয়ক ও চক্রী বলিয়া কলিকাতার প্রাপ্তক অঞ্চলে বহু কপট স্বার্থসন্ধ জালিয়াত আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, অথবা বাঙালী সমাজের ক্ষমিদারগণ মুখ নিবন্ধ ছিলেন, অথবা, নাটকের

পুলিশ উৎকোচ-লুন্ড বলিয়া সে-কানের পুলিশ-সমাজ বর্তমান নাটকে-
প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—একপ সাধারণ সিদ্ধান্ত হস্তাকর। চরিত্র মাত্রেয়ই
দুইটি পরিচয় আছে, তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় এবং শ্রেণীগত পরিচয়।
শ্রেণীর ইচ্ছিত ব্যক্তির মধ্যে ধরা না পড়িলে উহা উদ্ভট থাপছাড়া হয়,
ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেণীর রূপটা বড়ো হইয়া উঠিলে সমাজগত রূপটা ধরা
পড়ে, কিন্তু দ্বিতীয় রূপটা ঐকান্তিক হইয়া উঠিলে type চরিত্রের সৃষ্টি হয়/
এবং দেশের ভিত্তি মাড়ুষটা হাবাইয়া যায়। প্রফুল্ল নাটকের চরিত্রগুলি
ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণরেখাব বন্ধনে বিধৃত. তাহাদের প্রত্যেকেই চলা-বলা কাজ-
কর্ম তাহাদের নিজেদের মত।

তথাপি উনবিংশ শতকের শেষভাগের সমাজ-জীবনের ছবি যদি
কেহ ইহার মধ্যে খুঁজিতে চান তবে মধ্যবিত্ত পরিবারে হয়ত মত্ত-
পানের কথা চিন্তা করিবেন এবং খেমটাওয়ালীর নাচের কথাও এই
প্রসঙ্গে মনে পড়িবে। 'আজ যেমন ভদ্র সমাজে নৃত্যগীতের অবোধ
প্রচলন আর্টেব গোবব নিয়া প্রবেশ করিয়াছে সেদিন হয়ত সঙ্গতিপন্ন
রসিকব্যক্তির বহির্বাটা বা বাগানবাড়িতে চাড়া তাহার অন্তর প্রবেশ
নিষিদ্ধ ছিল। নিষিদ্ধ পল্লীতে সঙ্গতিহীন গীতরসিক ও নৃত্যবসিক
বাধ্য হইয়া আকুষ্ট হইত। কান্দালীচরণের বাড়িতেও এ-জাতীয়
রসের পরিবেষণ হইত, কান্দালীর 'আবো আরো সব কার্য আছে,
তাতেও কিছু কিছু পাঠ', উক্তি স্মরণীয়। এই সকল কান্দালীচরণদের
বাড়ি নিষিদ্ধ পল্লীর কাছ ঘেঁষিয়াই বিদ্যমান ছিল মনে হয়। রাণী
মুদ্দিনার গলি এই গ্রন্থে একটি বড়ো জায়গা জুড়িয়া বিস্তৃত। বস্তুতঃ
যে সমাজে বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন
সে সমাজ দূরের কথা, যেখানে সাধারণ ভদ্র গহস্থ হুস্থ জীবন যাপন
করিতেন সে সমাজ হইতে শত হস্ত দূরে কান্দালীচরণ জগমণি ও
তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিবেশ নাটকের স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নে-পরিবেশ অথ আকারে আধুনিক কলিকাতা কিংবা পৃথিবীর অগ্নাত বড়ো শহরের বিশেষ অঞ্চলে বিদ্যমান আছে। তবে তাহার উনবিংশ শতকীয় রূপে যদি সেকালের স্বাদ গন্ধ কেহ পান, তাঁহার সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদের প্রয়োজন নাই। সমকালীন সমাজকে উত্তীর্ণ হইয়া চিরন্তন কালের মধ্যে এ নাটক যতটুকু স্থান করিয়া নইতে পারিয়াছে তাহাই এ নাটকের গৌরব। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত ইহার একটুকু বিশিষ্ট স্থান আছে।

পূর্বস্থান নাটক ও প্রফুল্ল

প্রফুল্ল নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান। পূর্ববর্তী নাটকের প্রভাব আবিষ্কার করিতে গিয়া নীলদর্পণের কথা অনেকের মনে হইয়াছে। বস্তুতঃ নীলদর্পণ নাটকে গোলোক বস্তুর উৎকর্ষে আত্মহত্যা, নবীন মাধবের মৃত্যু, সাবিত্রীর উন্নততা, সাবিত্রী-কর্তৃক সরলতার মৃত্যু সংঘটন এবং প্রফুল্ল নাটকে যোগেশের অর্ধোন্মাদ দশা, উমাশুন্দরীর উন্নততা, রমেশ কর্তৃক প্রফুল্লের হত্যা, যোগেশের পদাঘাতেও ফলে জ্ঞানদার মৃত্যু, যাদবের মৃত্যুদ্বার দর্শন। উভয় নাটকেই মৃত্যুপূয়ার সদর দরজাটা একেবারে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উমাশুন্দরীর উন্নততা ও সাবিত্রীর উন্নততা অনেকটা একই ধারায় চালিয়াছে, বিশেষ করিয়া ইহারই ফলে প্রভাবের কথা মনে আসে। কিন্তু নীলদর্পণ ইহার নাট্যবস্তু ও সমাজ পরিবেশ লইয়া প্রফুল্ল নাটক হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এ দুই নাটকের অন্তরতর প্রকৃতিতে কোন যোগ নাই। সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে হইলেও উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকগুলিতে খুন-জখম ও বন্দুক-পিস্তলের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকে রমেশ ও যোগেশ ছুরি-ছোরা বন্দুক-

শিল্পের শরণ না লইয়া বিধি-প্রদত্ত হস্ত ও পদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দ্বারা তাহাদের স্রীষ্মের মৃত্যু সাধন করিয়াছে। অতি নাটকীয়তা বীনবন্ধু, উপেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র সকলের নাটকেই রহিয়াছে কিন্তু তাহা দ্বারা গিরিশচন্দ্রের অধঃপতন প্রতিষ্ঠিত হয় না, অন্ততঃ তাঁহার সৃষ্টিধর্মী মৌলিকতা তাহাতে আচ্ছন্ন হয় না।

চরিত্ৰ

পুৰুষ

বোগেশচন্দ্ৰ ঘোষ	...	ধনাঢ্য্যক্তি
বমেশচন্দ্ৰ	...	ঐ মধ্যম ভাতা, ম্যাটনি
স্বৰেশচন্দ্ৰ	...	ঐ কনিষ্ঠ
বাদৰ	...	ঐ পুত্ৰ
গীতাদৰ	...	ঐ কৰ্মঠাৱী
কাকালীচরণ	...	ডাক্তাৰ
শিবনাথ	...	স্বৰেশ্বৰ বন্ধু
মদন ঘোষ	...	বিয়ে-পাগলা বুড়ো
ভক্তহৰি	...	কাকালীৰ ভাগিনেয়

অন্যায়ি মাজিষ্ট্ৰেট, ব্যাঙ্কৰ দেওয়ান, ইনস্পেক্টাৰ, জমাদাৰ, পাহাৰা-ওয়ালাগণ, ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ, অন্নদা পোন্ধাৰ, উকিলগণ, মেট, কয়েদিগণ, জেল-ডাক্তাৰ, ব্যাপাৰিষয়, ভুঁড়ী, মাতালগণ, বুটে, ডাক্তাৰ, সহিস, ভৃত্য, দাণেশ্বান, সার্জন, জনৈক লোক, টাৱনকি (জেলদাৰ-বন্ধক) ইত্যাদি।

স্ত্ৰী

উমাহুন্দৰী	...	বোগেশ্বৰ মাতা
জ্ঞানদা	...	ঐ স্ত্ৰী
শ্ৰদ্ধা	...	বমেশ্বৰ স্ত্ৰী
জগমণি	...	কাকালীৰ স্ত্ৰী

খেম্টাওয়ালাগণ, বাড়ীওয়ালা, পরিচাৰিকা, একজন ইতৰ

স্ত্ৰীলোক ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—কলিকাতা

প্রফুল্ল

১২২৬ সাল, ১৬ই বৈশাখ, “স্টার থিয়েটারে” প্রথম অভিনীত .

ব্যবস্থাকারিগণ	{	স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু, স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র,
		স্বর্গীয় হরিজ্ঞানদাস বসু ও স্বর্গীয় দ্বারচরণ নিয়োগী ।
শিক্ষক ও অধ্যাপক	...	স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।
সঙ্গীত-শিক্ষক রামভারণ সান্ন্যাল ।
নৃত্য-শিক্ষক কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
রঙ্গভূমি-সম্বন্ধকর দ্বারচরণ নিয়োগী ।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :

“গিরিশচন্দ্র”-খণ্ডেতা স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সংগৃহীত

যোগেশ	...	স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র ।
রমেশ অমৃতলাল বসু ।
সুরেশ কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
বাদব	...	পরলোকগতা ভানুসুন্দরী ।
পীতাম্বর	...	স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী ।
কাকালোচরণ দ্বারচরণ কুণ্ডু ।
শিবনথ রংচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (রাধাবাবু) ।
মল্লন ঘোষ ও ১ম ব্যাপারী নীলমণি চক্রবর্তী ।
ভগ্নহরি অমৃতলাল গুপ্তোপাধ্যায় (বেলবাবু)
অনাঃ ব্যাক্তিষ্টেট রামভারণ সান্ন্যাল ।
ব্যাক্তের দেওয়ান ও জমাদার উপেন্দ্রনাথ মিত্র ।
ইন্সপেক্টর প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ।
ইন্ট রজেষ্টার ও জেল-ডাক্তার বিনোদবিহারী শেখ (পদবাবু) ।
২য় ব্যাপারী ও টার্নকি অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী ।
গুড়ী শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ।
জৈনক লোক অখেরনাথ পাঠক ।
উদাহরুন্দরী	...	পরলোকগতা গঙ্গামণি ।
জানকী কিরণবালা ।
একুম ভূষণকুমারী ।
জগদমণি টুন্নামণি ।
বাড়িওয়ালী এলোকেশী ।
ইন্ডর-ব্রীলোক [বাড়ালনী] বনবিহারিনী (জুনি) ।
থেরটোওয়ালীঘর		পরলোকগতা অমদাহরুন্দরী ও কুহবকুমারী (বোড়া)

স্বয়ং প্রেরকার বহুবার “বোগেশের” ভূমিকাজিনয় করিয়াছিলেন ।



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রফুল্ল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশ্বর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উদাহারী ও জ্ঞানদা

উমা । মা, এতদিন লক্ষ্মীর কোটাটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায়
দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো ; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন । তুমি
এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে ; দেওর ছটিকে পেটের ছেলের
মত দেখো । জান্বে, তোমাব ষাটবণ যেমন—রমেশ, হুয়েশও
তেমনি । মেজবৌমাকে যত্ন করো । মা, আপনার পর সব যত্নের,
তুমি মেজবৌমাকে যত্ন ক'লে সে তোমাকে মার মতন দেখবে ।
আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল-পার্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি
বজায় রেখো । এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চলো, বরং হ'কথা
শুনো, ভেবু কাককে উঁচু কথা বোলো না, কাকর মনে দুঃখ দিও না,
সকলের আশীর্বাদ কুড়িও ;) আর কি বলব মা, পাকা চূলে সিঁড়র
প'রে নাতির নাতি নিয়ে স্থে ঘর-ঘরকমা কর ।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আসবে না ?

উমা। কেমন ক'রে বলবো মা ; গোবিন্জী কি পায়ে রাখবেন !

জ্ঞানদা। না মা, তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে করতে পারবো, তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর-ঘরকন্নার কি জানি মা ?

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশ্বর বাড়-বাড়ন্ত, তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্বাদ ক'ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্না সব বজায় থাকবে।

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফুল্ল। মা, তুমি হেথায় বসেছ, আমি ওল নিয়ে অষ্টি খুঁজছি, তুমি রোজই বেলা করবে, রোজই বেলা করবে ; আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো ; তা তুমি তো নাইবে না , এস নাইবে এস।

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিটল না।

প্রফুল্ল। তুমি খেতে দাও বুঝি ? যে দিন চাই, সেই দিন বল, পেটের অন্ত্র ক'বে।

উমা। তা এইবার আমি ম'লে খুব একমাস ধ'রে ডালবাটা খাস।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক, তার পর যাবি।

প্রফুল্ল। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাথাবে কে ? উহুন ধরাবে কে ? পাথর মেজে দেবে কে ? মনে ক'ছো কি রাখবে ? সে বাগনে সগড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো ? সেই আমার মাজতে

দাও নি—একদিন দালের খোসা, একদিন শাকের কুচি ছিল ;—
আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞানদা। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পারবি ?

প্রফুল্ল। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি ? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর
মা ; ওঃ হরি। তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ। তুমি যাব যাদবকে
ফেলে যাচ্ছ। এই মাসেই আসবে, তুমি তো একদৃশ-যাবে ?

উমা। 'আঃ দাঁড়া বাচ', আগে যাওয়াই হোক।

প্রফুল্ল। ওমা শীগ্গির এস, বটঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, হাব পর 'স্বাস্যাব' পাতে খাস এখন ;
আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কিছ তুমি শীগ্গির এস, আমি তেনা নিয়ে বসে বৈলুম।

একদৃশ এখন

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। মা, বমেশ গাড়ী ঠিক ক'বে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম ;
তুমি মেয়ে গাড়ীতে থাকবে, আমনা আলাদা গাড়ীতে থাকবে, সে
নানান লটখটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খান্নি ?

যোগেশ। না, একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া-দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি
দেনা-পাওনাগুলো তুলে দেব। আর বল্ছিলাম কি, চাটুঘো ঠাকুর-
পোর তো কিছু নেই, ঢের হুদ খেয়েছি, ওর বন্দক জিনিসগুলো
ফিবিরে দিও।

যোগেশ। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বল্ছিলুম কি, বামুনগিরীর বড় সাধ, আমার সঙ্গে

ষায়, হাতে কিছু নেই, একজন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাকতো—

ষোগেশ। মা, তুমি ‘কিন্তু’ হ’য়ে বলছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও কখনও কিছু ভার দাও নি, তুমি ‘কিন্তু’ হলে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ, আমি কখনও তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি, কিন্তু বাবা তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছে হয়েছে, দিয়েছি। আমার আব কিছু সাধ নেই। যারা যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আসতে হয়। পাওনা নিতেও আসতে হয়। গোবিন্দজী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে খাই, আনা ফিরতে হয়। তা বেশী পাওনা নয়, সব জুড়িয়ে সাড়িয়ে হাজার টাকা।

ষোগেশ। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বলছি বাছা, তুমি উপযুক্ত স্থান, তোমায় না বলে কি কিছু পারি, তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিই গে, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

ষোগেশ। মা, সে পাগলা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়, কোথায়?

ষোগেশ। আমি তাকে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনই পাগল আছে।

উমা। বাবা সে পাগল নয়, অমনি পাগলামে’ কবে বেড়ায়! ও সব লোক কি ধরা দেয়।

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম হই।

মদন। আমি বলছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় ক'রে একটা বে
খা দাও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার।
জুনেছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছে, আমারও ঐ সঙ্গে একটা
সম্বন্ধ কর। বখস আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগেশ। মদন দাদা, তোমার ক'নে গড়াতে দিচ্ছেছি, মোটা মোটা
সুন্দরীর চেনা দিয়ে!

মদন। ওই ঠাট্টা কর, বংশটা লোপ হয় যে।

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ করো না। তোমার নাতবোয়েদের
আলৌবাদ করবে এস। তোমার মেজ নাতবো'র আজ্ঞা ব্যাটা
হয় নি, আর একটা নাহুলী দিতে হবে।

মদন। ব্যাটা হয় নি, সে কি? চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার করে দিও।

যোগেশ। আচ্ছা মা।

উমাহন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ঠাক্কণের এক কথা—ওকে পাগল বলে বড় বাগেন।

যোগেশ। ঐ যে ওঁকে মাতুলী দিয়েছিল, তাবপর আমরা হ'য়েছি!

জ্ঞানদা। ও মা! তুমি এখন আবাব কাগজ নিয়ে বসলে কি গা!
নাইবে টাইবে না?

যোগেশ। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক
রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, সিন্দুক আছে।

জ্ঞানদা। হাঁ গা, তোমাদের কদিন হবে?

যোগেশ । মাকে বেথেই চলে আসবো ; তার পর যা হয়—

জ্ঞানদা । যা হয় কি, একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নিবিষ্ট ক'রে কাজ নিয়ে বসো এখন।

যোগেশ । মাকে বেথে এসে ভাবছি, দিন কতক বেড়িয়ে আসব, তুমি যাবে ? যাও তো নিয়ে যাই।

জ্ঞানদা । আর অতোয় কাজ নেই, মাকে বেথে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন। আজ সাত বছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ।

যোগেশ । না, এবার সতি বেড়াতে যাব।

জ্ঞানদা । তা খেয়ে-দেখে তো বেড়াতে যাবে ? স্নান কব গে, বাবা ভালো কাজ শিখেচিলে কিছু। কাজ। কাজ। কাজ। মনিশ্বির শরীবে একটু সব নেই !

যোগেশ । সব করবার কি, সব করবার কি দিন পেয়েছিলুম ? তুমি তো জ্ঞান না, দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি। বাবা মবে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটি অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধ'রে খোলাব ঘব ভাড়া ক'রে বইলুম। সে একদিন গেছে, এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও কদোঁড়, খাবারও সংস্থান করেছি। এক দুঃখ প্ররেশটা মাত্রই ভ'ল না, তা ভগবান সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞানদা । তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পূজো করি নি। তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক করে খাওয়া কেন ?—আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে ; ঐ এক কাঁচা চন্নামেক্তর মুখে না দিলেই নয়।

যোগেশ । আমি তো আর মাতলামো ক'রতে খাইনি, হাড়ভাঙা মেহনৎ

হয়, গা গভর কামড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয়—এ কি জ্ঞান, বিষ বল বিষ,—অমৃত বল অমৃত ।

জ্ঞানদা । অত হাড়ভাঙ্গা মেহনতেই বা দরকার কি ? একটু কম চ'রে কর, ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি ।

যোগেশ । পাগল ।

জ্ঞানদা । পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হ'য়েছে ।

যোগেশ । ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে খেঁচনা, তাই একটু খাচ্ছি,—রমেশ বাস্তব আছে ।

রমেশের প্রবেশ

রমেশ । আজ্ঞে না ।

যোগেশ । বেরোবে না ?

রমেশ । আজ আদালত বন্ধ, বেরুও না ।

যোগেশ । বেরিও হে, আদালত বন্ধ হোক আর যাহ হোক, বেরুনো ভাল । শোনো একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃকসম্পত্তি কিছু পাইনি, কিন্তু আমি তোমাদেব পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম করতে পারতাম না । সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা খোঁচা ঘরের ভিতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ পাড়তো, সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল । আমাব যা বিষয় আশয় তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী, এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি, কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থ-ধর্ম করুন, তারই ভাড়া থেকে চলবে ; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই স্বদ বন্দাবনে পাঠান

যাবে, আর বাকি বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখলেই বুঝতে পারবে, তুমি এটনি হয়েছ, উকীল পাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে যেতেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমার বল, সেই ভাগ তোমার। আর স্বরেশের কি করা যায়? ওতো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না। বায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমেশ। দাদা, আমাদের কি পৃথক করে দিচ্ছেন?

যোগেশ। না ভাই তা নয়, এত দিন মা ছিলেন, এখন বোয়ে বোয়ে বনতি হোক না হোক, তুমি পরে বুঝবে যে সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল, এক বখরা যা আমার থাকবে, তা থেকে আমার চলবে; একটা ছেলে—আর আমি কাজকর্ম কবাবো না, ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড় বাড়ন্ত হোক, খাদবকে দেখো, আমি দিন কতক বেড়িয়ে আসি, এক অন্নই এইলুম—তবে বিষয় চিকিত্সাঃ হ'য়ে রইল—এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাকবে, তা তিন ভাগ কর্তে ব্যাঙ্কে এডভাইস (advise) করে'ছি।

রমেশ। দাদা মশায়! স্বরেশকে দিচ্ছেন দিন, আপনার সোপার্জিত বিষয়, ছেলে আছে, আমার মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে বোজগান করে এনে দেব, আমার ও সব কেন। তবে আপনি দিচ্ছেন আমি 'না' বলতে পারিনি।

যোগেশ। বোজগায় করে দিতে চাও দিও; তোমার ভাইপো রইলো, তুমি গ্রান্ডে কুণ্ঠিত হয়ে না। আর একটা কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতার গৃহস্থ ভদ্রলোকই হুখো, এই পাড়ায় দেখ, চাকদৌ-বাকরী করে আনছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে, যেই একজন চোখ বুজলো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'লো, কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বলবো কি! ভাই যে

আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি, সেটি অতিথিশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথা গৃহস্থরা এক একটি ঘর নিয়ে থাকতে পাবে, আব পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই হুদ থেকে কোন রকমে শাক-অন্ন খেয়ে দিনপাত করবে, তুমি তাং ট্রাস্টি (Trustee) । আজকে একটা লেখাপড়া করো, আমি সই কবে দিন কতক বেড়িয়ে আসবো । ত্রিশ বছর খেটেছি, একদিন একটু বিশ্রাম করিনি, একটু আলস্য হয়েছে ।

রমেশ । আন্তে, এ সব এত তাড়া কেন ? আপনি বেড়িয়ে আসতে চান, বেড়িয়ে আসুন ।

যোগেশ । না, কাজ শেষ হবে যাওয়া ভাল । আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াব, কি জানি শরীবে ভদ্রাভদ্র আছে ।

রমেশ । আজ্ঞে, যে রকম অন্তমতি । আমি তা হলে বাড়ীতেই একটা তোয়ের কবে বাখি ।

রমেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা । 'ও মা' । আবাব ঢালু কেন ?

যোগেশ । বড বো, আজ বড আমোদের দিন ।

ঝিয়ার প্রবেশ

ঝি । বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদছেন । আমায় বলেন, বাবুকে খবর দে ।

যোগেশ । কে, পাণ্ডা ? কাঁদছে কেন ?

ঝি । আমি তো তা জানিনি, আমায় খবর দিতে বলল ।

যোগেশ । তাকে এইখানেই ডাক ।

ঝিয়ার প্রস্থান

বড বো, একটু সব যাও ।

জ্ঞানদার প্রস্থান

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খবর এলো নাকি—

পীতাম্বর প্রবেশ

কি হে পীতাম্বর ?

পীতা। আজ্ঞে বাবু সর্বনাশ হয়েছে ! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বলেছে ।

যোগেশ। কি, কি, কি—কোন ব্যাঙ্ক ?

পীতা। আজ্ঞে, বিইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিবে এসেছে ।

যোগেশ। অঁা। অঁা। আমার যে যথাসর্বস্ব সেখা। আজ বড় আমোদের দিন। আজ বড় আমোদের দিন।—আবার ফকির হলুম।

পীতা। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না—

যোগেশ। (মদ খাইয়া) ন'না, আমি ব্যস্ত হইনি। ষাণ্ড পীতাম্বর, ষাণ্ড—খাতা তোয়ের করণে, হনসল্ভেন্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাচ্ছি।

পীতা। বাবু, আপনিই রোজ্‌গার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার রোজ্‌গার করবেন।

যোগেশ। হঁ্যা, হঁ্যা, তুমি যাও—আমি সব বুঝি। পীতাম্বর। সব আছে কিন্তু সেদিন আদ নেই, সে উৎসাহ নেই। ব্রিগ এংসদ অনাহারে অনিদ্রায় রোজ্‌গার কবেছি, গেল—কেদিনে গেল বেঙ্গলবাজী কুরিয়ে গেল। (মদপান)

পীতা। বাবু, বাবু, কেনে কি। সর্বনাশের উপর সর্বনাশ কবেন না—

যোগেশ। না না যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন, কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলাম, আজ পথের ভিখারী। (মদপান)

পীতা। বড় মা, আমুন—সর্বনাশ হয়।

পীতাম্বর প্রস্থান

জানদার পুনঃ প্রবেশ

যোগেশ। বড় বৌ, আজ আমোদের দিন! আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমাদের সর্বস্ব গিয়েছে!

জানদা। গিয়েছে, আবার হবে ভাবনা কি?

যোগেশ। ভাবনা কি! ভাবনা অনেক, ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার চেলে ষাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাববো না—ফুকলো, আবার হবে হিশ বৎসরে চ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে, হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বা: বা: ক্যা ফুরতি! ক্চপরওয়া নেই, মদ লেয়াও—এই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও,—বা: বা: এমন মজা—কোন্ শালা খেটে মরে, বড় বৌ, কি আমোদের দিন। কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

যোগেশ: প্রস্থান

জানদা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শোগ্গির এস, সর্বনাশ হ'ল।

জানদার প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক কাদালীর ডাক্তারখানা

স্বরেশ ও জগমণি

স্বরেশ । কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যেশ্বর কোথায় ?

জগ । এদিকে হো খুব চাল'বী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখতে পাই নি ; সে চালাকী থাকলে এতদিন জুড়ী চড়তিস ।

স্বরেশ । চালাকী এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি ? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাকতে থাকতে ছোটো একটা শিখবো বৈকি । একছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বসবো না, নগদ পয়সা, ছ'ছিলিম তামাক দিও । আর বিদ্যাধরকে ডাক ।

জগ । সে এখন পূজো কচ্ছে । বসো তামাক খাও ।

স্বরেশ । বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে, পূজোর মন্তর কি ?—কস্তাং গলাং কাটিতং—কার গলা কাটবো ?

জগ । আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না, যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও !

স্বরেশ । তা শাপ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইঞ্জের সভায় নাচতে যাও কি পোশাকে না দেখলে আমি ষাচ্ছি নি । সে দিন যে চাপ'বাসী সেরেছিলে,—বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার !

জগ । তামাক খাবে খাও, মেলা বক্ বক্ কছোঁ কেন ?

স্বরেশ । আচ্ছা, চাপবাসীরূপে তো বিল সাধো, খান্সামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টি রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় প্রকাশ ক'রে বল দেখি ? (স্বর করিয়া)

“যুচাও মনোভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ ।

তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,

কল্পিণী কি কমলিনী,

চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ ॥”

জপ । চোপ্ স্টুপিড্ ।

সুরেশ । বিজ্ঞাধরি, আবার বল, তোমার ইংরেজী বুকনীতে প্রাণ
জুড়িয়ে গেল, আব এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল ।

জগ । শোন । গাধা ছোঁরা, তোকে বলি শোন । দোজ বোজ
ছ'চার টাকা ধার করিস কি কর্তে ? আমি কিন্তু চার টাকায়
চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না । স্বদ শুক তোর ভাইকেই
দিতে হবে, তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নে না ?

সুরেশ । বাহবা বাঃ বহুকপিণী বিজ্ঞাধরি, সাবাস্ । এ দোকান তুলে
দিয়ে, এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমায় চাপ্ কান
পাগড়ী দিচ্ছি ।

(নেপথ্যে কান্ধালীচরণ) । জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্ ?

সুরেশ । খুড়ো, আমি—বিজ্ঞাধরীর বক্তৃতা শুন্ছি, আব খবসান খেয়ে
কাস্ছি ।

কান্ধালীচরণের প্রবেশ

কান্ধালী । কে ও সুরেশ ? কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ ?

জগ । আমি বলছিলুম ছ'চার টাকা ক'রে ধার করুছিস কেন ? বিষয়
বখ'রা করে নে, উকীলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে
দিচ্ছি, তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে ।

কান্ধালী । হ্যা, হ্যা, ক্রমে বুঝ্বে—ক্রমে বুঝ্বে । কি বাবা, কি মনে ক'রে ?

সুরেশ । তোমার বিজ্ঞাধর আর বিজ্ঞাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটা-
কতক টাকা কর্জন ।

জগ। একশো টাকা নোট কর্তন তো ?

হরেশ। রূপসি, তার কি আর অন্তথা হবে ?

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দুশো টাকা লিখে দাও তো হয়।

হরেশ। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিত্বাধরি !

(নেপথ্যে রমেশ)। কাকালী বাবু বাড়ী আছেন ?

কাকালী। কে !—একেয়া নাম ধরে ডাকে কে ? আমি তো হরিহর ডাকার। জগা, বল—“এ হারহর বাবুর বাড়ী, কাকালী বাবুর বাড়ী নয়।”

হরেশ। ও বিত্বাধরি, আমায় খিড়কি দোর দিয়ে বা'র ক'রে দাও, মেজদা।

জগ। যাও বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালান, বাবু-ঘরের জানলা ভাঙ্গা আছে, সেই খান দিয়ে বেড়িয়ে পড়।

হরেশের প্রস্থান

(নেপথ্যে রমেশ)। বাড়ীতে কে আছে গো,—কাকালী বাবু বাড়ী আছেন ?

জগ। এ কাকালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

(নেপথ্যে রমেশ)। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাকালী। আমি সরে থাকি, শীগ্গির তাড়াস।

কাকালীর প্রস্থান

জগমণির দরজা খোলা ও হরেশের প্রবেশ

জগ। আপনি কাকে খুঁজছেন ?

রমেশ। ডাকার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তার কম্পাউণ্ড।

রমেশ। আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার!

জগ। ও মা তাও ত বটে!

রমেশ। ‘তাও ত বটে’ কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু নেই, আপনি এখন আসুন।

রমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বইকি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডার আবার
ঝি, বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই, বল
তার ভাল হবে।

নেপথ্যে কাকালী। কেরে ঝি—কেরে?

কাকালীর পুনঃ প্রবেশ

কাকালী। আমি এই প্রাক্টিস (practice) ক’রে খিড়্‌কি দোর দে
ফিরে এলাম।

রমেশ। বসুন বসুন, কাকালী বাবু বলবো না হরিচরণ বাবু বলবো?
আপনি যে নামে প্রচার হ’তে চান, আমার আপত্তি নেই!

কাকালী। আপনি তো রমেশ বাবু?

রমেশ। হ্যাঁ, আমি সম্প্রতি এটনি হয়েছে। আপনি রাণাঘাটে একটা
মাগীর সঙ্গে ফেরারি ক’রেছিলেন, তার ভাইপো আমার এই
কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারিন বাদ
করবাব ভগ্নে।

কাকালী। কি আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন;
চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা উনি তো হেথ
হাজিরই আছেন; ব্যস্ত হবেন না, কি বলতে এসেছি শুনুন, এ
কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অধিতীর ব্যক্তি তা আমার ধার
হয়েছে, ~~তাকে~~ ~~সম্মান~~ ~~পেলুম~~, কলিকাতাতে, আপনি ~~এটনি~~ ~~ক্লার্ক~~

গিরিও ক'রে গিয়েছেন। আমি নূতন আফিস করবো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক ; আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্চিনে, তাকে ধান্না দিয়ে দিয়েছি যে চারশো টাকা নিয়ে আস , সে এখন বিশ বাঁও জলে ; এই দেখুন সে কাগজ আমার হাতে।

কাকালী। কই দেখি—কই দেখি—

রমেশ। এই দেখুন, এতো চিন্তে পেরেছেন ? তবে কাগজগুলো আমায় ঠেঁয়ে থাকবে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্চিনি। আমি নূতন উকীল বটে তবে নেহাত কাঁচা নই ; পাঁচবার একজামিনে ফেল হয়ে তবে পাশ হয়েছি ! আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেকবার আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা, তা বটে তো বাবা,—মুখপোড়া, মাহুষ চেন না ? এঁর সঙ্গে আলাপ কর,—তোব কপাল কিব্বে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বলে, যেন ভাগবত পড়লে। কি বাবা, কি কর্তে হবে আমায় বল ? তুমি যা বলবে স্তুপিডের কান ধ'রে আমি করাব।

রমেশ। বাঃ রূপসি ! আপনার নাম কি ? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধি-রূপিনী।

জগ। আমায় বিভাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়, এখন কাজের কথা বল।

রমেশ। সুরেশ ব'লে একটি ছোকরা তোমার এখানে আসে ?

কাকালী। কে সুরেশ ?

জগ। আ মর, বুড়ো হলি—কাকে বিশ্বাস কর্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কর্তে হয় জানিস্ নি ?—এসে বাবা এসে।

রমেশ। তোমার কাছে টাকা ধার করে ?

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমেশ। তার নোটগুলো আমি কিন্বে', আর এবার এলে তাকে বুঝিয়ে ঠিক ক'রতে হবে, যাতে একখানা Bondয়ে সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাকবে, তাতে এণ্ডোবস্ (Endorse) করিয়ে নেবে। কথাটা এই, "তাব বিষয়ের স্বত্ত্ব আমি কিনে নেব।"

কান্দালী। বুঝেছি বুঝেছি।

রমেশ। বুঝেছ তো ?

জগ। বুঝলে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ' মাস বোঝাচ্ছি নালিশ করে, সে বলে, আমি দাদাব নাগে নালিশ করবো না।

রমেশ। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার ?

কান্দালী। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমেশ। তাকে ভয় দেখাও—নালিস করব।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি অদায় জেলে দেবেন ? দাদা না দেয়, বৌ দব দেবে। এ হতচ্ছাড়া কে নব তুমি কি করবে ? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

রমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন ? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি যা ক্লায়েন্ট (client) জোটাবেন, তাবই কস্ট (cost)য়ের দশ আনা ছ'আনা। সেই আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-থবচ হবে।

কান্দালী। তা বাবা আমার হাতে তো ক্লায়েন্ট নেই, আমি একটা বদনামী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চলবে না। যা হোক, ডিম্পলারি খুলে নিকিরাপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক ক'বে দিন পোষায়, আরো আরো সব

কার্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও, তারপর কস্টের দশ-আনা ছ-আনা বল্ছো, চার-আনা বার-আনাতেও রাজী আছি।

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্ত আটকাবে না।

জগ। তোমার তো একটা পেয়াদা চাই ?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নতুন আপিস ক'চ্ছ, আমায় কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমেশ। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুবদাদা, এখানে তো ডিম্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর বাজ আছে তোমায় দেব।

জগ। ডিম্পেন্সারিও চলবে ;

রমেশ। চলবে না কেন, খুডো সকাল বিকেল নিকিরোপাড়া ঘুরে আসতে পারবে, দিনের বেলা তুমি ওরুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখলি স্টুপিড, মাহুষ চিনিস্ নি।

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'বে নিয়ে যাব ; রূপসী, চলুম।

কাজলা। এগারটার সময় বেকলে চলবে ?

রমেশ। হ্যাঁ, তা চলবে।

রমেশের প্রস্থান

কাজলা। জগা, এটবার বণাত ফিরলো আর কি। আবার যখন এটানি পেয়েছি, আর কিছু ভাবিনি, এষ্ট পাশের জমিতে মাগীকে ঠাকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিংপুর থেকে ছুটে!

ঘোড়া; বাগান একথানা করতেই হবে, যা হ'ক, তরীটে তরকারীটে আসবে; জগা, কথা কচ্ছি নে যে ?

জগ। বল বল, তোর আক্কেলের দোঁড়টা শুনি, তুই মুখ্য কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে বসেছিস। ও দেখতে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত করে রাখ, ওদের ঘরোয়া বিবাদ বাধলো বলে, মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে হাস, যে খবচা আদায় করতে পারবি।

কাকালী। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস করে চৌদ্ধ বৎসর ঠেলক—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে বেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখলুম আর আমার পবিচয় দিচ্ছিস কি ? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পারবি ? ছ-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকীল দেখছি, তত দিন বিশটা জাল করবে। আর আমার কথা তুই দেখিস, যখন ডাক্তারখানা রাখতে বললে, কাককে বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে তো কি বলেছি। ওকে আমি দু'দিনে হাত করে' ওর পেটের কথা সব নেব।

সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। বিজ্ঞাধরি, মেজদা এসেছিল কেন হে ?

জগ। ওরে, তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে—
(পঞ্চধূলি প্রদান)

সুরেশ। আরে যাও বিজ্ঞাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা। একটা সই ক'লেই—বাস্ !

সুরেশ। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমার দশটা টাকা দাও—আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি।

কাকালী। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন ?

স্বরেশ। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিছাধবি শোন—এ যে ছ'দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মাঝে যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে যাচ্ছ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে যা দেবে তবে; ভাবছো বোকা-
 রাম টাকার লোভে একটা সহি ক'রে দেবে এখন; আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না—দাদার যে সর্বনাশ করবে, তা রূপসী বিছাধরি পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কাকুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পারবো না, যে টাকা ধার নিয়েছি দে, নইলে আমি নালিস করবো।

স্বরেশ। আমি তোমায় দুবেলা সাংছি বিছাধরি, জজ সাহেবও ইন্ডের অঙ্গদী দেখবে, আমারও টাকা দটা শোধ যাবে; শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেড়ে, বিছাধরখুড়োর মতন মহাজনও ড-একটা জুটবে। তোমার চন্দ্র বদন যত না দেখতে হয়, ততই ভাল। বুঝলে বিছাধরি, টাকা দেবে কিনা বল?

জগ। না, আমার টাকা-কড়ি নেই।

স্বরেশ। তবে চল্লুম, সেলাম পৌছে বিছাধব খুড়ো, বিদেয় হলেম। এক গুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিনে তোমার মত ঢেব মহাজন পাব।

স্বরেশের প্রস্থান

জগ। বুঝলি পোড়ারমুখো। একে সোজা দিক দিয়ে হবে না, একে উল্টো প্যাঁচ কসতে হবে। সহি ক'রে দিনে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝতে পারে, 'কখনই সহি করবে।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম?

জগ। বোস, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। থাই গে আয়।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

শ্রবণ ও স্বরেশ

স্বরেশ। ইয়ারে মেজো দাদাব না বড অসুখ ক'রেছে ?

শ্রবণ। ঠাকুরপো, আমার হাত-পা পেটে সঁধিয়ে যাচ্ছে, ঠাকুরণ
কাঁদছেন। বট্ঠাকুবকে কে কি খাইয়েছিল।

স্বরেশ। তা এখন দাদা কোথায় ?

শ্রবণ। এখন ভাল হ'য়েছেন, ঘবে লুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি
আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজতে, সে যদি চিক্করি দেখতে।
ডাক্তার এল, মাথায় হল-টল দে ত'বে ভাল হ'ল। ছেনেটাও যত
কাঁদে, আমিও তত কাঁদ। এমন সবনেশে জিনিষও খাইয়েছিল।
দ্বিদ্ধিকে লাথি মেবেছেন, ছেনেটাকে চড় মেয়েছেন, মাকে গালা-
গালি দিচ্ছেন।

স্বরেশ। দাদা খেয়েছেন ?

শ্রবণ। ডাক্তার পাঠায় কং খেতে বলেছিলেন, তাই খেয়েছেন, এ
বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো অমনি
ক'রে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায় ? মা বলেন, চারিদিকে
শস্ত্র, শত্ৰু হামছে।

স্বরেশ। এখন ভাল আছেন তো ?

শ্রবণ। ই্যা, সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, লিখেছেন,
আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায় ? আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

স্বরেশ। আমিও তাই ভাবছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা

মাতুলী আনতাম। বৌদিদি, সেই মাতুলী পব্লে আর কেউ কিছু করতে পারতো না।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ ঠাকুরপো, এমন মাতুলী ?

স্বরেশ। সে মাতুলীর কথা বলবো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি একজনকে খাওয়াতো—সরকারদের বৌ মাতুলী যেই পব্লে, আর কেউ কিছু করতে পারলে না। কি খাওয়ায় জান, রান্না জলপড়া। ভাগ্‌গিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জলপড়া নয়, তুমি যদি খাও তো, অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফুল্ল। ও মা! সে নাচাই বটে, সে যে হাত পা ছোঁড়া। তা তুমি সে মাতুলী এনে দাও, আমি দিদিকে ব'লে টাকা দেওয়াব এখন।

স্বরেশ। তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি, বৌদিদির টাকায় আনলে ওষুধ ফলবে না।

প্রফুল্ল। তবে কি হবে, আমার দেঁয়ে আট গুণা পয়সা আছে।

স্বরেশ। আর এই যে মাকড়ীগুলো আছে, তা তো তুমি আর পর না।

প্রফুল্ল। না, সে তলে বেখেছি, দিদি বলেছে কানবালা গডিয়ে দেবে।

স্বরেশ। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফুল্ল। তা নাও, আমি দিচ্ছি, দুটো মাতুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি পবে থাকবো, যদি শুঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।

প্রফুল্লের প্রস্থান

স্বরেশ। দেখি কতদূর হয়। (লিখন) “মেজদাদা, মেজ বৌদিদির মাকড়ী লইয়া অন্নদা পোন্ধারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।” ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে। বলবেন, খুব করেছে। কি যে যেদো, কানদুইস কেন ?

ষাদবের প্রবেশ

ষাদব। কাকাবাবু, বাবার অসুখ করেছে।

স্বরেশ। অসুখ কবেছিল, দেখ্গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে, তার কান্না

কিসের? তোর অসুখ কবে না?

ষাদব। বাবা আমায় বোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

স্বরেশ। ডাকবেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

ষাদব। তুমি বাটবে যেও না, যদি আবার অসুখ করে।

স্বরেশ। না, আব অসুখ করবে না।

প্রফুল্লের দ্বন্দ্ব প্রবেশ

প্রফুল্ল। হাকুবশো, এই নাও। (মাকড়া প্রদান)

স্বরেশ। মেজ নোদিদি, ষাদবকে দাদাব ঘবে দিবে এস তো, আর এই

চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

ষাদব। কা কী? আমাব কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবাব অসুখ হয়?

প্রফুল্ল। না, বলাই। আর অসুখ হবে কেন। চল্ তোকে আমি নিয়ে যাই।

স্বরেশ। যেহো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাদিস্নি! আমি কেমন

কলব ব্যাটবল কিনে এনে দেব এখন কাল তোকে গডেব মাঠে খেলতে নিয়ে যাব।

ষাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

এই যে, আমার বুদ্ধিমান মেজদাদা উপস্থিত, সত্যিসেও মাথায় যে বাগি়র চেস দেখছি, এঁব জনোও মাহুনী গডাতে হবে। দাদা যখন কানেক্সারী থেকে বার করে একটু একটু খান, তখন আমি জানি, ও এমন জলপড়া না, আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্ আমায় দেখে বমাল সামলাচ্ছেন।

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। স্বরেশ, দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস ?

স্বরেশ। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমেশ। কৈ দে।

স্বরেশ। মেজ বৌদির হাতে দিয়েছি।

রমেশ। তোর হাতে কি ?

স্বরেশ। স্তপূরি, ও মূর্টের সৈঁয়ে কি গা ?

রমেশ। ও কোনসুলি সাহেবকে সঙগাত পাঠাতে হবে।

স্বরেশ। কোনসুলি, না ঢুকু ঢুকু ঢালি ?

স্বরেশের প্রস্থান

রমেশ। ওরে, এদিকে আর, ওই ওদিকে রাখগে যা।

সহিসের প্রবেশ ও বাজ রাণিরা প্রস্থান

যাতে পরেও অপকার তাতে আপনার উপকার। ভাইয়েব চেয়ে
পর কে ? প্রথমে মা লখ বা, তারপর বাপেব বিষয় বখশা, ভাইপো
হবেন স্ত্রান্তি শত্রু। এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ
বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটা বা বেচে নেবে, তা তো প্রাণে সহ্য
না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান
চাই। যখন মদ ধরেছে, সহ্য ক'রে নেবাব কথ ভাবি নি, আজই
হ'ক কালই হ'ক মর্টগেজ (Mortgage) সহ্য করে নিচ্ছি। ভাবনা
রেজেঙ্কির—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, জুড়ুতে দেওয়া
হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে
যাই।

রমেশের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞানদা। ছেলেটাকে চড মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগেশ। ডাকবো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হ'চ্ছে ; এই সর্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি।

জ্ঞানদা। ও আব মনে কর' না। ও ছাই আর ছুঁয়ে না।

যোগেশ। আবার!

জ্ঞানদা। একবার যাদবকে ডাক।

যোগেশ। যাদব। এদিকে এস।

যাদবের প্রবেশ

কাঁদছে কেন? কেঁদে না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদব। না বাবা, তোমার যে অস্থখ করেছে।

যোগেশ। অস্থখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদব। আর অস্থখ করবে না বাবা?

যোগেশ। না, আর অস্থখ করবে না; আবার কাঁদছে?

যাদব। বাবা, আর অস্থখ কর' না,—মা কাঁদবে, ঠাকুরমা কাঁদবে, কাকীমা কাঁদবে।

যোগেশ। না, আর অস্থখ করবে না, তুমি ঠাকুরমার কাছে গে গল্প শোন গে।

ষাদব। না বাবা, আমি গল্প শুনবো না, তোমার কাছে বসবো।
জ্ঞানদা। না না, গল্প শুঙ্গে। ও য়ুমুক। হ্যাঁগা খান কতক কুটি গড়ে

আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগেশ। না, না, পোড়ারমুখে আজ কিছু উঠবে না।

জ্ঞানদা। তবে শোও গে।

যোগেশ। এই বাই, রমেশকে ডাকতে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুইগে

জ্ঞানদা। আর ষাদব, আয় খাবি আর।

ষাদব। হ্যাঁ না, বাবাব যদি আবার অসুখ কবে ?

জ্ঞানদা। আর অসুখ করবে কেন ?

ষাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থ

যোগেশ। একদানে কি কাণ্ড হয়ে গেল। মদের কি আশ্চর্য মহিমা
এই ঢলাঢলি করুণা অনু মনে হচ্ছে একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এ
সবনাশটা তনে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন, শেষটা কি দেনদা
হব ! মাগ তেনে তো পথে বসলোই। উঃ ! ইচ্ছে হচ্ছে আবার মা
খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ ! এমন সবনাশ কি মানুষের হয়।

রমেশের প্রবেশ

ভাই, সব শুনেছ ?

রমেশ। আজ্ঞে স্নানলুম বই কি।

যোগেশ। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ ?

রমেশ। বলেন কি ! হঠাৎ এ সর্বনেশে খবর এলে, লোকে জলে ঝাঁ
দেয়, আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে একটা ব্যামো গ্যামো হত
যোগেশ। আর ভাল করেছি ছাই। মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটো
যেহেছি, বাড়ী শুদ্ধ কাপাকাটি, শরুর মুখ উজ্জল।

রমেশ। না, না, আপনি বুঝছেন না, সাডন শকে (Sudden shock
একটা ব্যামো ত'তে পাস্তো।

যোগেশ। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি ? কালবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীরা দেনা প্রায় দেড় লাখ টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয়; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল খরিয়ে দিই। রমেশ। মা একটা কথা বলছিলেন—বলেন, এখন বেচলে কি দাম হবে ? আদা দরে যাবে। তিনি বলছিলেন, বৌয়ের নামে কল্লের হয় না ? তারপর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগেশ। ছি ! তিনি যেন মেয়েভাষা বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন ? লোকের কাছে জোচ্চোর হবে ? স্তন্যম থাকলে খেটে খাওয়া চলবে। আর চলুক আর নাহি চলুক, আমার বিশ্বাস করে মাল ভেঙে দিচ্ছে—বিশ্বাসঘাতক হা ?

রমেশ। তা হো বটেই, তা হো বটেই, তবে একটা কথা, দাব না বিকলে তো মা দেনা শোধ যাবে না।

যোগেশ। আমি মক কে ডেকে বলি যে, আমার এই আওয়াল, সোমকাল আপনাদের হয়ে নসে বেচে দিনে নাও। না বাজী হয়, বেশ বেটে শোধ দেব। যেন আর আমার বিষয় না, পাওনাদাবের, তাদের যেমন ইচ্ছে, এটাই হোক। আমার সবনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা কাঁবে বলতে পারি, কখনো প্রবঞ্চনায় দিক দিয়ে চলি নি। মাঝা প্রবঞ্চন, তখন কখন' ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসায় চল দেখতে না, আবার তাতে ব্যবসায় বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ ঈর্ষ্যভাজন করতে পার না, পোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছে, সে বিশ্বাস কখন' ভাঙবে না, এত জেলে যাউ, জী বাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মবে, সেও ভাল।

রমেশ। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বলছেন, এইজগতই শোনালুম।

যোগেশ। মা বলুন, যিনি অধর্মে মতি দেবেন, তিনি মা'ই হ'ন আর

বাপই হ'ন, তাঁর কথা শুনতে নেই। তুমি আজ বাজিভেই ব্যাপারী-
দের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমেশ। কাল সকালে ডাকব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের
ওলাউঠা হয়েছে, ত্র্যাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে
ওষুধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাকলেন, চ'লে এসেছি।

যোগেশ। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমেশ। কে ডাক্তার না কি একটু ত্র্যাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগেশ। তবে ডিম্পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমেশ। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, এর তাপ দেবার
অন্তে একটা এনেছিলুম; আমি দিই আসিগে।

যোগেশ। শীগ্গির এস. আমি স্থির হতে পাচ্ছি নি, যা হয় একটা
বাতেই শেষ করুবো।

রমেশের প্রস্থান

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে, মন না, মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা
ঠেলা বড় মুষ্কিল।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, এইটুকু দিই? না. আস একটু ঢালব?

যোগেশ। বেশী না হয়।

রমেশ। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খবর দিয়ে পাঠাই, কাল
সকালে সব আসবে, আজ হিসাবপত্র মিলুচ্ছে, সকলে তে.
আসতে পারবে না।

যোগেশ। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান

॥দবের পুনঃ প্রবেশ

কিবে যাদব, আবার এলি যে ?

দব। বাবা, ঠাকুরমা কান্দছে।

যোগেশ। কেন রে ?

দব। ছোট কাকাবাবু চোর হ'য়েছে, কাকীমা'র মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগেশ। সে কি ? এ আবার কি সর্বনাশ ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল ? আমায় মনে মনে স্পর্ষা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেঁটায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেঁটায় ব্যাক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না ; চেঁটায় কোন কার্যই হয় না। আমি আজীবন চেঁটা কল্লেম, কি ফল পেলাম ? চিন্তা ! চিন্তা ! চিন্তায় চিরকাল গেল।

দব। বাবা, তুমি কি কচ্ছো ? আমার মন কেমন করে।

যোগেশ। করুক আমার কি ? আর কোন কথার তত্ত্ব করবো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেঁটা রহিত। এই যে স্বরাদেবী ! যখন কৃপা ক'বে এনেছ, আমি পরিত্যাগ ক'র্বো না, আজ থেকে তোমার দাস। (মল্লভান)

দব। বাবা, কি কচ্ছো ? আমায় মন কেমন করে ! তুমি অমন ক'র না।

যোগেশ। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিন্মুতি, বিন্মুতি—

আমায় বিন্মুতি দান কর।

দব। বাবা, তোমার অস্থখ হবে, ঠাকুরমা বলেছে, বোতল থেকে অস্থখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা।

যোগেশ। যা তুই যা। আজ থেকে গা হেলে দিলুম, যে যা বলে বলক। লোকনিন্দা কিলের জয় ?

স্বপ্নের প্রবেশ

স্বপ্নেশ। দাদাবাবু, কি কচ্ছেন?

যোগেশ। কে ও স্বপ্নেশ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমার আমি কিছু বলবো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'র না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি—কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি! আর কি ভাবি, যা হবার হবে, ক'দিক্ ভাববো। সব ঠিক্ ফাঁক। খালি জম্বাট নেশা চলুক।

স্বপ্নেশ। ও মা! শীগ্গিব এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগেশ। মাকে ডাক্ছিল? ডাক্, কিছু ভয় করিনি, আর মাকে ভয় করিনি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি? কিছু ভয় নেই, বাস্! যা, এই আংটিটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে। আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমার দিস্।

উমাকান্তর প্রবেশ

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্বনাশ কচ্ছে?

যোগেশ। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান)

উমা। ও স্বপ্নেশ, দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? কেড়ে নেনা!

যোগেশ। খবরদার—মার্ডালেগা।

রমেশের প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্বনাশ করে দেখ।

রমেশ। মা, তুমি স'রে যাও, স'রে যাও! যত মানা করবে, তত বাড়াবে, মাতালের দশাই ওই!

যোগেশ। বাড়াবই তো! ভয় কিসের? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি, লোকনিন্দে? বড় বয়েই গেল!

শশ । ও স্বয়ং, মাকে নিয়ে যা ; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা করছি। যত
ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। বাদবকে নিয়ে যা।

বশ । আর, বাদব আর, মা এস।

শশ । ওরে আমার কি সর্বনাশ হ'ল রে !

মেশ । মা চেষ্টাও না, চাবিদিিকে শত্রু হাসছে।

বশ । চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন।

মশ । বাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

স্বয়ং, বাদব ও উমাকান্তীর প্রদান

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার ?

গোশ । হাঁ, বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আর।

মেশ । খেয়ে ঠিক থাক, তবে তো—

গোশ । ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না। তবে কি জান বড় সর্বনাশ
হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হইনি।

মেশ । হয়েছ বই কি !

গোশ । চোপ্‌রাও !

মেশ । চোপ্‌রাও ?—কৈ লেখ দেখি ?

গোশ । আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমেশের কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান

মশ । অমন লেখা না, ঠিক সই করতে পাব, তবে—

গোশ । ঠিক করবো, দাও।

(গোশ সই করিয়া) বাঃ ! বাঃ ! কেণী জবব সই হয়।

সই ? সই-মোহর করে দিই, আন।

মশ । কই দাও। (মোহর প্রদান)

গোশের মোহরকরণ

রমেশ। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, বেজেট্টী করি কি করে?
দেখা যাক।

যোগেশ। কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ, আমি বুঝতে
পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।

উমাহল্লরীর পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না?

রমেশ। আবার এসেছ? তোমরা যা জান কর, আমি চলুম।

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। মা, তুমি মানা ক'ত্তে এসেছ? আর মদ খাব না, কেন খাব
না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম—কেন? কি কাজ কলুম? তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাদীর মত খাটলে, তোমার কি কলুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাদীর অধম হয়ে সংসার ক'রে তার কি ক'লুম? একটা ছেলে—তার হিলে কি রাখলুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি ক'লুম? রমেশ মাতাল দেখে সহি করিয়ে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেট্টা করে তো এই ক'লুম। মনে ক'ছো, মাতালাম্বি ক'চ্ছি?—না মনের দুঃখে বলছি, বলতে বলতে আগুন জলে উঠে, জল দিই—(মৃদুপান) মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে!

যোগেশের প্রস্থান

উমা। ও বাবা, কোথায় বাস—ও বাবা, কোথায় বাস? ও স্বর্গে
তোমর দাদাকে দেখ্।

উমাহল্লরীর প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর চক

বাকের দেওয়ান ও রমেশ

দেও । রমেশ বাবু, আপনাব দাদা কোথা ?

রমেশ । তাঁর ভাবি অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন ।

দেও । ডাকুন, ডাকুন, শুনলে অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে ; আই ব্রিং গুড নিউজ (I bring good news) ।

রমেশ । ডাকবার যো নেই ; কাল মুছ' গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'বে দিয়েছে, কোন রকম এক্সাইটমেন্ট (excitement) না হয় ।

দেও । বটে, তা হ'তেই তো পারে, বড্ড শক্‌টা (shock) লেগেছে । তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা ডেস্পেয়ার্ড (despaired) হবেন না, কালকে লেটেস্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম টু এজেন্টের (Latest private telegram to agent) কাছে এসেছে,—দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার (The Bank may recover) । বোধ করি, দিন পনেররই ভেতর ফের পেমেন্ট (Payment) আরম্ভ হবে, কেউ এ খবর জানে না, সেক্রেটারি (Secretary), আমি আর আপনি এই শুনলেন, আপনার দাদা আমার ইন্টিমেট ফ্রেন্ড (intimate friend), তাঁর মাইণ্ডটা (mind) কতকটা রিলিভ (relieve) কব্বার জন্তে এসেছিলেম !

রমেশ। এ খবর তো তাঁকে এখন দিতে পারবো না, বেশি এক্সাইট-মেন্ট (excitement) হবে, তাঁর হার্ট আফেক্ট (heart affect) ক'রেছে কি না।

দেও। নেভার মাইণ্ড (never mind)। আপনি জেনে থাকুন, দিন পনের না দেখে কিছু নতুন আরেন্জমেন্ট (arrangement) ক'রবেন না। ইট ইজ অলমোস্ট সারটেন্‌ চাট উই উইল রিকভার (It is almost certain that we will recover)।

রমেশ। থ্যাঙ্ক ইউ, মাচ ওব্লাইজ ড ফর ইয়োর ইনফরমেশন (Thank you, much obliged for your information)।

দেও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরতে হবে। গুড মর্নিং (Good morning)।

রমেশ। গুড মর্নিং (Good morning)।

দেওয়ানের প্রস্থান

ইস্! আজ না রেজিস্ট্রারী ক'রে নিতে পারলে তো নয়। দাদান সঙ্গে দেওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক মাটি! আজ যদি রেজিস্ট্রারী না ক'তে পারি, আব ব্যাক যদি পে (pay) করে স্বরেশের ওয়ান-থার্ড শেয়ার (One-third share) তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায়? টের পায় টের পাবে। আমার ওয়ান-থার্ড (One-third) কে ঘুচাবে? জয়েন্ট হিন্দু ফ্যামিলি (Joint Hindu family)। আমি মাকড়ি চুবি না। লিগেটে অর্ধাধা টল ফেলেছিলুম। দেখছি, এটা কাজে আসবে ওর ঠেঁয়ে ওর শেয়ারটা (share) লিখিয়ে নেবার সুবিধে হ'বে। পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক না দিক নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাকালী।

কাকালী র প্রবেশ

কাকালী। আমায় ডেকেছেন কেন ?

রমেশ। দেখ, আমি মাক্‌ডি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিশে জানিয়ে এসেছি। কে ক'রছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলিনি। তুমি এখন গিয়ে ইনফরমেশন্ (Information) দাও যে, অন্নদা পোন্ধারের হোথা মাল আছে, পুলিশ সন্ধান ক'রে বার ক'রবে। আর অন্নদাও সুরেশের নাম ক'রবে। তুমি আজ তোমাব স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর।

কাকালী। আর ওতো মর্টগেজ (mortgage) ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'বে কি দরকাব ? মর্টগেজ হ'লে আর ওর ওয়ান-থার্ড শেয়ার (One-third share) থাকছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নেবেন ?

রমেশ। না তবু লিখিয়ে নেওয়া ভাল।

কাকালী। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয় ?

রমেশ। এতো আমি আপনার নামে ক'রিনি।

কাকালী। তবে কার নামে ?

রমেশ। তবে আর তোমায় অ্যাসাইনমেন্ট (assignment) কাপি ক'তে ব'লেছি কি ? এ সব ছাঙ্গামা মিটে থাক, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট সই ক'রে রেজিস্টারী ক'রে নেব।

কাকালী। কার নামে মর্টগেজ ক'রলেন, রেজিস্টারী ক'রে দেবে কে ?

রমেশ। এটা আর বুঝতে পারলে না ? মর্টগেজ রাখছে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ, যে হয় এক বেটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন, সে জন্মে ভাবিনি, যা হয় ক'রবো। এখন আজকে রেজিস্টারী ক'রে নিতে পারলে হয়।

একটা ব্রাণ্ড, পোর্টের মত লাল রঙ ক'রে রাখবো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও ত। থাকুক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চলতে পারবে।

কাকালী। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বয়্যাটে ভাগ্নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল-চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিমে চলে যায়, তাকেই মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমেশ। সে পরের কথা পরে, পুলিশে জানিয়ে এস গে।

কাকালী। যে আস্তে।

কাকালীর প্রস্থান

রমেশ। এখন পীতাম্বর ব্যাটাকে হাত ক'ন্তে পারলে হয়।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। ছি ছি ছি! কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাকবেন, না ব্যাপারীদের সামনে বল্লেন কি না, বাবু মদ খেয়ে প'ড়ে আছেন!

রমেশ। ও সব না ন'ল্লে কি রফায় রাজি ক'ন্তে পারতুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ধর-বাড়ি বেচে দেনা দিতে রাজি, তা হ'লে কি এক পরস্যা কন্নাতে চাইবে? মট'গেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বসতো। তুমি তো বোঝ না, ব'লতো টাকা দাও নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দোঁখি?

পীতা। তা'ই ব'লে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন? এ ছাইয়েব বিষয় থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্ছোর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে তুনি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না। তুমি

বুঝতে পাচ্ছে না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন ? আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাথে ? আজ দেখচো এই,—যেদিন বাড়ি বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন গলায় দড়ি দেবেন । মাতাল বলে—মদ ছাড়লেই গেল, জোচ্চোর বলে—দেনা দিলেই ছুরলো ; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর ফিরবে না । পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার ত মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাকরী গেলে আর এক চাকরী হবে । তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি দাদাকে অমন বেহেড কখন দেখেছ কি ? এ টাকার শোকে নাকি ?

পীতা । আপনি মাতাল ব'লে পরিচয় দিলেন কেন ?

রমেশ । মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর ! আমাতে কি আর আমি আছি ? আমি মর্মে ম'রে গেছি । তোমায় বলছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা ক'রলে বলবো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজি হ'য়ে গিয়েছে । তুমি ব'ল, ই্যা ।

পীতা । আজ যেন বল্লম, তারপর ?

রমেশ । আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজি ক'রবো—কেন ভাবছ ।

পীতা । যা ভাল হয়, করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, আমার তো বোধ হয় হবে না ।

রমেশ । পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, শুনো—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পাবলে সব বজায় থাকবে ।

পীতা । তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলিটা হ'ল । তা মেজবাবু, না ব'লেই হ'ত—মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না ।

রমেশ । তুমি একটি উপকার কর, ঐ গদন পাগলার কথা মা শোনেন ; ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজিস্টারী ক'রে দিতে । একবার রেজিস্টারীটে ক'ত্তে পারলে বুঝতে পারি, ব্যাপারী ব্যাটারী রাজি হয় কি না ।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নীমা ব'লেও বড়বাবু রাজি হবেন না।
রমেশ। চেষ্টা তো ক'তে হয়।

পীতাব্বরের পছন্দ

বড় বৌ, বড় বৌ।

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি গা ?

রমেশ। এই দিকে এস না।

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি বলবে বল না ? ওখানে গেলে বকেন।

রমেশ। এখানে আর কেউ নেই, শোনো,—

জ্ঞানদার প্রবেশ

বড় বৌ, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্তেও
ভাবি নি ; আমি মোট ব'য়ে সংসার ক'রবো ; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই
কিসে ? দেখছি তো শিবতুল্য মানুষ।—টাকার শোকে মদ খেয়ে
ঢলাঢলিটা ক'রেছেন। ব'লেছেন বাড়ী বেচে দাও, কিন্তু বড় বৌ,
বাড়ী বেচলে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই যা'বে যাবেন।

জ্ঞানদা। তা ঠাকুরপো, আমি কি ক'রবো বল ?—হামার হো'র আই,
আর হাও-পা আসছে না।

রমেশ। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন ক'রলে আমরা ভাস'ব।

জ্ঞানদা। আমি কি ক'রবো বল ? ঠাকুরপো আমার ডাক ছেড়ে
কাঁদতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। কাল সমস্ত রাত ছুটি চক্ষের পাতা; এক কাঁপ
নি। ছেলোটো সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কঁদেছে—আব যদি ভাই, সে
ছটকটানি দেখতে,—জল দাও, বুক যায়। এই ভোর বেলা এক
গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমেশ। এক উপায় আছে যদি দাদাকে রেজিস্টারী ক'রে দিতে রাজি
ক'তে পার, তা হ'লে সব দিক বজায় থাকবে।

জ্ঞানদা। রেজিস্টারী কি ?

রমেশ। বিষয়টা বেনামী ক'বুছি; সইও করেছেন, সের্জেস্টারী ক'মে দিতে নারাজ হ'চ্ছেন। এ না ক'লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞানদা। দেনা শোধ হবে কি করে ?

রমেশ। র'য়ে ব'সে বন্দোবস্ত করবো। এই নতুন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ হবে।

জ্ঞানদা। ও দেনা রাখতে রাজি হবে না।

রমেশ। উনি বলছেন তো, আবাব টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তার পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞানদা। আর বলো না, ঠাকুরপো, আর বলো না !

রমেশ। তা শেওরালে হবে কি ? বাড়ী বেচলে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অহুবোধ করুন, তুমি অহুবোধ কর, আমি অহুবোধ করি।

জ্ঞানদা। মাকে দিয়েই ওলাই, আমাকে ধমকে তাড়িয়ে দেবেন।

রমেশ। মা থাকবেন, তুমিও থাকবে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠলে মাকে নিয়ে যেও, আমি থাকব এখন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে ইনসপেক্টার। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু—

রমেশ। কে হে, হাবুল ? এদিকে এস।

মঙ্গলসিং জমাদার ও ইনসপেক্টারের প্রবেশ

কি মাকড়ির কিছু তদন্ত হ'ল ?

ইনস্। ওহে সর্বনাশ !

রমেশ। সর্বনাশ কি ?

ইনস্। অন্নদা পোন্ধরের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাকে অ্যারেস্ট (arrest) ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখলুম, তোমার গুণধর তাই স্বয়ং চুরি করেছে !

রমেশ। সে কি! স্বরেশ চুরি ক'রেছে?

ইনেস্। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। কি করি বল দেখি? পোদ্ধার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডেপুটি কমিশনারের কাছে রিপোর্ট ক'রবে।

রমেশ। সে কি। স্বরেশ চুরি ক'রেছে? সে পোদ্ধার ব্যাটার দম।

ইনেস্। না হে—দম না, মজল সিংয়ের সামনে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা খেপে এসেছে, নালিশের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বলে, স্বরেশবাবু বাঁধা দিয়েছে। স্বরেশবাবু না হ'লে এখনই বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনই ধ'রতো। ওর ইউনিফর্ম (uniform) ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, স্বরেশ বলেছে: দাদার মাকড়ি বোকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

জমা। হাঁ বাবু, সব সাচ্‌হায় হাম শুনা।

রমেশ। অ্যা! সর্বনাশের উপর সর্বনাশ! স্বরেশ চোর হ'ল!

ইনেস্। এখন কিছু খরচ কর, রামা আকরা ব'লে এক ব্যাটা আছে সে টাকা শো চাব পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাব্ব ভেঙে চুরি ক'রেছে। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে স্বকন্দম সাজিয়ে দিই।

রমেশ। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দোষী লোককে সাজ দেওয়ার? আমার প্রাণ থাকতে হবে না। আই হাব টেকেন মাই ওথ টু এড্‌ জাস্টিস্ (I have taken my oath to aid justice)

ইনেস্। তবে উপায় কি!

রমেশ। লেট জাস্টিস্ টেক ইটস কোর্স (Let justice take its course)

আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, যা জান কর।

ইনেস্। সে কি হে! মেয়াদ হ'য়ে যাবে।

রমেশ। লেট জাস্টিস বি ডান্, ও: হেল্ল মি মাই গড (Let justice be done, though it make me guilty)

be done Oh! help me my God!) ওহো! হো
হো হো!

জমা। (জনাস্তিকে) বাবু মতলব ছায়।

ইনেস্। (জনাস্তিকে) দেখতা। তবে রমেশ বাবু চল্লম।

রমেশ। আর কি বলবো। ওহো হো হো হো!

জমা। (জনাস্তিকে) বাবু, শালা বদমাস ছায়!

ইনেস্ পেকটার উত্থাতির এক দিকে ও অপর দিকে রমেশের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

ষোগেশের ঘর

রমেশ, জ্ঞানদা ও ষোগেশ

জ্ঞানদা। অন্ত্রখ ক'রেছে, শোবে এস না, উঠলে কেন ?

রমেশ। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জ্বরভাব ক'রেছে নাকি ?

ষোগেশ। কে জানে ভাই, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চে।

রমেশ। সে কি। আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

ষোগেশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপাবীদের সঙ্গে কি হ'ল বল ?

রমেশ। আজ্ঞে, সব খবর ভাল—আমি এসে বলছি। ঘামও হ'চ্ছে,

শীতও ক'চ্ছে—এ কি !

রমেশের প্রস্থান

ষোগেশ। বড় বৌ, কাছে এস ; আমার যেন ভয় ভয় ক'চ্ছে, যেন কে
আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞানদা। ও মা ! সে কি গো।

ষোগেশ। চট করে—না, কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি এ !

এখনও কি নেশা রয়েছে ? মাথা টলছে, বুকটায় হাত দাও। বড়

বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম ক'বেছিলুম ? কিছু মনে নাই।

জ্ঞানদা। না, কিছু কর নি, ভূমি শোবে এস।

ষোগেশ। না, চোখ বুজলে ভয় হয়, আমি ব'সে থাকি। শরীর ঝিম্ছে !

শরীর ঝিম্ছে—

নেপথ্যে রমেশ। বড় বৌ, সরে যাও, ডাক্তারবাবু যাচ্ছেন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

দাদালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ

রোগেশ । ও বাবা ! এ কে ?

রমেশ । দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি ; মশাই দেখুন দেখি, স্বামিও হ'চ্ছে শীতও ক'চ্ছে ।

দাদালী । ইনি কি অ্যালকোহল (Alcohol) ব্যবহার করে থাকেন ?

রমেশ । আজ্ঞে, একটু হ'য়েছিল ।

দাদালী । তারই রি-অ্যাক্সান (reaction), আর কিছু না, ভয় নেই ।

আপনি যে ক'রে গিয়ে প'ড়লেন, আমি মনে ক'বুলুম অ্যাপোপ্লেক্সিস (Apoplexy) কি, কি হ'য়েছে, একটু মাইল্ড ডোজে (mild dose) খেতে দিন ।

রোগেশ । না, মদ আব ছোঁব না ।

দাদালী । হ্যাঁ তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'ত্তে হবে বৈ কি ।

রমেশবাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন । রি-অ্যাক্সান (reaction)টা বড্ড বেশি হ'য়েছে । মশাই, একটু ভয় ভয় ক'চ্ছে কি ?

রোগেশ । আজ্ঞে শরীরটে কেমন যেন ছমছমে হ'য়েছে ।

দাদালী । হ্যাঁ, কোলাপ্স (collapse) আনতে পাবে । এক কাজ করুন, টুয়েলভ আউন্স পোর্ট, আর থ্রি গ্রেন কুইনাইন, (Twelve ounce port and three grain quinine) সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন । বড্ড রি-অ্যাক্সানটা (reaction) হয়েছে । ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর অ্যালকোহল না ছোঁন ।

রমেশ । তা ঐষধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন ।

দাদালী । আজ্ঞা আপনার লোক পাঠিয়ে দিন ।

রমেশ । আহুন ।

রমেশ ও দাদালীর প্রস্থান

ষোগেশ । একটু পোট খেলে বোধ হয় উপকার হবে । গা-গতর যে-
লাঠিয়ে ভেঙেছে । এক ডোজ (dose) খেয়ে শুয়ে প'ড়বো
মাহুশটা বিজ্ঞ, ঠিক ধ'রেছে ।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা । হ্যাঁ গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল ?

ষোগেশ । ওষুধ পাঠিয়ে দেবে ।

জ্ঞানদা । কোন ভয় নেই তো ?

ষোগেশ । না ।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ । দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডাওয়াটার
দিয়ে খান, হু' ডোজ হবে, তার পর পাঠিয়ে দিচ্ছে । (জনাস্তিকে)
বড়বৌ, মাকে এই সেলা ভেকে আন ।

ষোগেশ । কি ব'লছে ?

রমেশ । ব'লছি, ভয় নেই ।

জ্ঞানদার প্রস্থান

ষোগেশ । (পান করিয়া) হ্যাঁ হে, এ ব্র্যাণ্ডির গন্ধ যে ?

রমেশ । এখানকার ঐ বেস্ট পোর্ট (best port) । দেখছেন না, একটু
বঙেরও তফাৎ ; এডভোকেট জেনারেলের (Advocate General)
জন্তে ফ্রান্স থেকে এসেছিল । আমি একটা নিষে এসেছিলুম, হু'
একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এইটুকু আছে ।

ষোগেশ । খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু ইমিডিয়েট রিলিফ
(immediate relief) বোধ হ'চ্ছে, টেস্ট (taste)ও ব্র্যাণ্ডির মতন

রমেশ । ব্র্যাণ্ডির ও বকম বঙ হয় কি ?

জটিলক ভূত্যের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান

যোগেশ ! কি বকম খেতে ব'লেছে ?

রমেশ । মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে হু' শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন ঠিক একবকম রঙ, এই এখন চলিত হ'য়েছে ।

যোগেশ । ব্যাপারীদের কি হ'ল ?

রমেশ । আজ সে কথা থাক, আপনার শরীর অস্থখ ।

যোগেশ । না, সে কথা না শুনলে আমার আরও অস্থখ বাড়বে ।

রমেশ । ব্যাপারীদের কথা তো—টাকা চান্ন । আপনার অস্থখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি ।

যোগেশ । আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সম্মত নাও ।

জ্ঞানদা ও উমানন্দীর প্রবেশ

বমেশ । বৌ, দাদা ব'লছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও । মাস দুই বাদে বেচলে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি, খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো, তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচতে চাচ্ছেন, তা আমি কি ব'লবো বল ?

জ্ঞানদা । হাঁ গা, কেন, দু'দিন তর নেই ? সব তাড়াতাড়ি ! দাত গোষ্ঠীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি ?

উমা । বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছে, র'য়ে ব'সে বেচা ! ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকবো বল ?

যোগেশ । মা, তুমিও ঐ কথা ব'লছো !

উমা । বাবা, সাথে বলছি, দু'দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাশনটা থাকে ; ব্যাপারীদের টাকার হুদ ধ'রে দিলেই হবে ।

রমেশ । তা বৈ কি, আমি টুয়েলভ পারসেন্টের (Twelve percent) হিসাবে দেব ।

যোগেশ। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত ?

রমেশ। দাদা, সাথে মত ! কোথায় বাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিজে আজ কার দ্বারস্থ হবে ? বাদবের কি হবে ? ঐ সুরেশটার কি হবে ? এমন নয় যে কারকে বঞ্চিত ক'ছি, দু'দিন আগু আর পিছু যোগেশ। ব্যাপারীরা ধাম্বে ?

রমেশ। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগেশ। কৌশল কি ? সোজায় বল,—ধাম্বে—আমার আপত্তি নেই আমি কৌশল ক'তে চাই নি।

রমেশ। তবে মা, আমি কি ক'বুবো বল ? ব্যাপারীরা যদি টের পা দাদা বেচে দিতে ব'লেছেন, তারা ব'লবে—আজই বেচ। আবেচতেই যে যাচ্ছেন, তার কিছু একদিনে হয় না। কেউ কোঁদমায়েসী ক'রে একটা অ্যাটাচমেন্ট (attachment) বার ক'তে পারে, তার পর তাকে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, নহয় ডিগ্রী ক'রে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগেশ। কি কৌশল ক'তে বল ?

রমেশ। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি, সে ঠিক ঠাওরেছে সে বলে, বেনামী করুন।

যোগেশ। কি, বেনামী ? এ তো জুচ্চুরি !

রমেশ। দাদা, জুচ্চুরি না ক'রলে জুচ্চুরি ! এই যে বো'র নামে বাড়ী ক'রেছেন, বো' কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজগার ? এও বলুন জুচ্চুরি ! আপনি বলবেন, আমি রোজগার ক'রে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে, জয়েন্ট ফ্যামিলি (joint family)—দাদা আমাদের ফাঁকি দেবার জন্ত ক'রেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের খাওয়ালেন পরালেন, বলুন জুচ্চুরি ক'রেছেন !

যোগেশ। হঁ ! (মতপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ ?

রমেশ। ও ওবুধ। তা দাদা, আমার জেলে দিন ; সর্বস্ব বাবে, আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না ! যেদো ভিথিরী হবে ; বৌ বাঁধুনী হবে,—মাকে আমার মামার বাড়ী রেখে আসবো, তা আমার প্রাণ থাকতে হবে না ! আমি বলছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে মর্টগেজ (mortgage) লিখিয়ে নিয়েছি, রেজিষ্টার (Registrar) ডাকিয়ে আনি—আপনি বলুন মিছে, আমার বাঁধিয়ে দিন, আপদ চূঁক থাক ; স্বীপান্তর যাই, এ সব দেখতেও আসবো না, ব'লতেও আসবো না। দেখ দেখি মা, দু'দিন তর নেই। ওঁর মা ব'লছেন, জী ব'লছে, পুরনো চাকর পীতাম্বর—সে ব'লছে, আধা কড়িতে সর্বস্ব বেচবেন, আর দেনদার হ'য়ে থাকবেন।

যোগেশ। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই করেছি ?

রমেশ। আজ্ঞে, আপনি ক'রেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি আমি তো বলছি !

যোগেশ। তবে জোচ্চোর হ'য়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটি রাখ, আমি তোকে গর্ভে ধরেছি, তোর মাতৃস্বপ্ন শোধ হবে, এই কথাটি রাখ, রমেশ যা ব'লছে শোন, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ ; যখন বাড়ী বেচে যাবে তখন কি আর তোমায় তুমি থাকবে ? তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই। আমি তোমার ভালর জন্য বলছি, হুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমেশ। মা, ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ ? তা হ'লেও তো বুঝতুম, মোট বয়ে সংসার চালাতুম !

যোগেশ। মর্টগেজ (mortgage) কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ ?

রমেশ। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাতখানা এনতাকাল এতে পড়তো।

যোগেশ। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে, ‘বিষম সমস্তা’—তার মানে আমি বুঝতুম না—আজ বুঝলুম, আমার বিষম সমস্তা! মার অহরোধ; স্বীর অহরোধ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স’ক। কুনাং র’টেতে দেবি হয় না, মাতাল নাম র’টেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজলো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে, আজও স’ক। বড় বো, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ—জুঁজুরি ক’রে বিষয় রাখবে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! এখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর সমস্তাই ব’কিসের? ভারী তো রেজিস্টারি করবার জন্ত দাঁড়িয়ে আছ চল, ‘গুভন্ত শীঘ্রং’। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিথিয়ে দিও কি বলতে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হ’য়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে,—একটি মাতাল, একটি জোচ্চোর, একটি চোর।

রমেশ। দাদা মশাই, কি বলছেন?

যোগেশ। আর ‘দাদা মশাই’ না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছি নি, রেজিস্টারি করে দেব, ভয় নেই। বড় বো, আমি বলেছিলুম দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেবি ছিল, কিন্তু তোমরা আজ আমা নিশ্চিন্ত ক’রলে।

জ্ঞানদা। অমন ক’রছ কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগেশ। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে

দখিল হয়েছিলুম, কিন্তু পবেশমণি সুনাম ছিল! সেই পবেশমণি
বাতে ঠেকেছে, সোনা হয়েছে—সে বড় আর আমার নেই। চল
রমেশ, তবে তয়ের হও!

যোগেশ্বরের প্রস্থান

১। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক।

নদা। ঠাকুরপো, ও যখন অমন ক'রছে—

১। মা, ছেলেটির মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছে না, বেচে কিনে
দিগে গলায় দড়ি দিক, এই তোমাব ইচ্ছে। যাও, তোমাদের কথা
আমি শুনিনি, যেদোকান আমি ভাসিয়ে দিতে পাবো না আমি
পই পই ক'বে বারণ ক'বেছিলুম, দাদা—ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখে না,
সুনলেন না। ওঁ'র কি এখন বুদ্ধিভুদ্ধি আছে যে, ওঁ'র কথা শুন'ও
হবে? কত চুখে রাজগার হ', তা তো কেউ জান না, তা হ'লে
বুঝতে, মাল্টিস্টার প্রাপ্য টি ঘা লেগেছে। এই ডাক্তার ব'লে গেল
কি, “রমেশবার সাবধান।” যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খাণাপ
হ'তে পারে।” সবস্ব খোয়াবেন, সাবাব জলে যাবেন, আবার
স্বপ্নকে স্বপ্ন রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার
মরণ নেই!

১। বাবা, রাগ করিস্নি, রাগ করিস্নি।

দা। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

১। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচজন হাসবে,
তা হ'লে কি বাচবে!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক কাজালীর বাড়ীর উঠান

স্বরেশ ও শিবনাথ

স্বরেশ। বিজ্ঞাধরি, বিজ্ঞাধরি, দোব খোলো—

জগমণির প্রবেশ

জগ। কে ও—স্বরেশ! আমি এট বিল মেধে টাকা নিয়ে এলুম।

নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ গহাঙ্গন কে বাবা! (জগমণির প্রা-
লম্বা, আপনি অঙ্গবো কি কিনবো? মা মরি মরি! চাপকানের
বাহার হ'য়েছে! আবার এই যে তুমি দেখছি! বিবি পাগড়
পর, কি বাহার দেখি; স্বরেশ, এ হিজড়ে বেটাকে পেলি কোথা

স্বরেশ। চল চল, মজা আছে, মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেকক্ষণ ব'সে আছে।

স্বরেশ। শিবে, বেটীরা পেছিয়ে পড়লো নাকি?

শিব। পেছিয়ে পড়বে কেন! ঐ যে সিঙ্গেলরোদ বাচ্চা দেখা দিয়ে
কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেন্ট বাব ক'বেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বলছ, পাঠা? আমি পাঠা বেঁধে রেখেছি, আমোদ ক'
ব'লে গেলে—

স্বরেশ। বিজ্ঞাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না চাইতে চাইতেই না
পাঠা বেঁধে রেখেছ,—আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে!

জগ। চোপ শূয়ার!

শিব। বাঃ—বাঃ, বুলিদার!

জগ। এই ইস্টপিন্ড্ কে ?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ। কান ম'লে দেব।

শিব। এ কে বাবা ?—“দিনেতে অস্থিনী হ'ত, বেতে কামিনী !”

খেমটাওয়ালীগণের প্রবেশ

বাবা মেয়েমানুষ দেখ, মনে ক'বেছ, তোমরাই চেহারা বাজ,
তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে !

জগ। যা যা, ভেতবে যা, আমোদ ক'র গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজষোটক হবে না !

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস, মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না !

প্রবেশ। আরে আয় না, এর চেয়েও মজা হবে আয়।

শিব। হ্যাঁবে তুই বলিস্কাঁ, এব চেয়ে মজা হয় ? আম আখ ব'টায়

ভঙ্গী ঠাণ্ডব ক'ত্তে পাবলাম না। যেন কামিখোর চিজডে ডা'ন।

রূপসি, গাছচালা জান ?

প্রবেশ। আয় না, আর এক চেহারা দেখবি আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফবমেসে চেহারা থাকে, তা হ'লে

তুমি হোসেন খাঁ। সব ক'ত্তে পার, ইন্দ্রব শচী আন'তে পার।

প্রবেশ। আয়, মজা দেখবি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখতে

হবে, (খেমটাওয়ালীদের প্রতি) এস হে !

১ম খেমটা। হ্যাঁ মিতে, ওকি দাড়ি-গোফ কামিয়েছে ?

শিব। এই মুকব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তহ পাইনি বাবা।

জগ। মডাৰা সব ম'ৰেছে ! কাৰুৰ দেখাটি নেই। ওদেব ইয়াৰেব
মন, এ কোটৰে যদি না ট'গাকে তা হ'লে তো ফক্সাপো ; কাজ
কৰে, তাৰ বাধন নেই।

আমেরিকান দরোয়ানের প্রবেশ

তোম কে হ্যাঁয় ?

দরো। বাবু ঘরমে আছে ?

ଭଗ । କେନ ?

দরো। তিতব ধাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককে বল।

দেয়। আরে একে এড কমিল। তোম নেংকদেং, তোমার ...
বোলে :

জগৎ। নৈকট্য হইতে দূরত্ব ক্রমাগত বর্ধিত হইতে থাকে।

ଜୟୋ । ୫୩ ଏବଂ ।

ଉତ୍ତମ । କ'ଣ ଲୋକ ହାତକୁ ଡଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ।

ନନ୍ଦୋ । 'ଆରେ' ଏ ଆଶଙ୍କା କା' ଚାହୁଁରାଣୀ ।

ଜଗ । ନାନ ଗୋ ସନ୍ତାନ ନିତେ ଆସା ହାର, ସୁରେଶ ବାଃ ଆସା' ଟକ ନ ।

দরে'। আরে, এ তো ঠিক ছায়া, আওবৎ তো বাবু বন গিয়া। বাঙ্গালী
ক। বহৎ তামাসা, সেলাম বাবু সেলাম '

অগ। বাতক। জবাব পাবুতা নেই ?

দবো । ৫'১ ৫'১, ওহি বাত ।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্সেকে জল্‌দী করবে পাহারাওয়াঃ।
নিয়ে আসতে বল।

দরো। সেলাম বাবু সাব।

মদন ঘোষ, হরেশ, শিবনাথ ও খেমটাওয়ারলীগণের পুনঃ প্রবেশ

শিব। ছিঃ বিজ্ঞাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা, থাকতে এমন কোটরে জায়গা ক'রেছ ?

জগ। তা এইখানেই ব'স—তা এইখানেই ব'স। আমি আসছি, এই খানে একটু কাজ সেরে আসছি।

শিব। দোহাই সন্দরী! অনাথ হব—অনাথ হব।

জগ। আমি এলুম ব'লে।

জগমণির প্রস্থান

হরেশ। মদন দাদা, এই তো সব ক'নে এনে হাজির ক'রেছি, একটা পছন্দ ক'রে নাও।

মদন। কই—কই? তা ভাই, তোমরা ক'রবে না তো ক'রবে কে?

হরেশ। মদন দাদা, গোটা দুই বে' কব, কি জানি একটা যদি বাজা হ'ল?

মদন। তা ভাই, তোমার কথায় আমায় অমত নেই, তোমার কথায় খামোব অমত নেই।

হরেশ। দেখ, দাদাব আপত্তি নেই।

মদন। খেমটা। খামাদের ভাগ্যি।

মদন। তবে দাদা, আজকে বে' হ'লে হয় না?

হরেশ। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। হরে—হবে, বিজ্ঞাধরি আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করবো।

মদন। ভায়া, এবা সব শুভনা গায়ে দিয়ে এসেছে, এবা ত বেজা নয়?

হরেশ। মহাভারত! এদের চৌদ্ধপুরুষ কুলীন, ঘটকেব কাছে কুলজী আছে।

মদন। তাই বলছি ভাই, তাই বলছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে

একটা বেঞ্জার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো
ক'রে তবে জাতে উঠি।

স্বরেশ। দাদা, ক'নেদের একবাব গান শোন।

মদন। ক'নে গাইবে?

স্বরেশ। গাইবে না? ওরা সব কি যেমন তেমন ক'নে? এরা সব
রাত্রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (Deputy Magistrate)। গাও তে
ক'নেরা গাও।

খেম্টাওয়ালীগণের গীত

(ও আনার) ঘরে থাক' এই চো'ট বুকিল।

ভাগরা নাগব বরণ দু-পোড, বদমখানি বাদার বিল।

মরি ক' অঁকা বাকা চেপ্টা নাকে নখন চাক,

আকর্ণ হাঁ, দু' মেড়ে ফাঁকা,

গন্তে গোছ বাছা- দাড়ী টল্টো ঠোঁটে মতায় দিল :

স্বরেশ। দাদা, বাঁহবা দিলে না? চপ ক'রে কি ভাবছ?

মদন। হ্যাঁ দাদা, ত্যাঁ দাদ—

শিব। কি ব'লছে?

মদন। বলি, এরা তো যা'ত! ওহালার ছেলে নয়?

শিব। রামঃ।

মদন। তাই ব'লছি, তাই ব'লছি। কি জান, বোসেরা একটা যাত্রা-
ওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

অগমণির পুনঃ প্রবেশ

শিব। না, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে' কর।

মদন। এ কে? এ যে সেই চাপরাসী!

শিব। সে কি ? চাপরাসী কিসের ?

দীন। তবে কি বোরুপী ?

শিব। বহরুপী কেন ? ক'নে দেখছো, আ মরি মরি।

য় থেমটা। তোমাব বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। (মদনের প্রতি) গালে হাত দিয়ে কি দেখছো ?

দীন। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয় ; দেখছি গোপ-টোপ তো
কামায় নি ?

শিব। চল্ হুয়ে চল্, তোমাব দাদার পছন্দ হবে না।

রেশ। তাই তো দেখছি, এমন বিজ্ঞাধরী ছেড়ে দিলুম—

দীন। পছন্দ হবে না কেন, পছন্দ হবে না কেন, যেমন হয় হ'লেই
হ'ল ; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা !

রেশ। এস। বিজ্ঞাধরী, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

স্বগ (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা ম'রেছে।

রেশ। কি বিজ্ঞাধরী, চুপ ক'রে আছ যে ; বর পছন্দ হ'চ্ছে না
না কি ?

স্বগ। (স্বগত) আ মব।

দীন। কি বাবা ডাকিনি, কি মস্তর আশুডাচ্ছ ?

রেশ। দাদা, ক'নের সঙ্গে কথা কও।

দীন। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল এখন বাসরঘর হবে না ?

রেশ। সে কি দাদা ? আগে বে' হক্।

দীন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে পুরুত ডাক।

রেশ। ক'নে পছন্দ হয়েছে তো ?

দীন। তা হ'য়েছে, তা হ'য়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

রেশ। শিবে মস্তর পড়।

শিব। “অগ্নিদক্ষাশ্চ যে জীবা, যঃ প্রদক্ষা কুলে মম—”

স্ববেশ। বল হরি, হরিবোল—

খেমটাগণ। উলু উলু উলু—

কাকালীয়া প্রবেশ

কাকালী। জগা, সর্বনাশ করেছিল। ঘরে চোর পুখে রেখেছিল
পাহারাওয়ালা জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগ। ও মা ? সে কি গো ?

কাকালী। এই ছাথ এই সার্জন আসছে।

ইনস্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালগণের পুনঃ প্রবেশ

ইনেস্। স্ববেশবাবু এ মাকড়ী কার ?

স্ববেশ। এ মাকড়ী মেজ বোঁর।

ইনেস্। আপনি কোথায় পেলেন ?

স্ববেশ। আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনেস্। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙে ?

জমা। (খেমটাওয়ালীগণের প্রতি) আবে, তোম লোক খাড়া রহো

ইনেস্। কি বাক্স ভেঙে ?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু যে'সা গাওয়া দে। (জনান্তিকে
বাবু, এসমে কুচ্ মিলেগা।

স্ববেশ। কি। বোঁকে সাক্ষী দিতে হবে ?

জমা। নেই তো কা পুন্সিমে সব কটিকো চালান দগা।

স্ববেশ। তবে আমি বলছি, বোঁ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙে
চুরি ক'রেছি।

জমা। কবুল দেতা।

ইনেস্। স্ববেশবাবু সত্যি কথা বলুন। আপনার তাতে ভাল হবে
ওহুন, আপনি বোঁকে জডান, বেঁচে যেতে পারেন।

হরেশ। সে কি ইনেসপেক্টারবাবু, আমার প্রাণ যায়, সেও কবুল, আমি আপনাব কুলবধূকে পুলিসে হাজির করবো? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন;—দাদার বাস্তু দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙ্গে চুরি করেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাছে?

হরেশ। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব। আমি আমোদ করে বেড়াই, একান্ত কাপুরুষ নই। আমার যদি ট্রান্সপোর্টেশন (Transportation) হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমি কুলজীব, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যে কথা জানে না।

ইনেস। আপনি আপনাদের বোকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছেন না। আপনাদের বোঝেতে আর আপনাব মেজ-দাদাতে ষড়যন্ত্র করে আপনাকে ধ্বংসে দিচ্ছে; বলেন তো রিপোর্ট লিখে নিই,—আপনাদের বো আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

হরেশ। কি, মেজদাদা আমার বাঁধিয়ে দেবেন? মিথ্যা কথা। আর যদিও দাদা আমার শাসিত করবেন মনে করে থাকেন, বোঁ যে সাক্ষাৎ নাক্ষা। যার মুখ দেখলে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতাব তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুনে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনেসপেক্টার সাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মৃতি দেখনি, তাই ও কথা বলছে। আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাসালী। অ'ঃ, আমার টিটি ছিঁড়ে কে পাচ টাকার নোট বার করে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট! আলপিন গাধা! ইনেসপেক্টার সাহেব, ধর—এ চোর।

হরেশ। সে কি বিজ্ঞাধরি, চুপ করে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাকালী। ধার দিলে বৈ কি ? আবার জবরদস্তি ! এই দেখ জমাদার সাহেব, ভাইপোকে পাঠাব বলে গালাটাল। এঁটে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে।

স্বরেশ। শিবে, তুই ভাবিস নি, আমি ম'জেছি না ম'জতে আছি ! দেখছি ষড়ষষ্টই বটে। জমাদারসাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া, চিঠি লেকে গিয়া নেই ? বেজেষ্টারি নেই করুকে স্ববমে রাখুকে গিয়া কাহে ?

কাকালী। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে গিয়েছিলুম, বেজেষ্টারি ক'ন্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিশ কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ লে চলো ?

স্বরেশ। ইন্স্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বলছি আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরিব দাবী হয় সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আসতে চায়নি, আমি ওর মার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসছি। ইন্স্পেক্টারসাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা অপমান করবেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝতে পারছেন. আমি সত্য বলছি কি মিথ্যা বলছি। বাবু, আপনার পায়ে ধ'চ্ছি, মিনতি ক'চ্ছি. একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনেস। কাকালী বাবু, মামলা সাজিয়েছেন বটে টেক্‌ক্বে না।

কাকালী। (জনান্তিকে) ইন্স্পেক্টার বাবু, ওর মার হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে নিন না। একবার ওর বাড়ীব সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন। আর নালিশ বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

নেস্। চল, এন্লোককে লে চল, আওরাংলোককে ছোড় দেও।

দন। বাবা, আমি নই, আমার বে' দিতে এনেছিস।

হরেশ। হায় হায় আমি এত লোককে মজালুম! বন্ধুকে মজালুম, এই পাগলাটাকে মজালুম! নরাদম দিটলে বামুন, তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজাস? ছেড়ে দিতে বল। কাকালী খুড়ো, রাগ থাকে আমার উপর দাবী দাও, শিবু ভয় ক'র না, মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বলবো।

দন। হায় হায়, বে কত্তে এসে মজলুম।

নেস্। এ সাবার কে? একে ছেড়ে দাও।

দমা। শিবু বাবু, ইনেস্পেক্টার সাবকো কুচ্ কবলায়কে ছুটি লেও।

শিবু। যা বলেন, আমি মানি ঠেয়ে নিয়ে দেব।

দমা। তোমবি আও, রিপোর্ট লিখনে হোগা।

ভগমণি ও কাকালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

শগ। তুই ভাবি গাধা। হরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি ক'রলি কেন?

কাকালী। আরে জানিস নি, ও ডপাজী। ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম হ্যাওনোট সহি ক'রে দে, তা আমায় বুড়ো আজুল দেখিয়ে চলে গেল।

শগ। আ মুখ্য, আ মুখ্য। যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে বলছিস, ওকে অমনি ক'বে চটাতে হয়? দেখ দেখি, আলাপ হ'যেছিল, আমায় পছন্দও করেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত কত্তে পারলি নি,—কাজ ক'রনি? দূর! যা, রমেশ বাবুকে খবর দিগে যা, আমি রাঁধি গে!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটার দরদালান

যোগেশ ও পীতাম্বর

পীতা। বাবু, সর্বনাশ হ'য়েছে, স্বরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার
হ'য়েছে! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি না; কি
ভাবে, কি ক'রে, বাবু, বাবু—

যোগেশ। কি কাকে ডাকছো?

পীতা। আজ্ঞে—

যোগেশ। আমায়?—আমায় কি বলতে এসেছ? যাও, মেজবাবু
কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড বো'র কাছে যাও
নাগ বিষয় বন্ধা ক'ছে তাদের কাছে যাও—আমি রেজিস্টারি
অফিসে এককলমে বিষয়, মান, মর্যাদা তোমাদের মেজবাবুকে
দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞে স্বরেশ বাবু ফৌজদারীতে প'ড়েছেন।

যোগেশ। আমি তো শুনেছি এ আর বিচিত্র কি? চুরি জুজু
ক'টপাড়ী দাগাবাড়ী খে পুরে বিরাজমান সেণায় ফৌজদারী হ'লে
প্রার্থ্য কি? আমায় আর কিছু শুনিও না, আমায় কাছে কেবল
এস না, আমি কিছু শুনবো না ব'লে মদ খাচ্ছি, ভুলে থাকব না
মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরবে ব'লে মদ খাচ্ছি। আমার মহাজন হেঁট
কান্দবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞানবিসর্জন, এইতে যদিই যায়। ২
মা'রবো, ইচ্ছে হয় টেনে ফেলে দিও। যাও, ততদিন আর আমার
কাছে এস না।

মানস ও উদাহরণের প্রবেশ

ইমা। ও বাবা, স্বরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধরেছে ?

যোগেশ। শুনেছি, আর দুবার শোনাতে চাও শোনাও। বড়বৌ শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল স্বরেশকে ধ'রেছে, স্বরেশকে ধ'রেছে, স্বরেশকে ধ'রেছে ! আমার উত্তর শুনেবে ? আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো। মা সেদিন ছিল যে দিন আমাব এক কথায় লাথ টাকা আসতো ; বোধ হয় খুনী আমায়ও আমি জামিন্ হ'লে ছেড়ে দিত ; সে দিন ছিল যে দিন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর আমার অন্ত্রগোধ রক্ষা ক'ত, সেদিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলাম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলাম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি আমার লোকে জানতো ; আজ সে দিন নেই—আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, ছোচোর আমার খেতাব।

ইমা। ও বাবা, স্বরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ - আমি বুড়ো মা--আর আমায় দগ্ধাস্ নি।

যোগেশ। তুমি মা ? ভাল, তোমার স্বপ্ন তো শোধ দিয়েছি, নোংরা গিঁট ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অন্তরোধ কি ? যা কাকুর হয় না তা আমার হ'য়েছে, মা তৃষ্ণা শোধ গিয়েছে।

ইমা। আমার কপালে কি মরণ নেই ! যম কি আমায় ভুলে ব'য়েছে ! যোগেশ তুই এ কথা বলি ? তোমার যে আমি বড় পিতৃস্ কর।

যোগেশ। মা তুমি মাতালের পিতৃস্ কব ? জোচ্চোরের পিতৃস্ কব ? বিখ্যামঘাতকের পিতৃস্ কর ? এমন পিতৃস্ বেখ না। যাও তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও যে বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, সে সব দিক্ রক্ষা করবে। মা বড় প্রাণ কাঁদছে, তাই একটা কথা তোমায় বলছি—মনে করে দেখ যখন আমি কাজ-কর্ম করে সফ্যার পর কিরে আসতুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হত আবার

মাকে প্রণাম করবো, আবার ভায়েদের মুখ দেখবো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবো, আবার ছেলের মুখচুষন করবো; সমস্ত দিন কালো ভুলে থাকতুম, আশবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ি চলতে পারছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই! দশ মিনিট দেরি আমার দশ মিনিট বোধ হ'ত। গাড়ি থেকে নেমে দোরের ছেলেকে দেখতেম্ উপরে উঠে ভায়েদের দেখতেম্, বাড়ীর ভেতর তোমাদের দেখতেম্ বাড়ী আসতেম্—স্বর্গে আসতেম্। আজ সেই বাড়ী আমার নরক বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা আমার চান না, বিষয় চান, পরিবার আমার দেখেন না, বিষয় দেখেন; ভা আমার দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ। কি স্নেহের সংসার তবে আমার কাকে দেখতে বল? আমার আর শক্তি কই? জোচ্চোর-জোচ্চোর, জোচ্চোর। মা, আমি জোচ্চোর! ছি ছি ছি।

উমা। বাবা, আমার তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্ছ? আমি তোমার বিষ দেখি না, আমি প্রাণ রক্ষার জন্য অত্নরোধ করেছিলেম; তুমি টাকা শোকে মদ খুলে, সকলে বলে তুমি বাড়ী বেচলে প্রাণে মারা যাবে। যোগেশ। প্রাণের জন্য? তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা! মা, তুমি কান্দন ফেঁকাতে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ ক'রেছ! সমস্ত বেলা যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতাম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শাস্তি থাকতো এ জীবনে আমি কান্নার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শাস্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফিরবে না, বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে তার দোষ খুঁজে দিয়েছি।

পীতা। বাবু আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়; আপনি বিবেচক, বিবেচনা ক'রে দেখুন, পরিবার ভোবাবেন না।

ষোগেশ। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা! সপরিবার ডোবাব না ব'লেই
রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হক্, আমায় ছেড়ে দাও।
মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, হুনার্ম রটেছে!

জ্ঞানদা। ওগো আমাদের গলায় ছুরি দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই কব।
ষোগেশ। কেন, আমার গরজ কি, ইচ্ছা হয়, গঙ্গা আছে, কাঁপ দাও;
আগুন আছে, পুড়ে মর, বাঁটি আছে, গলায় দাও, বিষ আছে,
কিনে খাও, আমায় কেন ব'লছ? আমার উপায় আমি ক'ছি,
তোমাদের উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, নব পাবেন।

ষোগেশ। কি ফিরবে, কি পাব? স্বীকার কবি ঢাকা ফিরে পেতে
পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচবে না; কারুব' কখনও ঘোচেনি।
রাজা যুদ্ধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্
একটি রত্ন দেন, সে রত্ন যা'র আছে, সেই ধন্য! স্নানাম। রাজার
মুকুট অপেক্ষাও স্নানাম শোভা পায়, দীন দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে
ধন্য অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান
অপেক্ষাও পূজ্য হয়! সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

ষোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান

উমা। ওরে আমার কি সর্বনাশ হ'ল!

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদবার দিন পাবেন। একটি কথা বলি
শুনুন, থানায় গুনলেম মেজবাবু ছোটবাবুকে ধরিয়ে দিয়েচেন।

উমা। আ। বল কি! রমেশ কোথায়? তা'কে ডাক।

পীতা। আমি তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ—খুঁজে দেখ; শীগগির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু!

এ কি আবার গুনলেম্।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফুল্ল। ও মা, ঠাকুরপোকে আনতে পাঠিয়ে দাও মা,—মা শীগগির আনতে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা আর মডার উপব খাঁড়ার ঘা দিস নি।

প্রফুল্ল। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি মা, বটঠাকুরকে বলে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আনতে পাঠাও মা, আনতে পাঠাও, নইলে আমি বাঁচবো না মা, তোমার পায়ে পড়ি।

উমা। আনতে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর।

প্রফুল্ল। মা, তুমি আমায় ভাঁড়িও না, তোমরা পবামর্শ ক'রেছ— ঠাকুরপোকে শাসিত ক'রবে, আমি ভুলবো না, আমি এইখানেই এসে রইলেম, আমি খাব না কিছু না।

উমা। ঘাট, একবার বাবার কাছে ঘাই, তিনি কি টপা করেন দেখি, তুই আস, এখনে একলা বসে কি ক'রবি?

প্রফুল্ল। ন, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠবো না। আমার মাকড়ীর ভগ্নে ঠাকুরপোকে প'বেছে। আমি সব গখনা খুলে বাক্স পুবেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিবে আসে, বাক্স শুদ্ধ জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

উমাহস্তরীর প্রস্থান

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। ওরে তুই এখানে বসে র'য়েছিস?

প্রফুল্ল। ওগো ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, তুমি শীগগির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমেশ। শোন আমি সেইখান থেকেই আসছি, কাল যদি কেউ সাহেব-টায়ের জিজ্ঞাসা ক'রতে আসে—

প্রফুল্ল। ওমা! সাহেব আসবে কি গো? আমি সাহেবের সামনে বেকব কেমন ক'রে?

রমেশ । দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে ।

প্রফুল্ল । ওমা ! আমি তা পারবো না ।

রমেশ । শোন, ঝাকামো করিস এখন । তোকে জিজ্ঞাসা ক'রবে যে
স্বরেশকে মাকড়ী তুমি দিয়েছিলে ? তুই বলিস—না, বাব্ব ভেঙ্গে
নিয়েছে ।

প্রফুল্ল । না, তাতো না, আমি মাদুলী আন'তে দিয়েছিলুম ।

রমেশ । তুই বলবি, বাব্ব ভেঙ্গে নিয়েছিল ।

প্রফুল্ল । ও মা, কি ক'রে বলবো !

রমেশ । কি ক'রে বলবি কি ? যেমন ক'রে কথা ক'চ্ছিল, তেমন
ক'রে বলবি । এই কথা বলতে আর পারবি নি ?

প্রফুল্ল । না, আমি তা পারবো না ।

রমেশ । পারবি নি, তবে তোকে সাহেব ধ'বে নিয়ে যাবে ।

প্রফুল্ল । আমি মা'কে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই ।

রমেশ । শোন শোন, তুই এ কথা না বল্লে স্বরেশের মেয়াদ হ'য়ে
যাবে, মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্'লে সাহেব বড় রাগ
ক'রবে, স্বরেশকে ক'রে দেবে ।

প্রফুল্ল । ওগো, তুমি আমার সব গয়না দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস,
ঠাকুরপোর জন্তে আমার প্রাণ বড কেমন ক'রছে, আমি মিছে কথা
বল'তে পারবো না, ঠাকুরণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে
নরকে যায় !

রমেশ । তবে স্বরেশ জেলে যাক ।

প্রফুল্ল । না গো, তুমি নিয়ে এস ।

রমেশ । আমার কথা শুনবি নি ? আমি তো'র স্বামী, মা তোকে
শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্'তে হয় ।

প্রফুল্ল । আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি ।

রমেশ। খবরদার ! কেটে ফেলবো, দূর ক'রে দেব। শোন, যা শিখিয়ে
দিলুম ব'লিস তো বলবি, নইলে আর মুখ দেখবো না।

প্রফুল্ল। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

বাদবের প্রবেশ

বাদব। ও কাকাবাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধরিয়ে দিয়েছ ?

ও কাকাবাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমেশ। চোপ !

বাদব। না কাকাবাবু, আব বলবো না কাকাবাবু, ঘাট হ'য়েছে কাকা-
বাবু, ও কাকীমা, তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আনতে বল না ?

রমেশ। যেদো, এখান থেকে বেরো।

বাদব। যাচ্ছি কাকাবাবু, যাচ্ছি।

বাদব ও প্রফুল্লের প্রস্থান

ষোগেশের প্রবেশ

ষোগেশ। ভালো মোর ভাই বে। চাঁদ বে ! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর
ফেল ক'বেছিল !—কি অবিচার—কি অবিচার ! এতদিন যে বাড়ীটে
শ্রাশান ক'রতে পারতে। সুরেশকে জেল দাও, যেদোর গলায় পা
দাও, আমার জন্ত ভেব না—আমি মদ খেয়েই থাকবো।

রমেশ। কি মাতলামো ক'রছো ?

ষোগেশ। সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিঙ্গ ! ও দেরি না, দেরি না,
শুভকর্মে বিলম্ব না, যেদোর গলায় পা দাও ; আর বুড়ো মাকে
চালকুম্ভী কর, আর মা আমার রত্নগর্ভা,—একটি মাতাল, একটি
উকিল, একটি চোর।

রমেশ। মাতলামোর আর জায়গা পেলো না !

রমেশের প্রস্থান

ষোগেশ। যেদো, ধব্ব ধব্ব তোর কাকাবাবুকে ধব্ব।

ষোগেশের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটার সম্মুখ

মদন ঘোষ

মদন। বনাত্ বনাত্। ক'নে ছুটেছিল, সবই হ'য়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না। বনাত্ বনাত্। আব কি ক'ববো! দিন দিন ঘোঁবনটা ব'য়ে গেল, কি ক'ববো। বনাত্ বনাত্। ও বাবা, আবার পাহাবাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

জগমণি ও ক'দালীচরণে। প্রবেশ

জগ। কি বব, আমায় চিন্তে পারছো না? অমন ক'দছো কেন, আমি যে ক'নে।

মদন। তুমি ক'নে, না পাহাবাওয়ালা? তোমাব সঙ্গে কে, উটিও কি ক'নে?

জগ। ও ক'নে কেন? ও পুরুষাত্মক, ও আমাব—

মদন। ও কি তোমাব বড দিদি?

জগ। হ্যা, একটা কথা বলি শোন।

মদন। হ্যাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে-মন্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন? শোন না—

মদন। তবে যে, তোমাব দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন। ও আমার মাসভৃতো ভাই।

মদন। মেসো, না বোনপো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব।

মদন। না, যেও না, যেও না, কি জান, বংশরক্ষা—কি জান বংশরক্ষা—

কাকালী। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা ব'লছে, শোন না।

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল। বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি ক'নে চাও একটি কথা বলতে হবে, এই কথা—তুমি
যে ছিলে, তুমি দেখেছ যে চিঠি ছিঁড়ে নোট বার করে নিয়েছে।

সাহেব যখন জিজ্ঞাসা ক'রবে, তুমি ব'লবে যে চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদন। ও বাবা, সাহেব!

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আসবে।

মদন। ও বাবা। আমি না—আমি না—

জগ। শোন না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্ছে কেন?

মদন। দোহাই জমাদার সাহেব। আমি না—আমি—

মদন ঘোষের প্রস্থান

কাকালী। জগা তোর যেমন বিদ্রোহ, পাগ্লার কাছে এসেছিস সাক্ষী
কর্তে, দেখ্ দেখি, কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সামনে
তো ক

জগ। তোর মতন গাধা শূওর আর জন্মায় না, যদি পাগলাটাকে দে
বলাতে পারতুম, তাহলে ম্যাজিস্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল দেখিন?
যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কে বাবা তোমরা যুগলে। তোমরা কি রমেশ ভায়ার
ইষ্টিদেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে,
প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাও; যেও না, যেও না, যেদোকো এনে দিচ্ছি,
আছড়ে মার।

সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গভাঁক পুলিশ কোর্ট

ম্যাজিস্ট্রেট, ইন্টারপ্রেটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোন্ধার,
গীতাম্বর, জমাদার, কন্স্টেবলগণ, পাহারাওয়ালাগণ
ও কোর্ট-ইনস্পেক্টার ইত্যাদি

পাহারা। এই চোপ্‌রাও, চোপ্‌।

ইন্টার। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোন্ধার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী—

পাহারা। স্কলস ও'ই আসাম—শিউলক্ষ্মী বেওয়া আসাম—

১ম উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ দি ফার্স্ট প্রিজনার (I appear for the first prisoner)।

২য় উকিল। আই ফর্ দি সেকেন্ড প্রিজনার (I for the second prisoner)।

৩য় উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ শিবনাথ (I appear for Shivanath)।

জমা। খোদাবন্দ! ঘরসে বাক্স তোড়কে আসামী সুরেশ মাকড়ী
চোরি করুকে অন্নদা পোন্ধারকে দোকানমে বেচা।

ইন্টার। ব্রেকিং বক্স, ষ্টিলিং ইয়ারিং (Breaking box, stealing ear-ing)—

ম্যাজিস্ট্রেট। আই আণ্ডারস্ট্যান্ড (I understand)।

ইন্টার। গাওয়া লে আও—

ধর্মতঃ অক্লীকার করিতেছি—

রমেশ। ধর্মতঃ অক্লীকার করিতেছি, বাহা বলিব, সব সত্য, সত্য ভিন্ন
মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইন্টার। কি নাম?

রমেশ। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুবেশ। মেজদা, মিথ্যা হলণের প্রয়োজন নাই। আমার সাজা দেওয়াবেন দেওয়ান, আমিই স্বীকার ক'বে নিচ্ছি। ধর্ম-অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাক্সতে এই মাকড়ীগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে এ মাকড়ীগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলাম।

রমেশের প্রস্থান

পীতা। হুজুর, ধর্ম-অবতার! আমরা একটি আরজি শুনেতে আজ্ঞা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট। টোম কোন চায়?

ইন্টারপ্রেটর ও ম্যাজিস্ট্রেটের কানে কানে কথা

ও ইজ ইট (Oh is it) : কা' আরও বোলে।

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। তাঁর ভাজ, রমেশবাবু'র এই মাকড়ীগুলি তাঁকে দেন, কিন্তু তাঁর ভাজকে মাফী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। হানি চূরি করেন নি, মাকড়ীগুলি তাঁকে দিয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, রাউ-জরুক' গাওয়া দেও।

সুবেশ। হুজুর, ধর্ম-অবতার, আমার নিবোধন শুভেন, আমার ভাজ আমার দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসছি, আমার বখা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমার সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরান লোক, আমার মায়ায় মিথ্যা কথা বলেছে। ধর্ম-অবতার, আর একটি আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরির দাবী হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। ইয়ংমান, ইউ উইল বি পানিশ্ড ফর ইণ্ডর কন্ফেশন্।

(Young man, you will be punished for your confession)।

ইন্টার। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

স্বরেশ। সাজা হয় হ'ক, আমার মৃত্যুই শ্রেয়। যখন আমাব ভাই
আমায় মেয়াদ দেবার জন্ত মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, না না—হেল্প কন্তে
প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ জেনে দাদা মেজদাকে বারণ করেন
নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝতে পাবছি, যে আমিই ঘরের
কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা
জানেন না,—মা আমার সাবিত্রী। আমার দাদা সাক্ষ্যে সদাশিব!
বড ভাজ অন্নপূর্ণা। ছোট ভাজ সরলা সোনার প্রতিমা। মেজদা
উকিল, আমি নিগুণ, আমার দূর হওয়া উচিত।

১ম উকিল। হি ইজ স্পিকিং আণ্ডার পুলিশ পারসুয়েশন্ (He is speaking under police per-nation)।

ম্যাজিস্ট্রেট। নো হেল্প, আই হ্যাভ ওয়ার্ড হিম (No help, I have warned him)। টুমি যাহা বলিটেছ ফিরাইয়া না লইলে
টোমার সাজা হইবে।

স্বরেশ। ধর্ম-অবতাব! সাজা দিন, এই আমার প্রার্থনা। আমার মত
নরাধমেব চোব ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়াভিন্ন আর কি হতে পারে?
আমি একজন পোন্দারকে মজাতে বসেছি, আমাব নির্দোষী বন্ধুকে
মজাতে বসেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

ম্যাজিস্ট্রেট। নোট চুরির কথা কি বলা?

জমা। ঠক্ক কুচ গাওয়া নেই হ্যায় খোদাবন্দ।

স্বরেশ। ধর্ম-অবতাব! এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী। যে বন্ধু আমায়
মুখ থেকে খাবার দেয়, তাকে আমি নীচাশয় নরাধমের কাছে
নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। টোমার পোনের ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাগার
হইল। মিস্টার পিয়ারসন, আই ডিসচার্জ ইয়োর ক্লায়েন্ট (Mr,
Pearson, I discharge your client)।

ওয় উকিল। থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ারশিপ (Thank your worship)।
ম্যাজিস্ট্রেট, ইন্টারমেটার ও উকিলগণের প্রস্থান

জমা। তোম্ এমা বেকুব, যাও জেলমে যাও।

শিব। জমাদার সাহেব দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাব বন্ধুকে একবার দেখি।
স্ববেশ, ভাই, তোমার এই দশা হ'লো! তুমি সদাশয় আমি
জান্তেম, কিন্তু তুমি যে বন্ধুর জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও
আমি জানিনি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখলেম; তোমার
বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে তুলব না, আর যদি পারি এ ঋণের এক কণাও
শোধবার চেষ্টা পাব। স্ববেশ, ভাই, একবার কোল দাও। আমার
কোন গুণ নেই, তোমার কিছুই দিতে পারব না, কিন্তু একথা
নিশ্চয় জেন'বে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয় আমি
এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটিব থাকে—আধখানি তোমার,
যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব। যদি
এক মুঠো অন্ন থাকে—আধমুঠো তোমায় দেব। ভাইরে, আমি
বুঝতে পেরেছি তোমার ভাট-ই তোমার শত্রু! কিন্তু দাদা আজ
থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর।

পাহারা। চল! চল! হাতবড়াও মৎ!

জমা। আরে রহো রহো—

স্ববেশ। শিবনাথ আমার একটি অনুরোধ রেখ—আমার মত লোকের
কুলজ ছেড়ে সৎ হও, লেখাপড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও।
আমি আমার বুড়ো মা'র নুকে বজ্রাঘাত করে চ'ল্লাম, কুলে কলঙ্ক
দিলেম! তুমি ভাই তোমার মাকে সঙ্গুণে স্তম্ভী ক'রো। যদি কখন'

আমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও, কখন, আমার ছায়া
মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বারবার আমায়
শোধরাবার চেষ্টা ক'রেছেন, আমি নির্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি
নি ; আমার এক অহুবোধ, তোমার মাকে এক একবার আমার
বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা
করেন, মেজকে বুঝিয়ে বলেন, তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের
দোষে লাজা পেয়েছি। সে অন্ন-জল পরিত্যাগ ক'রবে, তোমার মা
যেন তাঁকে ভোলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠবে, কেউ
দেখবার লোক থাকবে না, পার যদি এক একবার যেনোকে আদর
ক'রো। ভাই, বিদায় দাও। জনাদার সাহেব, নিয়ে চল।
পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি গুহাতে গাবুবো না, তুমি এ অকর্মণ্যের
জন্তু কেঁদ না।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক

পীতাম্বরের বাসাবাটির সম্মুখ

কান্দালী ও পীতাম্বর

কান্দালী। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন ক'রেছি, সেই দিন
অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হ'য়েছে ; আপনি অতি সজ্জন
প্রকাণ্ড অস্ত্র ।

পীতা। মশায়ের আমার নিকট প্রয়োজন ?

কান্দালী। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্য জ্ঞান আঁ
একান্ত হৃদয়লিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট ।

পীতা। ম'শায়ের কিছু আবশ্যক আছে কি ?

কান্দালী। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজসম্মান আপনার ঘরে বিচলা হন
পীতা। যে আজ্ঞে, তাহ পব ?

কান্দালী। আপনি তো বহুদিন—বহুদিন বিষয়কাৰ্য ক'রে মাথার কে
অসিত ক'রুলেন, এখন যাতে আপনি খোস মেজাজে নিকরদে
কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ ক'বে প্রদেশে গিয়ে ব'সতে পারেন, আর নিকরদে
কাল কবলিত হন, তার উপায় আপনাকে উদ্ভ্রান্ত ক'তে এসেছি

পীতা। কি উপায় 'উদ্ভ্রান্ত' ক'রুলেন ?

কান্দালী। আপনি আপনার ভবনে পর্যবেক্ষণ করিতে প্রস্তুত ?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে ব'লছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন

কান্দালী। উত্তম উত্তম, আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত ক'রছি ; আপনাকে
আমি পাচশত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি ।

তা। প্রাপ্ত করান।

দালী। উত্তম উত্তম, কিন্তু পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অম্নি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটি কার্য ক'রতে হবে, কোন কষ্ট নাই।

তা। কি কাজটা শুনি?

দালী। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনাব প্রতি আডগে হ'য়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

তা। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

দালী। বুঝবেনই তো—বুঝবেনই তো, আপনি অতি অগ্র।

তা। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

দালী। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার মহিত প্রবঞ্চনা ক'বেন না, আমার কথা সর্বদাই অনটন পাবেন।

তা। কাজটা কি বলুন না?

দালী। আপনি আপনাব প্রদেশে গবেষণা করুন, আর কিছুই না জায়গা-জমি কিছুন, ভোগদখল কবিত্তে রহুন।

তা। কথাটা তো এই, যোগেশবাবুকে ছেড়ে চলে যাই। তা হচ্ছে না, আমি তাঁব পরিবারকে দিগে নানিশ রুজু করাচ্ছি। বগেশ-বাবুকে ব'লবেন,—কিছু না পানি তাঁব জম্মুরি জাগি আদালতে প্রকাশ ক'বে দিচ্ছি।

দালী। এই কথাটি আপনি অবিভীষিকার মতন ব'লেন।

তা। অবিভীষিকা কেন? যোবতব বিভীষিকা সাম্নে দেখছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়।

দালী। এ কার্যে আপনার লাভ কি?

তা। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা ক'র্ব্বো, দুর্জনকে সাজা দেব।

দালী। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি ‘পর্যবেক্ষণ’ করুন, ‘পর্যবেক্ষণ’ করুন, এখানে মতল খাটবে না।

কাকালী। ম’শায়, মোচড় দিচ্ছেন মিছে, আর বাড়বে না, যে টাক মকদমায় পড়তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশে একশো বলেন, তাতে আটক থাকবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ্ ব্যাজ্ কচ্ছেন, চ’লে যান না।

কাকালী। তুমি তো নেহাৎ নির্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড় ?

পীতা। আরে কোথেকে এ বালাই এল। ভাল চাও তো বেবিগে যাও ; দুর্গা দুর্গা সন্ধ্যা-বেলা।—

কাকালী। আচ্ছা চল্লম, দে’খে নেন উকীলের সঙ্গে লেগেছ, শেষট বুঝবে। সিভিল—ক্রিমিনেল (Civil—Criminal) দুই বক স্যুটে (Suit) মারা যাবে।

রমেশের প্রবেশ

রমেশবাবু, ইনি বেগোড ক’রতে চান।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি কি ক’রে বেডাচ্চ ? শুনছি নাকি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিশ করাবে ? তুমি যে মার চেয়ে দয়াদী দেখতে পাই, দাদা মদে-ভাঙ্গে সব উড়িয়ে দিক্, তারপর ছেলেটা পথে বসুক

পীতা। ম’শায় খাব বিষয়, সে ওড়াবে, আপনি কেন কিরিয়ে দিন না।

রমেশ। কিরিয়ে নিতে চাও, নাও, ওয়ান থার্ড পাবে বৈ তো না। আ’ রিসিভার অ্যাপয়েন্ট (Receiver appoint) ক’রেছি, যেদো সাবাল হ’লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো, কিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভা’ আমি আদালতে জানাব। আপনি অতি দুর্জন, নইলে ভাই’ মেয়াদ খাটান !

শ। শোন, কাকালী শোন! আমি দুর্জন বটে ?

।। রমেশবাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড়ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এল, তাকে দরওয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দিলেন না।

।। তোমার এমনই আক্কেলই বটে, বাড়ীর ভেতরে মাত্লামো ক'রবেন, আর আমি কিছু বলবো না? আর বাড়ীতে গুর অধিকার কি? উনি তো কন্ভে (Convey) ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার ক্লায়েন্টস্ বিহাফে (Client's behalf) দখল ক'রেছি।

ত। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কন্ভে (convey) হ'য়ে গেল ?

মশ। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল ? তোমার নামে ডিফামেশন স্যুট্ (defamation suit) হ'তে পারে। রেজেষ্টারি অফিসে মর্টগেজেব কপি দেখে এস, বারবার হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

।। আপনার সঙ্গে আমার তকের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি ক'রবো !

শ। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝ।

।। আর বুঝতে চাই নি ম'শায়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পারবো না, আমিই চল্লুম।

রমেশ। পীতাম্বর শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

ত। আপনি নরাধম।

পীতাম্বরের প্রস্থান

কাকালী। আপনি এর এত খোসামোদ ক'রছেন কেন? শুন্ছি তো

আপনাদের বড়বো আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন, এখন তো আপনার দখলে সব, দখল ক'রে ব'সে থাকুন, তার পর যা হয়

হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজনা সেধে আদায় করুন, দখল থাক্। আপনার দাদার দক্ষা নিশ্চিত করুন, তিনি দিনরাত খাচ্ছেন। এক নাবালক, আর, বৌ। এক পীতাম্বরকে যে হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জাতি দিয়ে ওব দেশে এক মামলা কুজু ক'রে দিন। আমি খবর নিয়ে ওর জাস্তুতো ভায়েকের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমেশ। যা হয়, এক রকম করতে হবে।

উত্তরের প্র

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সি জেল

কয়েদিগণ, হরেশ ও মেট

ম কয়েদী। কীদছো কেন ? ছ'টা বছর দেখতে দেখতে যাবে। এই
আমি পাঁচ বছর আছি, দিনকতক একটু ক্লেশ, তার পর স'য়ে
যাবে, আমার মত মোটা হবে।

য় কয়েদী। ওরে, ও শালার আটদিন হ'য়েছে।

য। দে শালার মাথায় টাটি, দে শালার মাথায় টাটি।

মেট। তুই শালা, কি হ' ক'রে দেখছিস্ ? পাথর ভাঙ।

হরেশকে প্রহার

হরেশ। উঃ মা !

মেট। হাঁঃ হাঁঃ। এখানে মাও নেই, বাপও নেই, ভাঙ্গ শালা ভাঙ্গ
পাথর, জোরে যা দে, এই কাঁড়িটা সাবাড় ক'তে হবে।

হরেশ। ও ভাই, আর যে পারি নি, হাতে ফোসকা হ'য়েছে।

য় কয়েদী। ওরে, ওরে, গোপালের হাতে ফোসকা হ'য়েছে, হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ।

ম কয়েদী। তোর অন্ধকগুলো যদি ভেঙ্গে দিই, তুই কি দিস ?

হরেশ। আমার ঠেঙে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে ব'ল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে, ঘর
থেকে টাকা আন না, যোগাড় করে হাঁসপাতালে থাক না।

হরেশ। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব ?

মেট। তার যোগাড় করুছি। আমায় ষোলটা টাকা দিবি, তারপর
এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়তে পারিস্, কি
মজায় থাকবি, তা বুঝতে পারবি। শস্তরবাড়ী তো শস্তরবাড়ী—

মদ খাও, গাঁজা খাও, যা খুশি কর, আর যদি ভদ্র-আনার জাি
কর, পাথর ভাঙো ; আর মেটের বেত খাও ।

টারনকি (Turnkey), রমেশ ও কাঙ্গালী প্রবেশ

টারনকি । এ আসামী, তোমরা উকিল আয়া হায় ।

স্বরেশ । মেজদা, আমায় কি এমনি ক'রে শাসিত ক'ন্তে হয় ? আমা,
বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল !

রমেশ । চূপ ক'রে কথা শোন, তুই যদি কথা শুনিস তো আমি কানই
খালাস ক'রে নিরে যাই ।

স্বরেশ । আমায় যা ব'লবে শুন্বো, আমি রোজ জ্বলে যাব, আর বাড়ী
থেকে বে'রব না ।

রমেশ । দেখিস, খবরদার ।

স্বরেশ । না মেজদা, দেখো; আর আমি কখন কিছু ছুইমি ক'রবো না ।

রমেশ । আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোকে
ছাড়িয়ে নিতে হবে । কৌন্সুলির টাকা ষোগাড় ক'ন্তে হবে, সই
কর ।

স্বরেশের সহকরণ

রমেশ । কাঙ্গালী, কোথায় গেলে ? সাক্ষী হও ।

স্বরেশ । দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙ্গালী কেন ?

রমেশ । সাক্ষী হবে ।

স্বরেশ । কিসের সাক্ষী ? র'সো, যাতে কাঙ্গালী আছে, তাতেই
অবগ্ৰহি জুচুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছে, বোধ করি, ট্রান্সপোর্ট
(Transport) দেবার চেষ্টা ক'রছো ।

রমেশ । না না, কাঙ্গালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস নেই নেই । দে
আর একজনকে সাক্ষী করবো এখন ।

স্বরেশ । আগে তুমি বল এ কিসের লেখাপড়া ?

মেশ। আর কিছু না, তোর বখরা বাঁধা রেখে টাকা তুলতে হবে।

সেই টাকা কোন্সুলিকে দিয়ে আপীল করবো।

মেশ। আমার বখরা কি ?

মেশ। তুই জানিস্ নি, দাদা আমাদের ছ'ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় করেছে, এ বিষয়ে তোরও বখরা আছে, আমারও বখরা আছে।

মেশ। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন ! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা, আমরা ক্রমে চক্ষু খুল্ছে, তোমায় কান্দালীব সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক চক্ষে দেখছি, আমি এখন বুঝতে পারছি যে, তুমি আমায় শোধরাবার জন্তে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন দিতে পারে না ; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুতেও দ্বৈশ না। আমি এখন ভাবছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে ? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে ? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে ? বড়বৌকে কি ব'লে বোঝালে ? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র করে আমায় জেলে দিয়েছ। তুমি আমাব ভাই নও—শত্রু ! বোধ হয়, দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে পড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখরা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না ! তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হ'য়েছে ?

মেশ। স্তরেশ, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্ ? দে দে, কাগজখানা দে।

মেশ। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুল্ছে, তুমি আমায় জেল থেকে খালাস ক'র্তে আস নি, আপনার কাজ ক'র্তে এসেছ, আমার বখরা লিখে নিতে এসেছ, কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বখরা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে প'চে মরি, ছাপাস্তর বাই, ফাঁসী বাই, সেও স্বীকার—তবু যে কান্দালীর বন্ধু তাকে আমি বখরা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও

কি ভয়ঙ্কর তোমার মনে আছে ! পরমেশ্বর জানেন; দাদার কি সর্বনাশ তুমি ক'রেছ ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুঁ পাবে না।

রমেশ। স্বরেশ, ভাই তুমি কি শোন নি, যে আমাদের সর্বনাশ হ'য়েছে ব্যাক ফেল হ'য়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই—

স্বরেশ। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ। দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই—তোমরা কৃতী ! আব আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজগার করিনি, আমার সহীয়ে টাকা পাবে ? মেজদা, তুমি আমা চেয়ে মিথ্যাবাদী। আমার চেয়ে কেন, বোধ করি কাঙ্গালীর চেয়ে মিথ্যাবাদী ! তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য !

কাঙ্গালী। বাবাজী, অবুঝ হয়ে না, অবুঝ হয়ে না,—তোমার দাদ তোমার ভালর জন্তে এসেছে।

স্বরেশ। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আবার ভালর জন্ত পুলিশে নালিস করে ছিলেন, আমার ভালর জন্ত আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার করে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্ত মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন আমার ভালর জন্ত জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্ত বথরা গির্দে নিতে এসেছেন—আর ভালর কাজ নেই। আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেললাম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত !

রমেশ। তবে জেলে প'চে মরু।

স্বরেশ। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে,—জোচোর, জোচোয়ের বন্ধু ! জেগে জুটবী ক'ন্তে এসেছ ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান ?—আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি।

রমেশ। আমার কথা হ'য়েছে, একে নিয়ে যাও।

রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

টারনকি। চল্ রে চল্।

মেট। খাট না শালা, ন'সে রয়েছিস্ ? (স্ববেশকে প্রহার)

স্ববেশ। ও মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না ! (মুছ'ল)

ডাক্তারের প্রবেশ

মেট। বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠছে।

ডাক্তার। ইস্। তাই ত, হাসপাতালে নিয়ে যাও

স্ববেশকে কইয়া মেটের প্রস্থান

টারনকি। খানেকা ঘণ্টা ছুয়া, চল্—লাইন্ হো !

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাকুল্লারা ও পীতাম্বর

উমা। পীতাম্বর, তুমি সত্য বল, আমার স্বরেশের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি ? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাতে বুক ধড়ফড় করে, মন ছ ছ করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান স্বপ্ন দেখি, কত কি তোমায় কি বলবো, পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো ?

পীতা। গিন্নী মা, তোমায় বোঝাতে পারলেম না বাছা, আমি কষ্ট দিয়া গেলে ব'লেম, তবু তুমি বিশ্বাস ক'রবে না ? পুলিশ থেপে খালাস পেয়েই বেলগাভী চ'ড়ে মার দোড়। আমি কত বোঝানো যে গিন্নীমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বললে যে,—‘না’; সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ ক'রে বেরিয়ে গেল। ন'দে শান্তিপুরে যে মেলা আছে, সেহ মেলা দেখে আসবে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগগির তাকে নিয়ে এস। তা'র যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আব বাচবো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নীমা কি বলে ! আমি লোক পাঠাই নি গা। বড় বোমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি ; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে মেলা হবে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আসবে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তার পর পনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি গিন্নীমার কথা! সে নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা বাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমার বাড় বাড়ন্ত হ'ক্, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমার একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের স্বরেশ। মেজটা হবার পর ন'বছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার বছর অবধি দস্তি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে ছুরন্ত হ'য়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না ব'সলে আজও খেতে পারে না। স্বরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি বেতে উঠে উঠে দেখে আসি, সেই স্বরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি, আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে। পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটি রাখ, একবার আমার দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ 'তারে' খবর লিখি, যদি না আসে, কাল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান ঝগড়াট প'ড়েছে, আমার মাথা চুলকোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা তুমি না যেতে পাব, একজন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে, তুমি এখন পুজো করগে।

উমা। বাবা, পুজো করব কি। পুজো কত্তে বাই, স্বরেশকে দেখি, খেতে বসতে বাই, স্বরেশকে মনে পড়ে; চোখ বুজতে বাই স্বরেশকে দেখি। ই বাবা, স্বরেশ আমার আছে তো, সত্যি বলছি? ই বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ ক'রছে কেন? তবে বুঝি আমার স্বরেশ নেই।

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরথী হয়। চোখে বালি পড়েছে, চোখ ছল্ ছল্ ক'রছে—

উমা। বাবা, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয় ; যোগেশের কাছে ভয়ে বাইনি, সে আমার দেখলে নিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বোমা কথা চাপা দেয়, আমি আর ভাবতে পারিনি। বাবা, আমি কি কুন্ধেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলাম। কেন আমি যোগেশকে ব'লুম যে রেজিস্টারী ক'রে দে! আমার ধর্মভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর ব'লবে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি আবাগী ওই সর্বনাশের গোড়া, যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তাহলে কি মেজটা স্বরেশকে ধরিয়ে দিতে সাহস ক'ত? আহা! বড় বোমা কচি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে এল, দুধের বাছা কিছু জানেননা, বলে, “মা, আমরা বাভা ছেড়ে কেন যাব?” গোবিন্দজী কেন আমার এ মতি দিলেন? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম খোয়াতে ব'ল্লেম। আমি আজন্ম তামাসা ক'রে শুঁ গিথ্যা কথা বলি নি, মা হ'য়ে কেন কালসাপিনী ত'লেম? ধর্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল! আমার ধর্মের সংসারে পাপ সঁধিয়েছে—তাই বাছা আমি স্থির হতে পারছি নি। ভাল মন্দ যা হয় একটা সত্যি কথা বল, তার কি মেয়াদ টেয়াদ হয়েছে? পীতা। দেখলে সেদিন কালীঘাটে পুজো দিয়ে এলুম, মেয়াদ হয়েছে—মেয়াদ হলে কেউ পুজো দেয়? তোমার যেমন কথা, এ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রা তদিন ব্যাগ্ ব্যাজ্ ক'বুবে কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়? এখন তে বাপু কথা হ'য়ে গেল, কাল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা?

পীতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! ভাল যন্ত্রণা! এ বুড়ী ম'বুবে কবে গা?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি বে, মরণ হ'লেই বাঁচি!

পীতা। ম'রো এখন, এখন পুজো করগে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস।

উদাহরণীয় প্রবান

জানদার প্রবেশ

জানদা। পীতাম্বর, কীদছো কেন ?

পীতা। বড়মা গো, বুড়ীর কথা শুন্লে পাষণ ফেটে যার। মাগীকে ধ'ম্কে ধাম্কে তাড়িয়ে দিলুম। খায় দায় তো ? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না। এ দশটা দিন কি ক'বে কাটাই ?

জানদা। বাছা, আমি যে কি ক'রবো, কিছু ভেবে পাই নি, একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো ছুটি চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়ফড় করে, কখন নিঃশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে-জলে দিষ্ট, পুরাণ ঘি মালিস করি। একটু নিথর হ'য়ে থাকলে, আমি গনে করি ঘুমলেন, তা নয়, সেটা আমার ভুলোনো যে ঘুমুচ্ছেন ; আমার ঘরের দোবে এসে দেখি যে নিঃশ্বাস ফেলছেন—কীদছেন।

পীতা। তাই তো বড়মা, কি হবে ? দশটা দিন কি ক'বে কাটবে ? আমি ত বাপু বড় বড় কৌশলিনিকে কাগজপত্র দেখালেম, আপল হবে না।

জানদা। হ্যাঁ বাবা, পাথরভাঙ্গা মোকুব করাতে পারলে না ?

পীতা। কই আর পারলেম ? চাব হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা-বেষ্টা বলুম, কিছুই তো ক'ত্তে পারলেম না ! হুঃথের কথা কি বল'বো, জমাদাংয়ের ঠেঁয়ে শুনলেম, কে উকীল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকীল আব কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জানদা। সে কি ! সে কি চণ্ডাল ? তুমি আরও টাকা কবলাও, যে ডব্কা ছেলে, পাথর ভাঙলে বাঁচবে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম। আর তো টাকা হাতে নেই মা। মাগো তুমি গয়না খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল ! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি ব'লেছে যে ঝুটো গয়না।

জ্ঞানদা। আমার আরও গয়না আছে, তোমায় দিচ্ছি, যেদোর ভাতের গয়না আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয় তা দিতে হবে না; একটা খবর পাচ্ছি—
জ্ঞানদা। কি খবর বাবা?

পীতা। সেটা এখন পঁচকান করবেন না, বোধ হয়, ব্যাক থেকে টাক ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদা। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরী ক'রো না, যাতে পাথরভাঙ্গা মোকুব হয়, আগে কর, আমি গয়না পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা, তোমায় বলবো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশি, কিং তোমার সামনে আমি একদিনও বেকুই নি, আজ আমার ইচ্ছে ক'রছে, জেলদারোগাব পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ও'র চেয়ে স্বরেশের জালা বড় হ'য়েছে।

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট ক'রে খেয়ে নিই।

পীতারের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

জ্ঞানদা। মেজবৌ, কি ক'রে এলি? পালিয়ে আসিস্ নি তো?

প্রফুল্ল। না দিদি, আমার পাঠিয়েছে, ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আনবে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানদা। মা যাবে কি লো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজে সই করলেই হয়; ও উপর নাকি বেগে আছে, যদি ওর কথায় সই না করে, মা সই করে ব'লেই সই ক'রবে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আসবে। দিদি গে তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্তে মন কেমন করবে গো! ছাই খেয়ে কেন মাকড়ী দিয়েছিলেম গো!

জ্ঞানদা। কাদিস্ নি, কাদিস্ নি, চূপ কর, মা শুনবেন।

প্রফুল্ল। মাকে বলবো না?

জ্ঞানদা। না, না, খবরদার বলিস নি।

প্রফুল্ল। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আসবে?

জ্ঞানদা। মা শোনে নি, তার জেল হ'য়েছে, শুন্লেই ম'রে যাবে।

প্রফুল্ল। মা ম'রে যাবে! ভাগ্‌গিস দিদি তোমায় ব'লেছিলেম; আমায়

চুপি চুপি মাকে বলতে ব'লেছিল, তোমায় বলতে বারণ ক'রেছিল,

না দিদি, আমায় ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে; আমায়

ভুলিয়ে রাখতো—আজ আনবো কাল আনবো; আমি কাল পবন্ত

ছ'দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস ক'বে রইলাম। আমায় ব'লে,

ঠাকুরপোকে এনে দোব, তবে আমি বেরিয়েছি—এখন' কিছু খাই

নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে মরবো। দিদি, মাকে তেল

মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখতে পাই নি, যেদোক দেখতে পাই

নি, তাতেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখলে আমি বাঁচবো না।

জ্ঞানদা। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল! আপনার জীব সঙ্গেও

প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলাম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি

দিয়ে থাকতো, জ্বী-পুত্রের মুখ দেখতো না, সেই এসে কি জন্মেছে?

এ কারুর নয়।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি ও'র নিন্দা ক'রো না, মা যে বলেন ও'র নিন্দে

শুনতে নেই। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞানদা। তুই খাবি আয়, ঠাকুর পাকে আনতে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়িতে যাবে? ও

আমায় বাপের বাড়ি না পাঠিয়ে দিলে, আমি তোমাদের আসতে

দিতুম না, দেখতুম দেখি, কেমন ক'রে আসতে। আমি যেদোক

কোলে নিয়ে যাবের ছ'টো পা জড়িয়ে ব'সে থাকতুম।

জ্ঞানদা। আর যাব কেমন ক'বে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে,
আর কোথায় যাব?

প্রফুল্ল। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে ব'লে, তোমরা চলে
এলে,—ও কি সব মিছে কথা নয়? তবে আমি ওর কথা শুন'বো
কেমন ক'রে? মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি
ক'রে শুন'বো—মিথ্যা কথা কি করে শুন'বো? দিদি, আমি খাব
না, কিছু করবো না। আমি ম'রবো।

জ্ঞানদা। না, তুই খাবি আয়, আমরা আবার সে বাড়িতে যাব।

প্রফুল্ল। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন ক'রে?

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো' হয়, তোমাদা ক'চ্ছিলেন।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ ক'য়া, ওঃ বল। দিদি আমি এখন খাব না, আমি মাকে
ওল মাথিয়ে 'দয়ে খেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞানদা। মা'ব এখন ঢের দেবি, তুই আয়।

প্রফুল্ল। না দিদি তোমার পায়ে পাড়, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—
ও মা! বট'টাকুর আসছে। দিদি, খেদোকে পাঠিয়ে দাও।

প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ

যাদব। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আসবে, বল না? বাবা, আমার
মন কেমন ক'চ্ছে, বাবা।

যোগেশ। তুই স্কুলে যাস নি?

যাদব। না বাবা, আনি পড়া ভুলে যাই, মাস্টার ম'শায় মারেন, ছোট কাকা-
বাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না, বল না বাবা, কখন আসবে?

যোগেশ। রাত্রে আসবে।

যাদব। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে
কেঁদে উঠি। আমায় ভয় করে বাবা, ও বাবা, কান্দছো কেন বাবা?

জ্ঞানদা । ও যেদো, তোর কাকীমা এসেছে যে ।

যাদব ছোটিকাকাবাবু ?

জ্ঞানদা । সে রাত্রে আসবে ।

যাদব । আমি আজ শোব না মা, আমি দেখবো মা !

জ্ঞানদা । তা দেখিস্, তোর কাকীমায় সঙ্গে থাকি' যা ।

যাদব । কাকীমা কাকীমা—

ব দবের প্রস্থান

যোগেশ । মেজবৌমা এসেছেন ?

জ্ঞানদা । হ্যা, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন । মতলব ক'রেছেন মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেয়ে কি মই ক'রবে নেবেন ।

যোগেশ । এই কথা বলতে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিথিয়ে পড়িয়ে ত'থের ক'রেছে নাকি ?

জ্ঞানদা । রাম রাম, এমন কথা মুখে আন ? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নেই । ঠাকুরপো ! বন্ধ 'ও তিনদিন থাক নি । ছেলেমানুষ, ব'ঝিয়েছে ঠাকুরপো আসনে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ব'লতে এসেছে ।

যোগেশ । তু'ি জ্ঞান না, জ্ঞান না, ছেনেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে ।

জ্ঞানদা । ছি ! এমন কথা মুখে আন ? আবার সকালে শুরু ক'রেছ নাকি ?

যোগেশ । উঃ ! সব ভুলতে পারছি, স্বপ্নেটাকে ভুলতে পারছি নি ।

জ্ঞানদা । তা স্বপ্নেশের একটা উপায় কব ।

যোগেশ । কি উপায় ক'র্বো ? আমা হ'তে কোন উপায় হবে না ।

পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক ।

জ্ঞানদা । ছি ছি ! কি হ'লে ?

যোগেশ । কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জান ।

জ্ঞানদা । ভগবতি ! তোমার মনে এই ছিল মা !

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—গুঁড়ীর দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীঘর

১ম ব্যাপারী। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল ?

২য় ব্যাপারী। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক। পুত্রশোক নিবারণ হয়,
টাকার শোক যায় না।

১ম ব্যাপারী। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা ব'লে সত্তি
মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে ? না আমাদের ঠকবার জ্ঞান সাজস ক'রে
এইটে ক'বেছে ?

২য় ব্যাপারী। কি বলবো মশয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধি
কাজ নাই। রমেশবাবু কাল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে
নিতে, আমায় কি না সর্বেশ্বর সাধু খাঁ পেয়েছেন ? দশ হাজার
টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেলবো ? ব্যাক খুলবে সন্ধান
পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে ; জুজুরি মতলবটা দেখ ! “
সাজস, সাজস।

ব্যাঙ্কের দেওয়ানের এবেল

দেও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

১ম ব্যাপারী। আর ম'শয় যে হজুকি দেখিয়েছিলেন।

দেও। আর ভয় নেই হে। আর ভয় নেই।

২য় ব্যাপারী। “আর ভয় নেই” ব'লেই হ'ল, না বাতি জালালেই হ'ল !

১ম ব্যাপারী। ম'শয়, আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ ,
তুনছি নাকি রমেশবাবু সব ফাঁকি দে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন, এ
সাজস, না, সত্য ?

দেও। সাজস না, সত্য, রমেশটা ভারী জোচ্চোর।

২য় ব্যাপারী। কি ক'রে জানলেন ম'শয় ?

দেও। আমি তার পরদিনই যোগেশকে খবর দিতে খাই যে, ব্যাঙ্ক
পেমেন্ট ক'রবে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত ক'রো না। রমেশটা আমার
সঙ্গে দেখা ক'তে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

২য় ব্যাপারী। মদ খাইয়ে ঘেন লিখে নিয়েছে, রেজিস্টার হ'ল কি
ক'রে ? ঠকানও বটে, সাজসও বটে, উনি আমাদের ঠকাত্তে
বেনামী ক'তে গিয়েছেন, শোনেন। ন যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর
উনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন মতলব ক'রেছেন।

ব্যাপারীষয় ও দেওনের প্রস্থান

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্কে
খাবেন আর একটা এফিডেবিট্ ক'রে আসবেন চলুন। আমি
ব'লছি আসবার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আসবেন !

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'তে যাব ?

পীতা। চেকবইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না, একখানা চেকবই নিয়ে
আসবেন, আমাদের দেবেন না। আর রমেশবাবু নামে যে টাকা
জমা দেবার অ্যাডভাইস ক'রেছিলেন, সেইটে ক্যান্সেল ক'বে
আসবেন। আর হাজার দুচার টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন,
দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধে ক'তে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা ক'তে পারবে ? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু

চাই নি, স্বরেশকে ভুলতে পারছি নি ! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে আমি বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধ'রেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা ! কি দুর্ভাগিই ষটলো ! কারে ছু'ছি, আমারই বা কি ? গাড়ি আন, ওখানে ব্যাপারীরা ব'য়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ গাড়িরই বা কি হ'য়েছে, একথানা গাড়ি নেই ?
বোধ হয় সব খড়দায় বেরিয়ে গিয়েছে, আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ি ক'রে নিয়ে আসছি।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। পীতাম্বরবাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুসু দিলে খাটা বন্ধ হয় ?

পীতা। আপনি কে ?

শিব। আমি সেই শিবনাথ ! যাকে স্বরেশ বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলের দোরে ফিরেছি ; কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুসু দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবী হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখছি !

শিব। না পীতাম্বরবাবু, আপনি নিন, আমি মার ঠেসে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছা ক'রে দিয়েছেন।

শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান

ব্যাপারীঘরের পুনঃ প্রবেশ

২য় ব্যাপারী। এই যে যোগেশবাবু ! লুক্কবেন না—লুক্কবেন না, আমরা দেখেছি ! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে ! এমন জুচ্চুরিতে ক'ন্তে হয় ? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর ? আপনি রইলেন বাড়িতে

দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হকের টাকা ডোকার নয়, কারুর তো জুচুরি ক'রে নিই নি।

ব্যাপারীঘরের প্রধান যোগেশ। এই অদৃষ্টে ছিল। রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল। ওদেরই বা দোষ কি? জুচুরি ক'বেছি; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাবো না, চলে যাউ।

একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গীত

মা তোমার এ কোন দেশী বিচার।

আমি কেঁদে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাও না একটু বার।

মদ খেয়ে বেড়ায় মেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,

কোলের ছেলে দেখ লিনি চেয়ে,

আমিও মাত বো মদে মা বলে ডাকবো না আঁহ।

স্ত্রী। কি ইয়ার, আড নয়নে চা'চ্ছ যে? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে?

যোগেশ। যা যা, সরে যা, দেখ কবিস্ নি।

স্ত্রী। স'বে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের দেখেছি—জুচুরির আর জায়গা পাওনি? থাক, আমি চ'ল্লেম।

ইতর স্ত্রীলোকের প্রধান

যোগেশ। থিক্ আমায়। এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমায় জোচ্চার ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাব না, যার যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে! সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি ক'রবো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? থাক—কে কার জন্তু মরে, কে কার জন্তু বাঁচে? যে মরে মরুক, আমার আর পেছ ফেরবার দরকার নাই। যে পথে চ'লেছি, সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান! কিসের লজ্জা?

টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ি, ঘড়ির চেন র'য়েছে ?
(দোকানে প্রবেশ পূর্বক) ভাই, এই ঘড়ি, ঘড়ির চেন রেখে এক
বোতল ত্রাণ্ডি দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব ।

ভুঁড়ী । আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিস বাঁধা রেখে দিই নি ।
যোগেশ । দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও ।

ভুঁড়ী । দাও হে একটা ত্রাণ্ডি দাও । ম'শায়, নগদ খাবার বেলা অত
দোকানে যান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা ? নিন, ভদ্রলোক
—চাচ্ছেন, ফেরাব না, পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে থান গে ।

যোগেশের প্রস্থান

ওরে মস্ত খন্দেরটা, ছ'পয়সার চাট কিনে দিগে যা, তামাক টামাক
বা চায়, দিস্ ।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে

গীত

রাণী মুহিনীর গলি, সবাপের দোকান খালি.

ষত-চাঁও তত পাবে পরসানবে না ।

ঠোকা ক'রে শালপাতাতে, চাট দেবে হাতে হাতে

তেলমাখা মটরভাজা যোগান বেদান ।

রাস্তার গীতাঘরের প্রবেশ

পীতা । কই ছাই গাড়ি তো পেয়েম না ! বাবু কোথায় গেলেন ? ভুঁড়ী

দোকানে ঢুকলেন নাকি ? কৈ না, হেথাতোনেই, বাড়ী চলে গেছেন ।

ভুঁড়ী । ম'শায়, যান কেন ? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে ।

পীতা । দুর্গা দুর্গা !

গীতাঘরের প্রস্থান

১ম মাতাল । আর আবার গাই আর—আবার গাই আর ।

২য় মাতাল । বেশ ! বেশ ! খুব আমোদ হ'বে ।

গীত

চুচ রে হ'রে মদে এলোচুলে কোষর বেঁধে,
হব্ বড়ি তাখাক দেয় সেজে—

(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের নহিত নৃত্য)

বাণের বেটা মূদীর ঘেরে যুড়ুর বেঁধে দেয় সে পায়ে
নাচ পাও বত পার তার কি টিকানা ।

মুদিনীর এমনি কেতা পড়ে থাক যেথা সেথা
জমাদার পাহারা'লার নাইক নিশানা ।

পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ

পীতা । কি সর্বনাশ ! এও দেখতে হ'ল । হাড়ী বাগ্গীদের সঙ্গে বাবু
নাচেন ! বাবু, বাবু, কি ক'চ্ছেন ? আসুন ।

যোগেশ । পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে
না, আমোদ হবে না—

পীতা । ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পরসা দেব, ধ'রে নিয়ে
আসতে পারিস্ ?

মুটে । নেই বাবু, হামি লোক পারবে না, মাতোয়ালা হয় ।

পীতা । ওহে, তোমরা ছ'জন লোক দাও ভাই, বড়মামুষ লোকটা বে-
ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব ।

ভুড়ী । ও সেখো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা !

যোগেশ । নাচ, নাচ, নাচ, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না ।

১ম লোক । চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন ।

যোগেশ । আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন ।

মাতালগণ । আয় আয়, বাবু ডাকছে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে ।

যোগেশ, পীতাম্বর ও মাতালগণের প্রস্থান

দোকানের মধ্যে জর্নৈক মাতাল । ওহে, আর একটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এস ।

ভুড়ী । যাচ্ছি বাবু ।

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ির উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল

জ্ঞানদা। মধুসূদনের ইচ্ছেয় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন,
পীতাম্বরের সঙ্গে বেরলেন, আবার কাজ-কর্ম দেখবেন বলছেন।
যদি এই ছাই না খান, তা হ'লে কি ওঁর তুণ্য মানুষ আছে!

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞানদা। আমি কি ক'রবো বোন্, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ীর
দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত
হ'চ্ছে যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে
আশীর্বাদ করে আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে স্থখে স্বচ্ছন্দে ঘর
করে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক না?

জ্ঞানদা। ও বোন্, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনে
শুঁড়ী পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লে", অত টাকা কি ছাড়ে
বোন্?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞানদা। পাগল, কত টাকা দেব বোন্?

প্রফুল্ল। কেন দিদি, তুমি বলতো গয়না বেচে দিই! একশো ছ'লে
টাকায় হবে না?

অগমণির প্রবেশ

অগ। কি গো মায়েবা, কি হ'চ্ছে গো?

প্রফুল্ল। তুমি কে গো?

জগ। আমার চেন না বাছা ? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা,
বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, কে এসেছে দেখ গো, ও দিদি—কে গো !

জ্ঞানদা। কেগা তুমি ? তোমার কেমন আকল গা, পুরুষমানুষ মেয়ে
সেজে বাড়ির ভেতর এসেছ ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সে কি বাছা, আমি তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কে গা ?

জগ। আমার বাছা বাড়ি এইখানে। আহা, তোমাদের সোনার সংসার
ছারখাবে গেল, তাই দেখতে এলুম। বলি মা'রা কেমন আছেন,
বাবা কেমন আছেন ?

প্রফুল্ল। ও দিদি, এ ডা'ন। তুমি সরে এস।

জ্ঞানদা। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ি এসেছি, এমন ক'রে বিদেয় ক'ত্তে আছে কি ? আহা
স্বরেশ আনায় জান্‌তো, আমার বাড়িতে যেতো, কত আবদার
ক'ন্নত। আহা, বাছা আমার কোথায় রইলো !

জ্ঞানদা। ও বাছা, চূপ কর, চূপ কর, ঠাকরুণ শুনবে।

জগ। চূপ করবো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এমন ডবকা ছেলে
তা'র কপালে এই হ'ল !

জ্ঞানদা। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফুল্ল। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হ্যাঁ বাছা, স্বরেশের কি ক'রলে ? বাছাকে আনতে পাঠালে
না ? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন করে ? বাছা জেলে ব'য়েছে,
আর তোমরা নিশ্চিন্ত ব'য়েছ ?

জ্ঞানদা। ব'য়েছি, ব'য়েছি—বাছা তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে,
তুমি কেমন মানুষ ?

জগ। আহা, স্বরেশ বে!

জ্ঞানদা। বেকবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে, কি—কি, মাগীকে
তাড়িয়ে দে ত।

উমাহনরীর প্রবেশ

উমা। কি বডবোঁমা, কি বড়বোঁমা?

জগ। কে, দিদি? আমায় চিন্তে পারবে না, স্বরেশ আমায় খুড়ী
খুড়ী ব'লতো।

জ্ঞানদা। তা ব'লতো বলতো, দূর হাবি ত হ'; কি মাগী কোথায়
গেল, দূর ক'রে দিক না গা!

উমা। ছি মা ছি, দুর্বাক্য কারকে ব'লতে নাই, মাহুষ বাড়িতে এসেছে।
এস দিদি এস, মেজবোঁমা, একখানা পিঁড়ে এনে দাও।

প্রফুল্ল। ও মা, ও ডা'ন। ওকে তাড়িয়ে দাও মা।

উমা। চূপ কর আবাগী, পিঁড়ে নিয়ে আয়। এস দিদি, এস।

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তোমাদের সোনার
সংসার কি হ'য়ে গেল।

উমা। আর দিদি, সব গোবিনজীর হাঁচা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমার একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম, নিরিবিলি বলতুম।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব,
তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি স্বরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা
ব'লতে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা-পাওনা আছে, তাই ব'লতে
এসেছিলুম। দিদি, শুনছো—একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি 'অগ্রমনস্ক হ'চ্ছো!

উমা। আর বোন, আমাতে কি আমি আছি, স্বরেশকে না দেখে আমি
দানো পেয়ে রয়েছি।

জগ। আহা, তা বটেই তো, কোলের ছেলে!

জ্ঞানদা। তুমি কি কর?

জগ। ভয় নেই মা, ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি বলবো, বোমাদেব
ষেতে বল।

জ্ঞানদা। কেন গা, আমবা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বোমা এসতো গা, কি বলছে শুনি!

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডান, মাকে থাকবে।

জ্ঞানদা। বলছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী।

উমা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন গা? তোমরা এস, একটা কি বলবে
মানুষ, শুনে যাই।

জ্ঞানদা। আয় মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে।

প্রফুল্ল। দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধরে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান

জগ। আমি তো দিদি বড মুন্সিগে প'ড়েছি। স্বরেশ মাঝে মাঝে এর
চুরি ক'রত, ওর চুরি ক'রত, আমি কি ক'রবো, চৌকিদারকে ঘুষ
দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতাম;
এই ক'রে প্রায় শ'পাঁচেক টাকা খবচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, বল কি! স্বরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো? বাবা
তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গুণে হয়; ঐ যে শিবে ব'লে একটা ছোঁড়া, সেই
সব শিখিয়েছে!

উমা। তারপর, তারপর?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা খি নি ; কিন্তু কৰ্তা, সে পুরুষমানুষ, বড় টাকার মায়া ; আমায় ধমক ধামক ক'রে বলে, “টাকা কি ক'রেছিল ;” আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লম, “স্বরেশকে দিয়েছি।” এই স্বরেশের ঠেয়ে হাওনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি, আন্দন টেলে রেখেছিলুম, আর তো টালতে পারিনি। সে বলে, ‘নালিস ক'রবো।’ বলে, “কেন ? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন ?” কি ক'রবো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

অন্তরালে জানদা। এত কথা কি হ'চ্ছে।

অন্তরালে প্রফুল্ল। মাগী মস্তর প'ড়ছে, ঐ দেখ না চোখ দুটো যেন কোটির থেকে বেরিয়ে আসছে।

উমা। দেখ বোন, হাম আগ দিন-কতক রাখ, আমি স্বরেশের দেনা এক কড়া রাখবো না, যেমন ক'রে পারি শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি। গোবিনজীর ইচ্ছায় শুন্ছি, একটু হিলে লাগছে ; একটা কিছু স্থবিধা হ'লেই স্তদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয় আমি বাদেব ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কৰ্তা তো আর রাখতে চায় না ; সে বলে, “কেন, ওয় গেজ-ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই ক'রলেই চুকে যায়।”

উমা। কিসের সই ? আবার সই কিসের ?

জগ। কে জানে বোন, রমেশবাবু নাকি ব'লেছে।

উমা। না বোন, আর সই ট'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব ; বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক। কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উদ্দাদ ক'রেছে। স্বরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও ব'লতে এসেছি, অমন ডবকা ছেলে, এখনও দশদিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন, চিঠি লিখেছে, পরশু দিন আসবে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আনতে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ও মা, তুমি কিছু শোন নি? না বোন, ব'লবো না, আমার বোমায়েরা বারণ ক'রেছে।

উমা। তুমি বল, শীগগির বল, আমার প্রাণ হাপিয়ে উঠছে! সে কি নেই? স্বরেশ কি আমার নেই?

জগ। নেই কেন, বালাই!—কর্তা তো ঠিক ব'লেছে, আহা, মাগী জানে না, সেকলে মাহু, ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি, কি, আমায় বল—আমায় শীগগির বল?

জগ। ও বোন, তুমি কাকুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজবেটার সঙ্গে চল। স্বরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সহি ক'ত্তে বলবে চল। বা হবার হবে, কাকুর কথা শুন না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগগির বল, শীগগির বল, আমার স্বরেশ কোথায়, শীগগির বল? আমার প্রাণ থাকতে থাকতে বল; বল, বল,—তোমার পারে পড়ি বল? দেখছো কি, আমার প্রাণ যায়,—বল, বল?

অন্তরালে প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কেমন ক'ছে!

অন্তরালে জানদা। ওরে তাই তো!

জানদা ও প্রফুল্লর অন্তরাল হইতে প্রবেশ

জানদা। মা, মা, অমন ক'ছে কেন মা? তুমি চলে এস, দূর হ মাগী, দূর হ।

উমা। বল—বল, শীগগির বল, কেন স্ত্রী হত্যা দেখছো। তুমি সেকলে

মাছুষ, স্ত্রীহত্যা ক'র না ! বল দিদি বল, আমার প্রাণ বাধ, স্বয়শের
কি হ'য়েছে বল ? আমার স্বয়শকে পাব তো ?

জগ। দিদি, কি ব'লবো বল, তার যে জেল হয়েছে ; সে পাথর ভাঙছে ।
উমা। অ্যা ! জেল হ'য়েছে ?

জানদা। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী—দূর হ !

উমা। অ্যা জেল হ'য়েছে ? পাথর ভাঙছে ? মধুসূদন ! (মূর্ছা)

জানদা। ও মা ! কি হ'ল গো ! কি সর্বনাশ ! মা, মা, মিছে
কথা মা, শোন মা—দূর হ মাগী ।

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মুচ্ছে
গেল—কাল আবার আসবো । মাগী যেন স্নাতক, মুচ্ছে ঘাবার আর
সময় পেলেন না । কাজের কথা শোন তবে তো মুচ্ছে বাবি ।

জানদা। বেয়ারা বেয়ারা, মাগীকে গর্দানা দে তাড়িয়ে দে তো ।

জগ ! দূর হোগকে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না ? সেইখানে
গিয়ে ধরবো ।

জগমণির প্রস্থান

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো !

উমা। আ মর ! ঝুচ্ছি, ঘুম ভাঙাচ্ছি কেন ? গোল কচ্ছি কেন ?
আমি উঠবো না ।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো !

জানদা। মা, মা, কি ব'লছো ? মা, ওঠো মা !

উমা। যা পোড়ারমুখী আমি এখন থাক না ।

জানদা। ও মা, কি ব'লছো মা, ওঠো মা ।

উমা। আ মর ! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'লবো, এমন ঝিও
লকে দিলে, আমার ত্যক্ত ক'রে মারলে ।

জানদা। হায়, হায় ! মেজবো রে, সর্বনাশ হ'ল ! মা বুঝি কেপল ।

উমা। কৈ রে, স্বরেশ আমার কৈ ? স্বরেশ রে—বাপ রে, তোকে কি আমি পাথর ভাঙ্গতে পেটে স্থান দিয়েছিলেম ! বাবা রে, তুই কি আর কিব্বি ! আর কি মা ব'লবি ! তুই যে আমার হাবানিধি ! আমি বুক চিরে মা কালীকে বস্তু দিয়ে তোকে পেয়েছি। আমার সেই স্বরেশ, স্বরেশ পাথর ভাঙ্গছে। ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়। (মুছ')

জ্ঞানদা। কি সর্বনাশ। কি হবে ! মেজবৌ, ঝিকে লীগগির পাঠিয়ে দে, ডাক্তারকে আনুক।

প্রকৃত প্রস্থান

ওমা, ওঠো মা, অমন ক'ছো কেন ? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার কিবে আসবে, তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে না ; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে না ; মা মা, শুনছো মা ? মা, মা ! উমা। হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি খুশুবাবুড়ি যাব না মা, আমায় খুশুবাবুড়ি পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে খাব, আমি বাবাকে দেখে যাব।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি ব'লছো ? আমি যে তোমার বড়বো।

উমা। ওহো-হো-হো ! কি হ'ল, কি হ'ল ! বাপ রে, স্বরেশ রে ! ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা ? বাবা তাই আসতে পারছে না বাবা ? তুমি যে মা নইলে থাকতে পার না। আহা হা হা ! কি হ'ল, কি হ'ল। বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়। (মুছ')

নেপথ্যে ধোংগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না, (স্বরে)—“রাণী মুদীনীর গলি”—

ধোংগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচবো। এই যে বড়বো, ও প'ড়ে কে, মা ? তুলছো কেন, তুলছো কেন ? যুগ্মক ; হয় মদ খাও, নয়

সু'মণ্ড. বাস্। বড়বো, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর
মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো ?

জ্ঞানদা। আর কি বলবো বাছা, সর্বনাশ হয়েছে। এক মাগী এসে
মাকে খবর দিয়েছে।

যোগেশ। পীতাম্বর; পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস, খুব সরগরম হ'ক ; খেয়ে
প'ড়ে থাকি।

পীতা। বাব, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে ? গিন্নী মা যে মূর্ছা গিয়েছেন,
দেখছেন না ?

যোগেশ। তোব কি ? তুই কেন মূর্ছা যা না।

পীতা। না, মাতলামো ক'রবেন না। বড় মা ধরুন, গিন্নীকে বিছেনায়
নিয়ে যাউ, বড় মা, মাকে বিছেনায় নিয়ে যাই ; গিন্নীমা গিন্নীমা—
উমা। কে রে রূপো ? ঠাকরুণ এ দিকে আসছেন নাকি ? রান্নাঘরে
যাই, রান্নাঘরে যাই—

উমাসুল্লরী ও তৎপল্লব জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর—এদিকে এস ; এখুনি
আছাড় খেয়ে পড়বে।

পীতাম্বরের গমনোচ্ছোগ

যোগেশ। (পীতাম্বরের হাত ধরিয়া) কোথা বাস্ শালা ? মেঘেদের
পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস ?

পীতা। বাস্ ম'শায় মাতলামীর সময় আছে

যোগেশ। চোপরাও শূয়ার, আমি মাতাল ? দেখ্, বাড়ির ভেতর
থেকে যা বলছি ; ভাল চাস্ তো বাড়ির ভেতর থেকে বেরোও।
শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফিরছো ?

সীতা । বাবু, গিন্নীমা যে মরে ।

যোগেশ । মরে মরুক, তোর বাবার কি ?

নেপথ্যে জ্ঞানদা । ও পীতাম্বর, শীগ্গির এস—শীগ্গির এস ।

সীতা । বাই মা বাই ; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি ।

যোগেশ । শালা তবু যাবি ?

ইঁট লইয়া পীতাম্বরকে ধাক্কা

তা । ওরে বাপ্প্রে ! খুন ক'রলে রে, খুন ক'রলে রে !

অস্থান

যোগেশ । ধর শালাকে ! চোর, চোর, চোর—

গম্ভীরবান

চতুৰ্থ অঙ্ক

প্ৰথম গৰ্ভাস্থ

শিবনাথের বাড়ির ছাদ

স্বৰ্বেশ ও শিবনাথ

স্বৰ্বেশ। ভাই, শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমার দেখতে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেবে যাবে, আমি তো এখন সেবেছি।

শিব। তা আন্ব হে, তুমি এত মিনতি ক'রছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পারবো, এ আমার মনে ছিল না; তা হ'লে কি তোমায় মাকে রমেশ বাবুৰ বাড়ি যেতে দিই? তুমি কিছু ভেবো না, মা যোজ্ঞ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজবোঁ যে বড় ক'রছে, তোমায় আর কি বলবো।' মা বলেন, অমন বোঁ কাকুর হবে না।

স্বৰ্বেশ। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধতে পারবো না—

শিব। তুমি ঐ কথা একশোবারই বল। তোমার ধার আমি কখনও শুধতে পারবো না, তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

স্বৰ্বেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বোঁর কোন খবর পেলে?

শিব। না ভাই আমি সে খবর তো কিছুতেই পেলাম না; সে যে বাড়ি বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি আডভারটাইজ (advertiser) ক'রে দিয়েছি, ডিটেক্টিভ পুলিস (Detective Police) কে টাকা দিয়ে খবর নিচ্ছি, আমি আপনি যোজ্ঞ ঘুচ্ছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান ক'ৰুতে পাবছি।

স্বৰ্বেশ। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই; দাদাও কোন খবর পেয়েছে?

শিব। সে কথা আর তোমায় কি বলবো! রমেশ বাব, কতকগুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আনন্দের চেঁচা ক'রেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

রমেশ। আমাদের সোনার সংসার ছারখার হ'ল। কি ক্লষ্ণেই মেজদাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কখনও একটা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনও পরজীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'ত, সেও ভাল ছিল; আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখতে হ'লো!

শিব। রমেশ, কেন আক্ষেপ করছ, তুমি সব ফের পাবে, তুমি একটু ভাল ক'রে সেবে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকদ্দমা ক'রবো। তোমার মেজদাদা জোচ্ছুরি আমি বার ক'বে দিচ্ছি। মা বলছেন, বাড়ি বেচতে হয়, সেও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজদাদা জন্ম হয়, তা ক'রবেন!

রমেশ। হ্যাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে শীগগির আসবে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সময়লৈই আসবে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, অবর কাঁপছে, আমি এত বারণ ক'রসেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা বেচারী বাস্তায় ভিরমি গেল, আমি এক বিপদে পড়লেম, এ দিকে তোমায় নিয়ে সামলাব, না তাকে নিয়ে সামলাব!

রমেশ। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছ, কি ক'রে জানবে।

রমেশ। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে—ভাই, আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ভ্রাম মনে হয়, কে আমার জেল থেকে

নিম্নে এল ; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমার মা কাছে ব'সে, তুঁ
কাছে ব'সে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার
কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও ; তোমার মন্ত ব
আমার যেন জন্মজন্মান্তরে হয়।

শিব। স্বরেশ, আমরা বন্ধু নই ; মা বলেন, তোরা দু'ভাই ! আমরা
মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই ; আমার পুলিশের ক
মনে পড়লে এখন গা কাঁপে। তুমি আপনাকে বিসর্জন দিয়ে আম
বাঁচিয়েচ। ভাই স্বরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আ
শুধরেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। স্বরেশ বাবু, স্বরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাস
ক'রছিল, স্বরেশ কেমন আছে ? আমি ব'লেম, ম'রে গেছে, ধ
যে ! পথে আবার কান্ধালে বেটা ধ'রেছে, তাকেও ব'লেছি তুঁ
ম'রেছ। সে বেটা বিশ্বাস ক'রেছে। তাব মাগ বেটা—বেটাই ক
আর ব্যাটাই বল, মাথা চালুতে লাগলো। অমন চেহারা কখন দেখি
নি বাবা ! মনুষ্টার অব আগলিনেন্স ! (Monster of ugliness)
শিববাবু তোমার ক্রেণ্ডকে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, যোজাই একটু একটু ছাদে পাইচারি ক'রছে।

ডাক্তার। একটুর কর্ম নয় ; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকেলে খানি
খানিক বেড়িয়ে আসবে। চল তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি

সকলের প্রস্থ

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক কাকালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কাকালী ও জগমণি

কাকালী। এখন নিশ্চিন্ত, রামরাজ্য ভোগ করুন। কেমন বাবু, ব'লেছিলেম, ও অকালকুস্মাণ্ড পীতাম্বর, ও ঘোর আহাম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন ; পাঁচ হাজার টাকাও লাগলো না, দু'হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন থাক, তারপর মকদ্দমা যা হয় হবে। ওর জাসতুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। এখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা ! আমি হাসতে হাসতে বাঁচি নি।

রমেশ। কি রকম, কি রকম ?

কাকালী। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল ; বেটা এমনি পাজী, বিছানায় প'ড়ে, জ্বর,—তবু স্বরেশের খালাসের দিন গাড়ি ক'রে চলে।

রমেশ। তা তো শুনেছি, তার পর ?

কাকালী। স্ববেশও মুন্সোয়, ও-ও মুন্সোয়, কে কাকে দেখে, ও বেটা তো গাড়ির ভেতর ভিঝু গেল, স্ববেশও ভিঝু যায় যায়—

রমেশ। সেই দিনেই ল্যাঠা মিটতো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো, কোথেকে শিবে বেটা জুটলো।

কাকালী। ই্যা, ঐ এক বেটা চামার ! বেটা দু'জনকে মুখে জল দিয়ে বাতাস ক'রে, বাড়ি নিয়ে গেল।

জগ। হঁ হঁ, আমি তো বলেছিলাম—যে, শিবকে চটাস নি, হাতে রাখ, তা হ'লে তো এ কাজ হয় না। স্ববেশটা হাসপাতালে প'চতো। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা ভাল। ঐ যে তুই মদনাকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য ক'রেছিলি, কত বড় কান্ডটা

পেলি বল্ দেখি ? পাগল ব'ল্লে হয় না, দলিলের বাজ্ঞ তুই চুরি ক'ন্তে পার্ভিস, না আমি পার্ভুম ? বড়বৌটা যে খাণ্ডারনী, তোকে জায়গা দিত, না আমায় জায়গা দিত ?

কান্দালী। পাগলটা খুব হুঁশিয়ার, কেমন সন্ধান ক'বে ক'রে, সিদ্ধুক ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে !

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতাম, এও বোঝ। বমেশ বাবু, তুমি উকিলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও ! বেটা-ছেলে, ভয়েই সাবা হও, মিছে ডিক্রী ক'রে যদি তোমার দাদাকে না ধর, তা হ'লে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ি বেচে ? গেছলো গেছলো দলিল চুরি, রেজেষ্টারি আপিসে তো নকল পেতো। রমেশ। বাবা ! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কান কাটো ! মিথ্যা ধোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিন ধরান আমার বুদ্ধিতে আসতো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি ফল্স পারসনিফিকেশন (false personification) এর চার্জ আন তো, তা হ'লে সর্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ আনলেই হ'ল ? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছ কি ক'ন্তে ? পয়সা খরচ ক'রে মদ দিচ্ছ কি ক'ন্তে ? দিনে রেতে চোখ চাইতে পারলে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে তো চার্জ আনবে ! রমেশ। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ি বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাণ্ডর পেলো ? জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি, ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা !

কান্দালী। বাড়িটের খুব দর হ'য়েছিল, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত ফ্যাসাদে ফেলেছিল ; হাতে কতক টাকা পেতো। ভোমাদে বড়বৌ যে দস্তি, স্বচ্ছন্দে মকদ্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলিল দেখে খন্দের বেটা ভারি দম্ খেয়ে গেল।

জগ। ও নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পারতেন না ; পাগ্লাকে দিয়ে ভো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বো মনে ক'রেছে, চোরে চুরি ক'রছে, পাগ্লার পেটে পেটে এত, তা ধ'ন্তে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু'তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ ক'রে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাকের টাকা তো আটক হ'য়েছে ?

রমেশ। সে আমি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের (Administrator General) হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেন্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে, সে এখন বিশ বাঁও জলে। পীতাম্বর যখন ধরা পড়েছে, আর কিছু ভাবিনি।

জগ। হ্যাগা, ও সাহেবটাকে হাত ক'বুলে কি ক'রে ?

রমেশ। ওরা তো তাই চায়, আসতে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত ক'বুলেম, আমাদের ঘোঁষ টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, পীতাম্বর আপত্তি ক'রেছিল।

কান্ধালী। আর ধরাই প'ড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে, 'চাচা আপন বাঁচা'; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের (Administrator) গর্তে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমেশ। তা কি ক'বুবো, সব দিক সামলান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ ক'বুলুম না, শেষ যা হয় দেখা যাবে ; এখন নগদ টাকা হাতে প'ড়লে মকদ্দমা চলতো, শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কান্ধালী। সে ভয় ক'বুবেন না, সে ভয় ক'বুবেন না। বেটাকে যখন কোজদারীতে ধ'বুলে, তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ভক্তার এনে আপত্তি ক'বুলে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাসতুতো ভাই, দেখলেম ভারি ভদ্রলোক, হেড কন্স্টেবলকে টাকা গুঁজে ব'লে যে মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চাকরটি তো যে সে দেয়নি।

জগ। কি মকর্দমাটা, আমার তো একদিনও বলিনি, এর ভাল মন্দ বুঝবো কি ক'বে। মনে করিস আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, তাহি বুদ্ধিতোদেরই! এই মাইছুটো কাটাতে পারতুম তো বুঝতুম, কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি। পোড়া ভগবান যে মেয়েছে, কি করবো।

রমেশ। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেসটা (Case) ক'রেছিল তুনি?

কাকালী। ঐ যে ছোট একখানা তালুক ক'রেছিল না? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আখমারা ক'রে ওর জাসতুতো ভাই ফৌজদারি বাঁধিয়েছে, যে, উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেয়েছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস, যাকে মেয়েছে, সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে, ওর জাসতুতো ভাই পাঁচে পড়বে।

কাকালী। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মারু খেয়েছে, ঠিকঠাক সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে, মফঃস্বলের লোক এমন! আহা-হা-হা! তাবাই স্বখী, তাবাই স্বখী! আমিও এ বুদ্ধি ক'রেছিলুম, কেমন বল পোড়াগম্বো, বলিনি যে, শিবকে জন্ম ক'ন্তে চাস মাথায় লাঠি মেরে পুণিসে গে দাঁড়া, আপনি না পারিস, আমি মারছি, তা তুই রাজী হ'লি কৈ?

রমেশ। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ?

কাকালী। কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি; যে ডাক্তারটা দেখছিল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, সে বলে, আজ তিন দিন ম'য়েছে, কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমেশ। আমারও ডাক্তার বেটা ব'লে, কিছু ভাব বুঝতে পারছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার ব্যাটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কাককে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ করবে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে।

আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর ছ'দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বোঁকে আর বোঁদোঁকে এনে বাড়ীতে পোষো।

কান্দালী। কেন, তাদের এনে ফল কি ?

রমেশ। না না, ঠিক বলছে, এখনও সব দিক মেটে নি, কেউ যদি বড়-বোঁকে হাত ক'রে মর্দমা চালায়, সে এক ফ্যাসাদ হবে।

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানা রয়েছে, এতে কোন্ ওষুধটা নেই ? বল, যদি কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ ?

রমেশ। ও কি কথা রূপসি !

জগ। ক্রমে বুঝবে, ক্রমে বুঝবে, আগে বাড়ী নিয়ে এস !

রমেশ। তারা কোথা আছে ? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান ক'তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি ক'বুবো।

রমেশ। বাক পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক—তোমার ভাগনেকে শিখিয়ে রেখো, কা'ল এসাইনমেন্ট রেজিস্টারি (assignment registry) ক'রে নেব, রেজিস্টারি বা ভারী বজ্জাত, সব খুঁটিয়ে না ছেনে রেজিস্টারি করেনা, ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো। কান্দালী। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে।—ওরে ভজা !

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। মবু—ঘুমতে হবে না,—একটু যদি চোখ বুজেছি,—ভজা, ভজা, ভজা ! ভজা যেন ওর বাপের খান্দামা।

জগ। ভজহরি, বাবা ! কা'ল তোমায় রেজিস্টারি আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই, যায়েঙ্গে।

রমেশ। যখন রেজিস্টারি জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কি কাজ কর ? তুমি

ব'লবে, তুমি জমিদার, সপ্তচর পরগনা তোমার জমিদারী। না
বলবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমিদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া বায় বাহাদুর।

রমেশ। না না, বায় বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমিদারী দিয়া ? কুচ পরোয়া নেই, আজ বাত্কা ওয়াস্তে
রুপেয়া লেয়াও।

কাজলী। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলো নাকি ? রোজ রোজ টাকা
চাই তবে এ কাজ হবে।

রমেশ। আচ্ছা, এই দু'টাকা নাও।

ভজ। কেয়া, জমিদারকা সামনে দো রোপেয়া নজর লে' আয়া ? তা
হ'চ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রেই চাই। এই ধর না
পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু'টাকার একটা মদ, আট টাকার কয়
একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না, এই তো ফুটকড়াই হ'য়ে গেল।
ষোলটা টাকা বার কর, আর মামা মামাকে যা দাও, তা আলাদা—
তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া ! তা নইলে বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি !
পোশাক, ঘড়ি, ঘড়ি'ব চেন, হীবের আংটি ভো তোমায় দিতেই
হবে, আমি খালি গৌফে তা দিয়ে থাকবো, বোধ হয়, এ থেকে
এক কোয়া আতর নিতে পারি।

রমেশ। আচ্ছা, চারটে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে ; রামেশ্বর বস্তিনাথ লাজে
বল, দু'টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমিদার, ষোল
রোপেয়া নজর লে-আও।

কাজলী। আচ্ছা, আটটা টাকা নে।

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ বায়, জমিদারকা সাথ হডবড়াতে হৌ !

মেশ। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, আমি যোল টাকাই দিচ্ছি।

৩৯। এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্যে পুঁটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, পে বেটা টাকার জন্তে আমায় তাড়িয়েছে, শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুকতে পারবো না, এই দুশো, বেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

মেশ। আচ্ছা, তার জন্ত আটক থাকে না।

৪০। জমিদারীর চাল-চুল সব ঠি পাবেন, মোচমে তা চডায়গা এসাই, পায়ের ফেলেক্সা এসাহ, বাত কবেগা হৌ হৌ, যেসাই যেকুবি মাস্কো—ওহাই বেকুবি হ্যায়। গাঙ্কেকা মাকিক কলম পাকড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেলেগা, জামিদার নোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন বাগা, কুচ পরোয়া নেই, কপেয়া লে' আও।

মেশ। তোমায় যে গাটা কতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

৪১। বাবু, আজ রাতে মদটা ভাঙটা থাকো, সব কথা কি মনে থাকবে, কাল টাটকা টাটকা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব,—বাস।

ভজহরির প্রস্থান

মেশ। এ ছোকরা চালাক আছে।

মাক্সগৌ। তা খুব!

৪২। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি ক'ল্লে? একখানা বাড়ী আর দশহাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও আমরা এক সঙ্গে মেরে ফেলে হয় না?

মেশ। তাব জন্ত ভাবনা নেই, তাব জন্ত ভাবনা নেই, সে হবে—হবে।

রমেশের প্রস্থান

৪৩। ঠুপিটকে এত দিন ধ'বে যে বলছি, বাড়িখানা লিখে নে, হাতে থাকতে থাকতে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রফা হয়ে গেলে তোমার মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় ক'রবে।

কাকালী। 'না, তার'খো কি ; আজ না হয় কা'ল, কদিন তাঁড়াবে ?
 জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি ; যি
 ফাঁকি পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব, আমি
 বাদশাজাদীর সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যাব। খেঁটে
 মরবো, বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়বো,—সে বান্দা আমি নই, তু'
 ছুপিট তখন দেখ'বি ! ভজার ঘটে যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই
 কাকালী। আরে ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁধিয়ে দেব, এই আমার কথা
 বিধাতা মরে না, দেখতে পেলে তার মুখে আগুন জ্বলে দিই। এম'
 গোঁয়ার মুখার সঙ্গে আমার জুটিয়েছে। আমার কতক যুগি়া রমেশ
 কাকালী। চল চল, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা, আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী, আজ শুনেচি
 কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌ-টা মদনমোহন দেখতে যায়, ও
 হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান করবো, নয় তো আবার কা'
 ভোরে গঙ্গার ঘাট খুঁজতে হবে।

কাকালী। আচ্ছা, ওদেব খুঁজিস কেন ? তারা যেখানে হয় থাকু'
 না, তোর কি ?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝ'বি ? আমি
 যা খুশি করি, তুই বকাসনি।

কাকালী। যা মরুগে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

উত্তরের উত্তর দিকে প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাক

ভগ্নগৃহ

বোম্বে ৩ জানুয়ারী

বোম্বে । কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ ? আমাদের সঙ্গে লুকো-চুরি—কেমন ধরেছি ? ভালমানুষের মতন চাবিটি বার ক’রে দাও, আজ দু’দিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না ।

জানদা । তুমি আবার কি ক’ন্তে এসেছ ? ছেলেটা কি ক’রে উপোস ক’রে ম’বুছে তাই দেখতে এসেছ ?

বোম্বে । আমি কিছু দেখতে শুন্তে আসিনি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই, টাকা বা’গ করে দাও, সুডসুড করে চলে যাচ্ছি । কাকর মুখ দেখতে চাইনি, কাককে মুখ দেখাতে চাই নি, ঢুকঢুক মদ খেতে চাই, বাস ।

জানদা । তোমার একটু লজ্জা হয় না ? মাগছেলে অশ্লাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জগ্গে ভাড়িয়ে দেবে ; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি ক’রে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ ? ধিক্—তোমায় ধিক্ ।

বোম্বে । ধিক্ একবার—ধিক্ লাখবার । আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, মাকে ধিক্, বেদাকে ধিক্, আর যে যে আছে, সবাইকে ধিক্, ধিক্ ব’লে ধিক্, ভবল ধিক্ ! কেমন বাবা, ‘ধিকের’ উপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম । নাও, বাপের সুপুত্র হ’য়ে বাস্কাটি খোলো ।

জানদা । ওগো, একটু হুঁশ কর , কোথায় দাঁড়াব, তার স্থল নাই । আগাম বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন ভাড়িয়ে দেয়, ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়ী নাই ? পাখিতেও যে ছেলের খাবার জোটায় । ঘরে চাল নাই, এখনি বেদো ফ্রিদে পেয়েছে ব’লে আসবে, তুমি চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই ?

যোগেশ। বড় লম্বা লম্বা কথা ক'চ্ছে। যে? কিসের লজ্জা? লজ্জা থাকলে কেউ জুচুবি করে? লজ্জা থাকলে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাকলে কেউ ভিক্ষে করে? আজ তিনদিন ভিক্ষে করে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাতে কাটি নি, একটা পয়সার জগ্রে রাস্তার মোকের কাছে হাত পাতছি, আবাব লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস।

জ্ঞানদা। বকো, আমি চলুম।

যোগেশ। যাবে কোথা? টাকা বার কর; না বার ক'তে পার, চাবি দাও, আমি বার ক'রে নিচ্ছি; ঐ যে বাস্ক রয়েছে, আমি ভেঙ্গে নিতে পারবো।

জ্ঞানদা। কি কর, কি কর? আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটি ঘব ভাড়া ক'রে আছি, দু'র ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগেশ। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিল? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ! আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাকো। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে। হা-হা-হা! ছেড়ে দাও বলছি—

জ্ঞানদা। ওগো, একটু বোঝ, তোমাব পায়ে পড়ি, একটু বোঝ।

যোগেশ। ছেড়ে দাও বলছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন করবো।

জ্ঞানদা। খুন ক'ব্বে কর, আপদ চুকে যাক।

যোগেশ। বটে রে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞানদা। ও বাবা রে।

যোগেশ। এখনও ছাড়লিনি? ছাড় হারামজাদী—ছাড়।

গলাথাকা দিয়া বাস্ক লইয়া প্রস্থান

বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ

বাড়ী-। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো, কথা কচ্ছে না যে ? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পারবো না ! আমি পতিপুত্রহীনা, এই খর-দুটি ভাড়া দিয়ে থাই—ও মা, তুমি কেমন ভাল মানুষের মেয়ে গা ? যেন কে কাকে বলছে, রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন ; ও মা। এ যে মিটকে মিটকে বয়েছে, যুগী যোগ আছে নাকি ? ও মা, এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে পড়বো নাকি !

জানদা। ও মা।

বাড়ী-। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে ?

জানদা। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী-। না হয়েছে নেই নেই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও , কোন দিন দাঁত ছিরকুটে ম'বে থাকবে, আমার হাতে দড়ি পড়বে।

জানদা। মা, আমার হাতে কিছুই নেই ; আমার ছেলে আত্মক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী-। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা ? এই যে থালা ঘটি বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে, আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জুজুবির জায়গা পাওনি ?

জানদা। ওমা, আমি যা এনেছিলুম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটি বাটি যা আছে, তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটি এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী-। ওমা, ঘটি বাটি তো ঢের, ভালো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে-ছিলুম ; তাই চ'লে যেয়ো বাছা ; চলে যেয়ো।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

বাদবের প্রবেশ

বাদব। মা, তুমি কাঁদছো কেন ?

জ্ঞানদা। বাদব, চল—এখানে আর আমরা থাকবো না।

বাদব। কোথা' যাব মা ?

জ্ঞানদা। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি ?

বাদব। কিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞানদা। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

বাদব। আজ ভাত কি নেই ?

জ্ঞানদা। না, আজ রাঁধি নি।

বাদব। পথে চলতে পারবো না, বড় কিদে পাবে, আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও !

জ্ঞানদা। হা ভগবান, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে। ভিক্ষে ক'ন্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব ?

প্রফুল্লের প্রবেশ

বাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি। বাদব, যা তো এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন, আমরা খাব।

বাদব। ও মা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞানদা। যাও বাবা, যাও।

বাদবের প্রস্থান

প্রফুল্ল। দিদি। তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি ?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে ?

প্রফুল্ল। আমার পাঠিয়ে দিলে;—ব'লে, ওদের বড় দুঃখ হ'য়েছে, ওদের নিয়ে আস। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আসছি ব'লে এসেছি ; কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না।

ভায় মন্তলব আছে। আমি তোমাদের বলতে এসেছি, নিতে এলে খবরদায় যেয়ো না; সেই ডাইনী মাগী আর এক মিন্লে ডা'ন, "যেদো" বলে কি ফুলফুল করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খবরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেয়ো না।

জ্ঞানদা। বোন, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেলবো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভরে খেতে দিতে পারি নি, রাত্রে একটু ফান খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মতাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু হৃদয়ের ছেলে ক্ষিদেয় ছটফট করে, এ যাতনা আর দেখতে পারি নি, আজ আমাকে বা'র ক'বে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি, রাখবে কেন? মনে করেছিলেম, ভিক্ষে ক'রে হুটি খাইয়ে জলে গিয়ে উলবো; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কৈদো না, আমার এ গয়নাগুলি নাও, এ বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাকতেম, মাকে দেখবার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি করবো আমার ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন, তোমার গয়না নিয়ে আমি কি করবো? এ তো থাকবে না, আমার স্বামী আমার শত্রু। সেদিন বাতীবোচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙে চুরি ক'রে নিয়ে গেল, আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘর ভাড়ার টাকা এনেছিলাম, লাগি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কি আমার পর ভাবছো? আমি তোমার পর নই,

আমি তোমার সেই ছোট বোন; আমার পেটের ছেলে নাই,
যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের। আমি যাদবের
জিনিস যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞানদা। গেজবোঁ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলাম কি হয়েছি! আমার
বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর-বেড়ালের খেয়ে অকুচি হ'য়েছে, সে
আমাব যাদব খেতে পায় না, যে স্বামী আমাব মুখে বোঁদের অঁচ
লাগলে কাতর হ'ত, সে আমায় লাখি মেবে ফেলে গেল; যে
কাপড়ে সলুতে পাকাতেম সে কাপড় যাদবের নেই, কখনও চন্দ্র-
সূর্যের মুখ দেখি নি, আজ নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে চলেছি—

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

যাদব। কাকীমা, কাকীমা, বাবা তাত্ মুচুড়ে মিকি কেড়ে নিয়ে গেল।
জ্ঞানদা। দেখ বোন—দেখ, আমার অঙ্গুষ্ঠে দেখ। আমি কোথায় যাব,
স্বামী কার শত্রু হয়? ভগবান কেন আমার এ পেটের বালাই
দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই?

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কঁাদছো কেন? অমন ক'চ্ছ কেন?

জ্ঞানদা। কে জানে ভাই, আমাব শবীর কেমন ক'চ্ছে, আমি কিছু
দেখতে পাচ্ছি নি। (উপবেশন)

বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ

বাড়ী-। হ্যাঁগা, এখনও ঘবে রয়েছে, এখনও বেরোও নি?

প্রফুল্ল। কে মা তুমি? তোমাব এই বাড়ী? তুমি কি ভাড়ার জন্য
বলছো? কত ভাড়া হয়েছে বল, আমি দিচ্ছি।

বাড়ী-। এ তোমার কে গা?

প্রফুল্ল। আমাব জা।

বাড়ী-। আহা, তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা?

প্রফুল্ল । ওগো বাছা সে ঢের কাহিনী । তুমি আমার মা, আমার দিদিকে
আর ছেলেটিকে যদি ষড়্ধ কর, তুমি বাছা যা চাও, আমি তাই দিই ।
বাড়ী- । হঁ হঁ, বডলোকেয় ঘবের মেয়ে, তা বুঝতে পেরেছি । কি
করবো বাছা কড়ি নেই, এই ঘর দুটি ভাড়া দিয়ে থাই, তা নইলে
কি ভালমামুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই ?

প্রফুল্ল । তা বাছা, তুমি এই হারছড়া রাখ, এই বাধা দিখে খরচপত্র
চালিও ; আমাব সঙ্গে এস, আমি আমাদেব বাড়ী দেখিয়ে দেব,
টাকা ফুরুলেই এক একথানা গয়না দেব, তুমি বেচে চালিও ।

বাড়ী- । ই্যা বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ ? তোমাদের বাড়ী
কেন নিয়ে যাও না, আমি কোথায় গয়না বাধা দেব, কে কি বলবে,
আমি কাকাল মামুষ, আমি অত পারব না ।

প্রফুল্ল । ওগো, বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই । আচ্ছা, তোমায় আমি
টাকা দেব ।

বাড়ী- । বাছা, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি, তুমি ভাড়া দাও গাছা ;
তোমাব দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এনে নিয়ে দিতে হয়, আমি
দিতে পারবো ।

জ্ঞানদা । মেজবৌ, বোন, তুমি কেন অমন ক'ছো ? আমাবদিন ফুরিয়েছে,
আমি আব বাঁচবো না, যেদোর যদি কিছু ক'ন্তে পার, দেখ ।

যাদব । কেন মা, কেন তুই বাঁচবি নি ? ওমা, বলিস্ নি মা, আমার
ভয় করে ।

জ্ঞানদা । মেজবৌ, প'ড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে, আমার দম আটকাচ্ছে ।

প্রফুল্ল । ওগো বাছা, তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আন না ।

বাড়ী- । না বাছা, আমি কবরেজ ডাক্তারে পারবো না । ঘরে ম'লে আমার
ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন বিদেয় কর । ও মা, মুখ দিয়ে রক্ত
উঠছে যে গো, ওঠো গো ওঠো ; ম'ন্তে হয়—রাস্তায় গিয়ে মর ।

প্রফুল্ল। হ্যাঁগা বাছা, তোমার দয়া নেই? মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ? বাড়ী-। না বাছা, আমার দয়া-মায়্যা নেই। ঘবে ম'লে আমার ঘর ভাড়া

হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা—তোমরা বিদেশ হও!

প্রফুল্ল। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা! আমি তোমায় সব গয়না দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী-। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার গয়না নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফুল্ল। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্বনাশ হ'ল!

জানদা। মেজবো, তুই ভাবিস নি, আমি সেয়ে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্ছিল। সেয়ে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফুল্ল। দিদি, কি হবে দিদি? কই দিদি তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপছো।

জানদা। না বোন, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়, ঠাকরুণ পাগল মাতুষ, একলা আছেন, তুই দেখ'গে যা, তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে, আমায় দিয়ে যা!

প্রফুল্ল। ই্যা দিদি, সেখেন তো? আমি তবে যাই, এই নাও (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাঙ্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, সদ্ধারকে ব'লে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে।

জানদা। এস বোন, এস।

জানদাকে এগাম করিয়া প্রফুল্লর গ্রন্থান

বাড়ী-। হ্যাঁগা, তুমি চোখ টিপলে যে? ওকে তো বিদেশ ক'লে, আমি বাছা তোমায় রাখতে পারবো না।

জানদা। আমি যাচ্ছি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে?

বাড়ী-। আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদেশ হও।

জানদা। এই নাও—একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি, তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরাচ্ছি।

গাভী-। নাও, শীগগির নাও, ঐ দোপা-পাডার ভেতরে খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক' গে।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাদব—যাদব, কাদিস্ নি—চল্। মা ভগবতি। তোমার মনে এই ছিল মা? আশ্রয়হীন ক'লে। শরীরে বল নাই, রাস্তায় চলতে চলতে পথে প'ড়ে ম'রে থাকবো, মুদ্রফরাশে টেনে কে'লে দেবে, এ অনাথ বালক কোথায় যাবে? লক্ষ্মীর কথায় শুনেছিলাম, আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্তু সাপ রে'খেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হ'চ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে!

যাদবকে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর

রমেশ ও অগমণি

রমেশ । প্রফুল্ল আনতে পারলে না ।

জগ । আমার ওকে আয় বিশ্বাস হয় না, ও তেমন সাদাটি আর নেই ।

আমি যোগাড ক'রে রেখেছি, মদনাকে তার বাড়ীর দোর গোড়ায়
পাহাবা রেখেছি, ছেলেটা বেকবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে আসবে ।
ছেলে হাতে হ'লেই হ'ল, বোকে তো আর দরকার নেই ।

রমেশ । বোকে দরকার আছে বৈ কি । পীতাম্বরের বেটা শুন্ছি আসছে ,
সে বেটা এসেই একটা ছাঙ্গাম বাধাবে, তার সন্দেহ নাই ।

জগ । তা ছেলেকে আনতে পারলে বোকে হাত করা শক্ত হবে না ;
ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়েও ভুলিয়ে রাখা যাবে,
বোঁটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে । একটা ভাব্ছি,
বোঁটা থাকলে ছেলেটাকে মারা মুন্সিল, সে পবের কথা পরে, বাড়ী
তো এনে প'রো ; আমি চল্লেম, রাত হয়েছে ।

রমেশ । আমারও বেকতে হবে । মা রাত্রে যে চৈচায় বাড়ীতে থাকতে
ভয় করে ।

জগ । ভূমি তো বাগানে যাবে ? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না !

উভয়ের প্রস্থান

প্রফুল্ল । আমি যা ঠাউরেছি, তাই ; ছেলে এনে মেয়ে ফেলবে ! খুদ-
কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তাকে দুধ-ধি খাওয়াতে চাই নি,
প্রাণে বেঁচে থাকুক,—পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক !

স্বদেশের প্রবেশ

স্বদেশ । মেজ, মা কোথা ?

প্রফুল্ল । ঠাকুরপো, তুমি কোথেকে এলে ?

স্বদেশ । আমি বাত্রিবেলায় যে দিক্ দে বাড়ী সেঁধুতেম, সেই দিক্ দে
সেই পাঁচিল টপকে এসেছি ।

প্রফুল্ল । ঠাকুরপো, তুমি যেদোকে বাঁচাও ।

স্বদেশ । তারা কোথায় ?

প্রফুল্ল । আড্ডায় বেয়াবাদেব জিজ্ঞাসা কর, আমায় পাঙ্কী ক'রে
সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি সেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও ।

স্বদেশ । এত রাত্রে তো বেয়াবাদেব দেখা পাব না ।

প্রফুল্ল । তবে কা'ল সকালে গরুর নিঙ ।

স্বদেশ । তাই নে'ব ; মা কোথায় ?

প্রফুল্ল । শুয়ে আছেন ।

স্বদেশ । তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে ?

প্রফুল্ল । তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে ওঠেন ।

স্বদেশ । তা তুমি মা'ব কাছে না থেকে এখানে ব'য়েছ যে ? যদি আর
এক দিক্ দে চ'লে যান ?

প্রফুল্ল । না, তিনি এট ঘরেই আসবেন, যখন জেগে থাকেন, যেন
ছেলেমানুষ হন, যেন নতুন শস্তর ঘর ক'ত্তে এসেছেন ; আমায় মনে
করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর নি। এই খাওয়ালেম, তখনি ভুলে যান
—বলেন, “কি, ঠাকুরণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না ?”
আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী ; কি বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি
নি ! ঐ দেখ, আসছেন, চক্ষুর পলক পড়ছে না। মনে ক'চ্ছ—
জেগে আছেন, তা নয়, ঘুমুচ্ছেন ।

উমাহন্দার অবেশ

উমা। সই কর, নই কর, মদ খাস খাবি ; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই করবি নি ? রমেশ, রমেশ ! ওকে খুন ক'রে ফেল্। ওহো ! আমার ধর্মের ঘরে পাপ সোঁধিয়েছে— আমার ধর্মের ঘরে পাপ সোঁধিয়েছে।

স্বরেশ। ওমা, মা, আমি যে তোমায় স্বরেশ।

উমা। শীগ্গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, শীগ্গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, ভাঙ্—ভাঙ্, পাথর ভাঙ্, আমার সব ফুকলো ! গড় গড়—গড় গড়, গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফুল্ল। ও মা, অমন ক'চ্ছ কেন মা ? ঠাকুরপো এসেছে, দে না মা !

উমা। উঃ ! বৃন্দাবনে কি অন্ধকাব ! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া কিছু দেখবার যো নেই ! গড় গড়—গড় গড়—ভাঙ্, পাথ ভাঙ্, পাথর ভাঙ্, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্ছা)

প্রফুল্ল। এমনি মূর্ছা যান, আমি ধরি, আমাকে নিয়ে পড়েন। এঁ দেখ না, আমার সর্বাঙ্গ খেঁতো ত'য়ে গিয়েছে।

স্বরেশ। ও মা, মা ! আমি যে স্বরেশ মা, কেন অমন করছ ? ও মা ওঠো মা, আমি যে স্বরেশ ; মা, এই দেখতে আমার গর্ভে ধ'রে ছিলে ? এই দেখতে কি আমার বুক চিৎরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে হায় হায় ! এই দেখতে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলেম ! গো, আর যে সয় না মা !

উমা। ও ঝি—ঝি ! এত বেলা হ'ল, আমার কিছু খেতে দিবি নি আমি অপাট করেছি, ভাই বুঝি ঠাকরুণ খেতে দেবে না ?

স্বরেশ। ও মা, মা, আমার চিন্তে পারছ না ? আমি যে তোমা স্বরেশ, দেখ মা !

মা। ও কি, খুব মিন্সের আঁকেল দেখেছিস্, স'রে যেতে বল ;
আমি কি সেই ছোট বোঁটি আছি, যে কোলে ক'রে নিয়ে বেডাবে ?
প্রফুল্ল। মা, ঠাকুবপোকে চিন্তে পারছো না ? চেয়ে দেখ না,
ঠাকুবপো ফিরে এসেছে ।

সুরেশ। ও মা, মা গো ! একবার কথা কও, বুকে ফেটে যাচ্ছে মা !
উমা। স'রে যেতে বল, স'রে যেতে বল, এখন আমি বুড়ো মাগী হয়েছি,
এখন আমায় আদর করা কি ? বলি নি—বলি নি ? আমি
চলেম, আমি চলেম, ওহো হো হো হো । বুক যায়, বুক যায়,
বুক যায় ।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

জৈনিক মাতাল ও যোগেশ

যোগেশ । কি বাবা, কাজ গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না ?

মাতাল । আর মদ কোথায় পাব, ক্যাপ্টেন ঘান হ'ল, আর মদ কোথায় পাব ? (প্রস্থানোত্তত)

যোগেশ । (হস্ত ধবিয়া) যেও না, শোন, একটা কথা শোন—একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখলে নাইতো । তাব একটা জী ছিল, দেখলে প্রাণ জুডাতো, একটা ছেলে ছিল, তাকে কোলে নিতো, চুনো খেতো ! দিন গেল, দিন ফুরলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল ! বলে যোগেশ, যোগেশ কি না কে জানে, এ যোগেশ কে, তা জান ? জীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পাশান, জীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাস্তু নিয়ে চ'লে এলো, ছেঁটেটার হাত নুচুড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগল না । কারুকে মে চায় না, বলতে পার, কোন্ যোগেশ আমি ? সে কি এ ?

মাতাল । ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ।

মাতালের অস্থান

যোগেশ । আচ্ছা যাও । কোন্ যোগেশ আমি, সে কি এ ।

জৈনিক লোকের অবশ

ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না ।

লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগেশের অস্থান

শিবনাথ ও ভক্তহরির প্রবেশ

শিব : স'রে যা, স'রে যা, গায়ের ওপব পড়িস্ নি।

ভক্ত : ক্যা, তোম হামকো পড়াস্তা নেই ? হাম মুল্লুকাঁদ ধুয়িয়া জমিনদার।

শিব : এ পাগল নাকি ?

ভক্ত : পাগল নয় ম'শায়, পাগল নয়, স্বরেশবাবু কোন্ বাডীতে থাকেন বলতে পাবেন ? স্বরেশ ঘোষ, স্বরেশ ঘোষ, এখানে কোন শিবনাথ বাবু বাডী থাকেন।

শিব : স্বরেশ বাবুকে কি দরকাব ?

ভক্ত : হাম টকা মতাকন ছায়, জমিনদার, মোচ দেখকে সমজাতা নেই ? ম'শায়, শিবনাথ বাবু বাডী ব'লতে পাবেন ?

শিব : আমাবট নাম শিবনাথ ; তোমার স্বরেশ বাবুর সঙ্গে কি কাজ ?

ভক্ত : শুন্তন না, বুঝতেই তো পেরেছেন, আমরা কোন পুরুষে জমিদার নয়, স্বরেশ বাবু ভাই রমেশবাবু আজ আমায় জমিদার ক'রেছেন। আমি যোগেশবাবুর বিষয় বাঁধা রেখেহিলেম, সে বিষয় রমেশবাবুকে লিখে দিয়ে বেজেষ্টারি ক'রে এলেম, হাম জমিনদার ছায়, সপ্তচর পংগনা হামাবা ছায়।

শিব : তুমি জমিদার ?

ভক্ত : জমিদার নেই ? রেজেষ্টারি লিখ লিয়া জমিনদার। ও ম'শায়, আপনি বুঝতে পাবেন না—শাদা ঠোক, স্বরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন তিনি না বুঝতে পারেন, একটা উকিল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু ফাঁকি দিয়েচে, বাজার বাট্ট কথ্য—এ কথ্য শোনেন নি ? আমাকে জমিদার সাজিয়েছিল।

শিব : বুঝেছি বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা, জমিনদার আয়সা বাগা? সোয়ারী লেয়াও; তোম
কায়সা দেওয়ান? তোমকো বরতরফ করে গা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুবির ভেতর আছ? আমরা নালিশ ক'লে
তোমারও তো মেয়াদ হয়?

ভজ। অতদূর ক'রবেন না, আমায় নিয়ে রমেশবাবুর কাছে হাজির
হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠবে, লিখে দিতে পথ পাবেন না, চলুন
না, আমি বাগিয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষে পেছোও?

ভজ। পেছবো তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল
ডেকে এফিডেভিট (Affidavit) কবিয়ে নাও না; আর আমি
আগে তো এক পরস্যা চাচ্ছি নি তোমাদের নমস পাইয়ে দিই,
আমায় কিছু দিও, তোমরাও স্তখে স্বচ্ছন্দে থেকো, আমিও
পু'টিয়াকে নিয়ে থাকবো।

উভয়ের প্রস্থান

জানদা ও যাদবের প্রবেশ

জানদা। যাদব, এক কথা বলি শোন, এই চাবটে টাকা বেশ ক'বে বেঁধে
নে, কেউ চাইনে দিল্ নি, কারকনে দেখাস্ নি, দোকানে যা ইচ্ছা হয়
লুকিয়ে বা'র ক'রে কিনে খাস্। আর এখন এই দু'আনার পরস্যা নে,
দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে থেগে, আমি এখানে বসে থাকি।

যাদব। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও ত বাও নি মা।

জানদা। আমি খেয়েছি বৈ কি।

যাদব। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা?

জানদা। হাঁপিয়েছি, তাই তো ব'সে আছি, তুই যা।

যাদব। মা, তোমাকে জল এনে দেব মা?

জননা। না বাছা, তুমি যাও, থাও গে।

বাদলের প্রস্থান

এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে
যাবে। যেদোর কি হবে, আর দেখতে আসবো না, আজ তো বাছা
থেতে পাবে।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এ চারটে পয়সা পেয়েছি,
এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জননা প'ড়ে নাকি ?

জননা। তুমি এসেছ। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন,
আমায় মার্জনা কব, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমাব এই
সর্বনাশ ক'বেছি। আমি শিব-পূজা ক'রে শিবের মতন স্বামী
পেয়েছিলুম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও
শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। ম'ছো, রাস্তায় ম'ন্তে এসেছ ? তোমাদের এতদূর হ'য়েছে ?
আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। যেদোও ম'রেছে ? বেশ
হয়েছে ! ম'ছো, মর, আমি মদ খাই গে ; ঘরে ম'ন্তে পারলে না ?
তা মর, রাস্তায়ই মর , কি ক'বো হাত নেই, মদ খাই গে। আমার
সাজান বাগান শুকিয়ে গেল !

জননা। তুমি আমার একটি উপকার কর, যদি এই কথাটি স্বীকার
পাও, তা হ'লে আমি স্থখে মরি। কোন বকমে যদি যেদোকে
পীতাম্বরকের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি
পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি স্থখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেখায় ম'রবে, কেমন ?—তা বেশ ! আমি
বলতে পারি নি, মিছে কথা বলবো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি

লিখবো। আমার ঘাড়ের ভুতটা এখনও তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ্গির না ঝড়ে চাপে, তা হ'লে পারবো, আর ঝড়ে চাপলে আমি কি করবো! কি বল, আমি লাখি মেরেই তোমার মেরে ফেলেছি, কেমন?

জাননা। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন!

যোগেশ। না না, ভুতটা তফাতে আছে, আমি বুঝতে পারছি; আমিই মেরে ফেলেছি। কি করবো বল, ভুতে মেরেছে, চারা নাই। ম'ছে, মর—মর!

জানদার বুতু

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গভীর

দরদালান

রমেশ ও কাকালী

রমেশ। বৌ মাথা গিয়েছে, স্ত্রীশেষ মাথা গিয়েছে, আমি আজ ভাক্তারকে ভাল কবে বিজ্ঞান ক'বুলেম, শুনলেম, পীতাম্বর বেটা তার দেশে নিয়ে গেছে, মেইথানে মাথা গেছে। এখন ছেনেটা কোথায় গেল ? সেটাকে প'ত্তে পাবলেই যে আপদ চোকে। খাড-মিনিষ্ট্রেটাবেও কাছ থেকে টা-টাটা বাব ক'বে আন। দাদা দাগল হ'য়েছে। পীতাম্বর বেটা যদি আমায় উছোগ করে বেনামী পীকার পাব, দাদার না হয় খোঁজকী পন্দোবন প'রবো; সেও চি, হু'এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দব, মদ খেতে খেতেই একদিন গুচ্চ পাবে। কাকালী। দাদা সো ঠিক বলেছিল, ছেনেটা হাত করা ভানী দমাণ, দেখাছি, সব ভাবি বুদ্ধি। ব'ল, একজন খেটে খুটে বিষয় ক'বলে, আপনি বুদ্ধি বোঝে ক'কতায় মেবে দিলেন !

জগমনি, যাদব ও মদন ঘোষের প্রবেশ

এই যে জগা, ছেনে নিয়ে এসেছে।

যাদব। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা ? আমার ভয় ক'বে মদন দাদা ! আমার মা কোথায় মদন দাদা, কই ভাত রেঁধে ভাকাছ মদন দাদা ? ও মদন দাদা, আমার ভয় ক'ছে মদন দাদা।

রমেশ। ভয় কি, আয়, এ দিকে আয়, তোরা মা বাড়ীর ভেতর আছে।

যাদব। আমার মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার মা'র কাছে নিয়ে চ, আমার ভয় ক'ছে।

রমেশ। চুপ্, কঁাদিস্ নি।

বাদব। না, না কাকাবাবু, আমি কঁাদবো না, তুমি মেরো না কাকাবাবু।

রমেশ। যা, এর সঙ্গে যা।

বাদব। ও কাকাবাবু, আমার ভয় করে কাকাবাবু; আমার তেষ্ঠা

পেয়েছে কাকাবাবু, একটু জল দাও কাকাবাবু!

রমেশ। না, জল খায় না, তোর অস্থ ক'রেছে।

বাদব। না কাকাবাবু, অস্থ করেনি কাকাবাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। ক্ষিদে পেয়েছে, কেটে ফেলবো।

বাদব। ই্যা কাকাবাবু, আমি দু'দিন খাইনি কাকাবাবু, আমি মাকে

খুঁজছি। মা টাকা বেঁধে দিয়েছিলেন, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু

খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্ঠা পেয়েছে, খল দাও।

রমেশ। জল খায় না, যা ওর সঙ্গে যা।

বাদব। আমি আর চলতে পারি নি কাকাবাবু!

রমেশ। এই চাবি নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারি

ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাকালী। এসো তোমার মার কাছে নিয়ে যাই, চল।

বাদব। সত্যি বলছো, মিছে কথা বলছো না?

রমেশ। আবাব কথা কাটাতে লাগলো, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব, অস্থ ক'রেছে শুনে যা।

বাদব। অস্থ ক'রেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমেশ। না, যা যা, জল দেবে এখন যা।

বাদব। ও মদন দাদা তুমি এসো।

বাদব, মদন বাবু ও কাকালী: প্রস্থান

জগ। কাজ ত শুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো।

তুমি রোগ ব'লেই টাকার লোভে একটা রোগ বলবে এখন, আ

ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সম্ভেদ ক'রবার যো নাই, ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মাঝা গেলে তুমি কি ক'রবে ?

মদন খোঁষের পুনঃ প্রবেশ

মদন। পাহারাওয়াল সাহেব, 'ও ছেলটাকে চেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্ এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদন। না না, আমি তো চুরি করি নি, তুমি যা ব'লছ, তাই শুন্ছি।

পাহারাওয়াল সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চূপ করে ব'স। (রমেশের প্রতি জনাস্তিকে) ওকে দিনকতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক ! আর ওষুধের যদি একটা ওন্টা-পান্টা ক'ত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্লাটা ওন্টা-পান্টা ক'বেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপব দিয়ে চাপান যাবে।
রমেশ। ঠিক বলেছ। মদন দাদা তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'বে রাখলুম, আর তুমি চ'লে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, সত্যি ? হ্যাঁ দাদা, সত্যি ?

রমেশ। সত্যি টীকি।

মদন। তাই ব'লছি, -- তাই ব'লছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমেশ। দিবি ক'নে ঠিক ক'রেছি।

মদন। তা যেমন হ'ক, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

রমেশ। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'নে ঠিক ক'রেছি, তুমি বৈঠকখানায় ব'স গে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, আর পাহারাওয়াল সঙ্গে বে' দেবে না ?

রমেশ। পাহারাওয়াল কেন ?

মদন। দেখ দাদা, বেস্তার মেয়ে বে' দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি, বাজাওয়ালায় ছেলে বে' দিয়েছিল, দুটো কানমলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল। আর পাহারাওয়ালা বে' দিও না দাদা।

রমেশ। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদন। তাই বলছি, তাই বলছি, কি জান, বংশবক্ষা, বংশবক্ষা।

মদন গোঁষেঃ প্রস্থান

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দুদিন খায় নি, আঃ জোর দু'দিন টেকবে।

জগমণি ও রমেশের প্রস্থান

প্রফুল্লের প্রবেশ

প্রফুল্ল। কিছু জানতে পারলুম না কি ফুস ফুস ক'লে। ছেলটাকে কি ধ'রেছে? আমার মন খাজ কেমন ক'ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি, আমার প্রাণটা কঁদে কঁদে উঠছে, আমি আর কঁদতে পারি নি, আমার কান্না আসে না, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'ছে ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'রে উঠছে।

ঝিঝির প্রবেশ

ঝি। বৌ ঠাকুরণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলুম, ক'লকাতা বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি এসো, সকাল সকাল নাও, ছুটি খাও।

প্রফুল্ল। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমা বড় মন কেমন ক'ছে। আমার যদি এমন হয় তা হ'লে আর আমি

বাঁচবো না ; আমার কে যেন ডাকছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদছে, আমি কাঁদতে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে !

ঝ। ও কিছ নয়। ঝাওয়া নেই, নাওয়া নেই, ঝাতদিন পাগলের সঙ্গে ঘোরা, বাতিক বেড়েছে।

প্রফুল্ল। না ঝি, আমার কোথায় কি সবনাশ হ'চ্ছে। আমার বড় মন কাঁদছে, তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভাল মন্দ হয় আমার গয়নাগুলো তুমি নও, বেচে যা টাকা হবে, তাই থেকে ঠাকুরগণে খাইও, আবাগীব আর কেউ নেই।।

ঝ। বালাই। 'অমন সোনার চাঁদ বেটা রয়েছে, তুমি অক্ষয় অমব হও, কেউ নেই কি ?

প্রফুল্ল। না ঝি। 'অমন আবাগী ভাবতে আর জন্মায় না। তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখবে ? আমি আর বাঁচবো না, আমার কোথা ভগাড়বি হ'য়েছে।

ঝ। হ্যাগো হ্যা, তাই হবে, তুমি এখন এসো ; ফাঁকে ফাঁকে দুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু খুমিয়ে নেবে, তা নৈলে বাঁচবে কেন ?

প্রফুল্ল। আমার মা বাঁচতে এক ভিল হচ্ছে নেই, কেবল ঐ আবাগীর জন্ত মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শঙ্করবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম, সেই মা আমার এমন হ'ল, আমাদের সোনার সংসার ভেসে গেল।

ঝি। কি ক'ববে মা, কারুর তো হাত নয়, এসো মা এসো।

প্রফুল্ল। চল যাই।

দ্বিতীয় গভীৰ্ণ কাশী মিত্ৰের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভক্তহরি

শিব। ওহে সুরেশ, আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলুম না। আমি সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘূৰেছি, পাঁচজন লোক নাগিয়ে ক'লকাতাব অলি-গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরেশ। বল কি, তবে সৰ্বনাশ হয়েছে, সে আব নাই। 'মেজদা' মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি ?

সুরেশ। আর সে কি। তোমাৰ তো ব'লেছি, মেজবো'ব ঠেঁয়ে শুনে এলেম, তাকে মেরে ফেলবার পরামৰ্শ ক'ছে। ভাই শিবনাথ, আমাৰ প্রাণেব ভেতব জ'লে জ'লে উঠ'ছে। যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আব আমি বাখ'বো না। আমি কি যাতনা ভোগ করবার জগুই জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম ! ভাই, আমাব ষোদাকে এনে দাও যেদোকে না পেলো আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখবো তারপর জলে কাঁপ দেব।

ভক্ত। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাক ওহাইয়াদ ! সুরেশ বাবু, একে ন পেলো মরুবো, ওকে না পেলো মরুবো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হ' না, দিনের ভেতর দু'শোবার মরতে হয়। মনে ক'রেছেন কি আপনিই ঝড়-ঝাণ্টা খাচ্ছেন, আর কেউ কখনও থায় নি ! তেঁ কাঁদ'ছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন ?

সুরেশ। ভাই বে, আমার মতন অসাগা পৃথিবীতে আর নাই ! আমাৰ অসপূৰ্ণ মত মা জানশুভ হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইশ্বেৰ মত বৎ

ভাই পথে পথে ভিক্ষে ক'চ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাল, অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন, আজ অনাথাব মত পোড়ালেম—আমার প্রফুল্ল কমল মেজ বৌ দিন দিন মলিন হ'চ্ছেন, আর আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে। আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার ঘেদোর মুখ মনে প'ডছে, আর আমি প্রাণ ধ'ন্তে পারছি নি !

ভজ। মুখ মনে ক'ন্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, একুণ নয়—এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাশ্মশুখী মা ছিল, গ্যাটাগোটা সব ভাই ছিল, বোনটা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না ; তাব পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীভুজ্ব কাঁদছে। কি সমাচার ?—না জমিদারে আমার বাপকে খুব মেয়েচে, রক্ত ঝুঁকিয়ে প'ডছে, প্রাণ ধুক-ধুক ক'রছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন, তার পব জমিদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা ঠাকরুণ বেরুলেন ; দেশে অকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা ছুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, একদিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন—

স্বরেশ। আহা হা !

ভজ। র'সো, আহা হা ক'রো না, ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে প'ড়লো আর ম'লো ; বোনটাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদতে লাগলো, আমিও কাঁদতে লাগলেম, তারপর আর সন্ধান নেই ! কেমন, মুখ মনে পড়বাব আছে ?

স্বরেশ। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী !

ভজ। তারপর মামাবাবুর কাছে গিয়ে পড়লেম, গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উহন ধরান, ভাত বাঁধা ; মামাবাবুর বেত আর মামী ঠাকরুণের চোনার সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত ; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

স্বপ্নের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ

স্ব-পরি। কেউ তো কিছু বলতে পারেন না। একজন ময়রা ব'লে, একটি ছেলে খাবার কিনতে এসেছিল, একটা বুড়ো এসে বলে, “শীগগির আয়, তোর মা ডাকছে।” কিন্তু কে যে, তা আমি কিছু সন্ধান করতে পারলুম না।

স্ববেশ। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা, কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননৌ ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভুঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতি হ'চ্ছে।

ভজ। র'সো র'সো বিনিয়ে কৈদো এখন; বুড়ো ব'ললে বুকি, বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? স্ববেশবাবু সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে; সে বুদ্ধিটি আমার মাতুলানীর অহুচর! স্ববেশবাবু, স্ববেশবাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্ছি। ঐ যে তোমার মধ্যম মার পেটের ভাই—গাড়ী থেকে নাবছেন, যাবার যো কি? চুপকে যেমন লোহা টানে, তেমন টান দিয়েছি, আমার দে'খে নড়বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের হ'জনকে একত্রে দেখলে স'রবে।

স্বপ্ন ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান ও রমেশের প্রবেশ

ক্যা রমেশবাবু, আপ হি'য়া তসুরিপ কাহে লে' আয়া, মেজাজ খোস? রমেশ। কি হে, তুমি যাও নি?

ভজ। হাম্ লোক জমিন্দার ছায়, যাতে যাতে দো এক রোজ র'হে যাতা।

রমেশ। আরও কিছু টাকা চাই নাকি?

ভজ। মেহেরবাণী আপকা।

রমেশ। আচ্ছা এসো, 'আমি ফার্স্ট' ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি আর একথানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর।

ভজ। বাবই তো; র'য়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজকর্ম দেন।

রমেশ। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ লিখিয়েগা, সো তো আপ লিখিয়েগা, দোস্তি হয়, ও সব তো চলেই গা, দেখিয়ে—হামসে কাম চল্‌তা তো দোস্রাকো কাছে দেনা?

রমেশ। সত্য বলছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আভি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো এক্‌ঠো জমিন্দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেয়ার হয়। থা, হামুতো জমিন্দার হায়, আপকো মোকামমে বাতা হায়।

রমেশ। ভাতিজা! ভাতিজা কে?

ভজ। ভাইপো, ভাইপো, বাদব।

রমেশ। ওকি কথা!

ভজ। সুরেশবাবু, আস্থন, সন্ধান পেয়েছি।

রমেশ। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা।

ভজ। ম'শায়, যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে যান।

রমেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে?—আছে তো—বেঁচে আছে তো?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আস্থন, শীগ'গির আস্থন, বাবুর বাড়িতে চলুন।

শিব। বাড়িতে যাবে, যদি ঢুকতে না দেয় ?

ভক্ত। আমাদের সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙলেও কিছু বলবে না,
ঢুকতে দেবে না কি ?

সকলের প্রস্থান

জনৈক লোকের প্রবেশ

গীত

মন আমার দিন কাটালি মূল খোয়ালি, ভালো ব্যাসাত ক'রনি ভবে

একলা গ্রাস, একলা যাবে, মৃৎ চেয়ে কার ঘুরছ তবে ?

কে তুমি বলছ আমি, দেপ ভেবে আর ভাববি কবে ?

ভাঙবে মেলা, ঘুচবে খেলা, চতাই ছাই নিশান হবে।

ষোগেশের প্রবেশ

ষোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। কি ক'রবো, গেল তো
কি ক'রবো ? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! আহা হা !
গেল, থাক, আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। হ্যাঁ হে, তুমি
তো মড়া পোড়াতে এসেছ ?

লোক। হ্যাঁ।

ষোগেশ। মদ চদ খাচ্ছ না ?

লোক। এ কে বে ? (পলাইতে উত্তত)

ষোগেশ। বলা, বল না, আমার যা বলবে তাই ক'রবো। বেশী খাব
না, এবি গেলাম দাঙ, ফুটিয়ে গিয়ে থাকে, পয়সা দাঙ, চট ক'রে
এনে দাচ্ছ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। গেল, তা
কি ক'রবে ?

লোকের প্রস্থান

আহা ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! ঐ না কারা মড়া
পুড়িয়ে যাচ্ছে, গায়ের ব্যথার জগু একটু মদ থাকে না ? যাই ওদের
সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

ষোগেশের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাড়ির দরদালান

মদন ঘোষ ও প্রকুল

মদন। না না, আমি পারবো না, আমি পারবো না। ছেলে মারবে, ছেলে মারবে। আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মারবে, ছেলে মারবে, বংশলোপ করবে, বংশলোপ করবে।

প্রকুল। কি গা, কি বলছো? ছেলে মারবে কি বলছো?

মদন। ওগো, বংশলোপ করবে, বংশলোপ করবে, ছেলে মারবে। সেই পাহাবাওলা ছেলে মারবে। গাষ হায়, আমি কেন পাহারা-দয়ানা বে' করেছিলাম!

প্রকুল। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগগির বল, ছেলে মারবে কি?

মদন। না না, আমি বলবো না, আমায় ধরবে, জমাদাব ধ'বে, আমি কোথায় লুকবো, আমি কোথায় লুকবো?

প্রকুল। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদন। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালার নয়, সে ধ'বে, আমার ভয় ক'ছে।

প্রকুল। কে ধ'বে? ছেলে মারবে কি?—আমায় শীগগির বল।

মদন। না না, বলবো না, আমি তার ভয়ে সিন্দুক ভেঙ্গে দলিল চুরি করে আনলাম, তবু ছাড়লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে তুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়লে না; ছেলে মারবে, না খেতে দে' মারবে,

আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—না না—দুধ দিই নি! আমি পালাই আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধ'রেছে, যেদোকে ?

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না না—আমি না, আমি না, আমি দলিল চুরি করেছি, ধ'রিয়ে দেবে; হায় হায় বে' কত্তে গে' মন্দেম, বে' কত্তে গে' মন্দেম; কেন এ দস্তি পাহারাওয়ালা বে' কমেম; সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলিল চুরি ক'ত্তে ব'লে, তাকে আমি দলিল দিলেম, এখন আমায় ধ'রিয়ে দেবে। ঠিক হবে, ঠিক হবে আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জানুলেই এখনি আমায় বেঁপে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, দাঁড়াও।

মদন। না না দাঁড়াব না, আমায় ধ'ব্বে, আমি লুকবো।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল ?

মদন। ওবে বা'বে—আমায় ধ'ব্বে বে।

প্রফুল্ল। তুমি কেন ভয় পাচ্ছো ? ছেলে কোথায় বল ? খান্না ছেনেকে বাঁচাব মদন দাদা, পীগগির বল—কোথায় ?

মদন। ঐ তোমাদের পোড়োমহো রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই—আমি পালাই—আমায় মেরে ফেলবে।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর ?

মদন। না—না, মবতে পারবো না, মবতে পারবো না। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, দিক তোমায়। যা ব'লুতেন তুমি একজন সাধু পুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি ? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম কর ?

প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙে চুরি কব ? প্রাণের ভয়ে কচিছেলে এনে বাক্সের মখে দাও ? এই প্রাণ কি তোমার চিবকাল থাকবে ? একবার ভেবে দেখ—যম তোমার সঙ্গে ফিরছে ; যখন ধর্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রবেন যে, 'তুমি বালক ভুলিয়ে এনে বাক্সকে দিয়েছ ' তখন তুমি কি উত্তর দেবে ? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে ক'র, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর, ছাও প্রাণ চিরদিন থাকবে না, ধর্মই সাথী, ধর্ম রক্ষা কর, ধর্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্মের শরণাপন্ন হও । মদন দাদা, যা ক'রেছ, তাব আর উপায় নেই, আমায় বল দাও, যেদো কোথায় । আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন বাক্সটা আমার কাছ থেকে নেব ? এখনো ব'ল্ছো না ? তোমাব কি মবণ হ'ল না ? এ মহাপাপকেব কি শাস্তি হবে না ? যদি দ্বিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমাব ভয় থাকে, ধর্মের শরণাপন্ন হও ; যমরাজ ব'ল্লে ত'লে তোমাব পেছনে পেছনে দ'রছেন, তুমি বুঝতে পাচ্ছে' না ?

মদন । অ'হা - অ'হা—যমরাজ ?

প্রফুল । হ'্যা, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে ! যদি সেই মহা ভয় হ'তে উদ্ধাব হ'তে চাও, সাগরে বুক বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায় দোখয়ে দেবে এসো ; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় ক'ছো ? অসদুত্তরে ভয় কব না ?—ধর্মরাজকে ভয় কর না ? অগোচর বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থিতি আছে ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায় ক'ছো না ? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে দিক্ !

মদন । চল—চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর !—যদি ধরে ?

প্রফুল্ল। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধ'রবে, তায় উপায়
ক'রেছ? এখনও ধর্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

যদন। চল চল, এইদিকে চল, মবি ম'রবো, ছেলে দেখিয়ে দেব,
ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গভীর্ক

শয্যাশায়িত বাদব, রমেশ, কাক্সালী ও ২ গননি

বাদব। ও কাক্সাবাবু, একটু জল দাও। আমার আগুন জ্বলছে গো—

আগুন জ্বলছে।

রমেশ। জল দিচ্ছি, এই গুণ্ণটা খা।

বাদব। না গো, জলে যায়। আমাব একটু জল দাও।

জগ। কোনটা দেব?

রমেশ। টারটার এমিটিক (Tartar Emetic) দাও, ডাক্তার আসছে,
বসি হবে—দেখবে এখন।

জগ। নানা, পেটে কিছু নেই, উঠবে কি? মেইটেই উঠে যাবে,
ডাক্তার বলবে,—‘খেতে দাও’, এইটে দাও। খুব ছটফট ক’রবে
দেখবে এখন।

বাদব। ওগো! না গো, ও কাক্সাবাবু আমি সন্ধাবলা ম’রবো, এখন
আর দুঃখ দাও না। আমাব সব শরীবে ছুঁচ ফাটে। কাক্সাবাবু,
তোমাব পায়ে পড়ি কাক্সাবাব।

রমেশ। ডাক্তার আসছে, ডাক্তার আসছে।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। গুড মর্নিং (Good morning), কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ মিলৌব চ’য়ে প’ডছে।

কাক্সালী। ডাক্তার বাবু বাঁচবে তো? বাবুর চেলেপুলে নেই, কেউ
নেই, ঐ ভাইপোটিই মরবে।

বাদব। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে
দিলেই বাঁচবো।

ডাক্তার। দাও দাও, জল দাও।

জগ। আমার পোড়ার দশা—জল কি তলায়।

ষাদব। ওগো, আমায় একটু জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও,
আমি কিছু খাই নি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন (*Delirium set in*)
ক'লে।

ডাক্তার। এত দুধ স্কয়্যা ব'য়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

ষাদব। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তার। বুট্।

জগ। ডাক্তারবাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না।

রমেশ। ডক্টর ইয়োর ফি (*Doctor, your fee*)।

ডাক্তার। (ফি গ্রহণ করিয়া) একটা ব্লিস্টার (*Blister*) দাও।

ষাদব। না গো না, আর বেলেস্তাবা দিও না গো, আমাব পেটের খানা
এখনও জল্ছে, এই দেখ—ঘা হ'য়েছে।

ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো, মা, তুমি কোথায় আছ গো!

জ'লে গেলুম গো—জ'লে গেলুম,—মা গো, একবার দেখে যাও।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। ওহে কান্দালী, ডাক্তারকে রাখতে গিয়ে দেখি,—ভজ্জহরি,
স্বরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর—চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ ক'চ্ছে,
বাড়ি ঢোকবার ঘেন কি মতলব ক'চ্ছে।

জগ। তার ভয় কি, এই বেলেস্তারা খানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

ষাদব। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,
আমার গলা টিপে মেরে ফেল! জ'লে গেল গো, জলে গেল! ও
কাকাবাবু, কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

কাজালী। চল, যাওয়া যাক, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিসটা এক
জোজ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন ; এই বিছানার কাছেই রইলো।
যাদব। ও কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, আমায় জলে
ডুবিয়ে মার, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি !
কাকাবাবু, আনায় একটু জল দাও, জল খেলেও ম'বো না
কাকাবাবু !

রমেশ। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না না, তবু পাঁচ মিনিট সুববে।

যাদব। না, আমি জল খেলেই ম'বো--না, আমি জল খেলেই
ম'বো ; এই দেখ না আমার গায়ে ইঁদ্র-পচা গন্ধ বেরিয়েছে,
আমায় কুকুবে চিবিয়ে থাকে।

জগ। চল চল, দেখা যাকগে, ভজত্মিটার সঙ্গে সুরেশ জুটেছে,
আমাব ভাল বোধ ঠেকছে না। আমি তো বলেছিলুম, ডাক্তারটা
পাজী, শিছে কথা ক'রেছে, সুরেশ মরে ন।

রমেশ, কাজালী ও জগমণির প্রস্থান

যাদব। ও মা, মা গো, কতক্ষণ ম'বো মা।

যেগে প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। এই যে আমাব যাদব। যাদব, যাদব, বাবা।

যাদব। কে ও কাকীমা এসেছে ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লব
জল প্রদান) আমি আর খেতে পারছি নি, আমার চোখে কানে
জল দাও। কাকীমা, আমাব না খেতে দে কাকা মেয়ে ফেলে।

প্রফুল্ল। পরমেশ্বর, কি করে। ও বাবা, এই দুধ খাও।

যাদব। আর গিলতে পারবো না, গলা আটকে গিয়েছে ; দেখলে না,
জল গিলতে পারলেম না। কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে ? বেঁচে
থাকলে মা আমার খুঁজে খুঁজে আসতো। যদি বেঁচে থাকে, তোমাব

সঙ্গে দেখা হয়, ব'লো না, আমি না খেতে পেয়ে ম'রেছি। আমার আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদতো; খেতে পাইনি শুনলে মা আমার বুক চাপড়ে ম'রে যাবে। কাকামা, ব'লো, আমি ব্যামোতে মরেছি। প্রফুল্ল। বালাই, বালাই। ছি বাবা, ও সব কথা বলতে নেই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা। পবমেশ্বর, রক্ষা কর।

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর। এই নাও, এই নাও, এই পারাভস্ম নাও, আমি সন্ন্যাসীদেহে সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই থাইয়ে দাও; আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম, বেঁচে থাকবো ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলাম, এখনি পাঁচবে। ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর! (পারাভস্ম লইয়া হৃষ্টের সহিত প্রফুল্লর যাদবকে থাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্মরাজ রক্ষা : র, ধর্মরাজ রক্ষা কর।

রমেশ, কাঙ্গালী ও ভগ্ননাথের প্রবেশ

ভগ্ন। কই, কোথায় কি? তুমি সেমন, বাভাস নডলে ভয় পাও : তোমার ভয় হয়, গাড়ি ক'রে আমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে যে রাঙ্কসি! মা'র কোল থেকে তাব ছেলে নিয়ে খেতে এসেছিস? তোর সাধা না, রাঙ্কসি, দূর হ। নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লেও পারবে না;—দূর হ, দূর হ।

কাঙ্গালী। এ কি সর্বনাশ।

রমেশ। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি ক'ন্তে এসেছিস? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা ক'ন্তে হবে।

প্রফুল্ল। তুমি এখনও প্রতারণা ক'চ্ছো? তোমায় অধিক কি ব'লবো, তুমি কার জন্ত এ সর্বনাশ ক'চ্ছো? তুমি কার জন্ত সহোদরকে

পথের ভিখারী করেছ ? কার জন্ত কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ ? কার জন্ত বংশধরকে অনাহারে মেরে টাক্তা বোজগার ক'রছো ? তুমি কার জন্ত গর্ভধারিণীকে পাগলিনী ক'রেছ ? শুনেছি তুমি বিদ্বান, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি ? পরকালের কথা দূবে থাকুক, ইহকালে কি সুখভোগ ক'রবে ? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী ত'য়েছেন, ছোটভাই কয়েক খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যুশয্যায় ! —এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে সুখ আমি কোথায় পাবছি নি ।

রমেশ । দেখ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'স্নি ; ভাল চাস্ তো দূর হ, নইলে তোকে খন ক'রুনো ।

প্রফুল্ল । তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি, যে অবোধ নিরাশ্রয় বালককে বাঙ্কসেব দ্বাভে রেখে প্রাণভয়ে পালাব ? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিষাচেও অধম কার্য ক'ন্তে দেব ? আমি ধর্মকে চিরদিন আশ্রয় দ'য়েছি ধর্মকে ভয় ক'রেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই ; নশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টি বিফল হবে । সকল কার্যের শেষ আছে, তোমার কৃকার্যেব এই শেষ সীমা ! ধর্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না, মত্তক হও, আমি সত্য, আমার কথা শোন,—যদি মঙ্গল চাও, আব ধর্মবিরোধী হ'য়ো না । তুমি কখনই এ শিশুকে বধ ক'ন্তে পারবে না ।

মদন । না না, বধ ক'ন্তে পারবে না । ধর্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্মরাজ আশ্রয় দাও, না না, বধ ক'ন্তে পারবে না, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই ।

জগ । তবে রে মড়া মদনা, তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ ?

মদন । হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানলা ভেঙ্গে এনেছি, ধর্মরাজ আশ্রয় দাও,

ধর্মরাজ আশ্রয় দাও! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি ;
পাহারাওয়াল, আর তোমায় ভয় করি নি ; চাপরাশী, আর তোমায়
ভয় করি নি। ধর্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্মরাজ আশ্রয়
দাও।

বমেশ। প্রফুল্ল, দূর হ—ভাল চাস্ তো দূর হ।

প্রফুল্ল। আমার ভাল কি। এ সংসাবে আমার ভাল আব কি আছে ?
আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি
এতদিন মার জগ বড অস্তির ছিলেম, আজ তোমাব জন্ত ব্যাকুল
হ'য়েছি।

জগ। বমেশ বাবু, বমেশ বাবু, কি ক'ছো ? ও'দর ঠেলে ফেলে দে
ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদন। গববদাব পাহারাওয়াল, খুন ক'বেনো। ধর্মরাজ রক্ষা কর,
ধর্মরাজ রক্ষা কর!

বমেশ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোকে খুন ক'বে ফেলবো, সরে যাবি তো যা।

বাদব। কাকীমা, পালাও, তোমায় মেবে ফেলবে ;—হামি মবি, তুমি
পালিয়ে যাও।

প্রফুল্ল। তোমাব কি প্রাণ পাষণে গড়া ? এষ্ট মেহপুতলাই ছেলেকে
না খাইয়ে মারছো ! ছি ছি ছি, তোমায় দিক্, তোমায় সহস্র দিক।
আমাব কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত
হ'য়ো না, আমি আবার বলছি, ধর্ম অনেক দহা ক'রেছেন, আর
নহ্য ক'রবেন না।

বমেশ। তবে মরু ! (প্রফুল্লর গলা টিপিয়া ধরণ, ইত্যবসরে কাকীমা-
চরণ ও জগমণির বাদবকে টানিয়া লইয়া যাইবাব উদ্যোগ)

মদন। ছেড়ে দে রাক্ষসি ! ছেড়ে দে নরাদম। ধর্মরাজ রক্ষা কর
ধর্মরাজ রক্ষা কর।

সার্জন, ভ্রমাদার, ইনস্পেক্টর, প'হারাওয়ারাণের সহিত সুরেশ.

শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভগ্নহরি ইত্যাদির প্রবেশ

পীত। আ. নীচপ্রবৃত্তি নবাবম। স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা ও'চ্ছিস্।

র.মশাক বৃত্তকরণ

ডাক্তার। ওয়ে। শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে। পাল্‌স্‌ স্টেডি

(Pulse steady) আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নেই।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ পাহাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি, ভয়
নেই, ভয় নেই, পারাভক্ষ্য দিয়েছি, ধর্মবাজ ক্ষা কন, ধর্মবাজ বক্ষা
কর।

সুরেশ। ডাক্তার ব'বু, এদিকে দেখুন, মেজ বৌদিদির মুখে রক্ত উঠছে।

ডাক্তার। ইস্‌ ' তাই তো।

সুরেশ। মেজবৌদিদি। মেজবৌদিদি।

প্রফুল। ঠাকুপো এসেছ? যেদোক দেখো, আমার দিন ফুটিয়েছে,

আমায় ভয় ভেবো না, আমি মা'র জন্য জোর ক'রে প্রাণ রেখে-
ছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম। আমি তোমায় মাক্‌ডি
দিয়েই সর্বনাশ ক'রেছিলেম, তুমি আমায় মার্জনা কর, আমি
জানতেন না, এ সংসাবে এত প্রতারণা! ভগবান আমায় ভাল
জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নেই, সেইখানে নিয়ে
যাচ্ছেন। আমি তাঁর হুঁখিনী মেয়ে, অনেক যজ্ঞা পেয়েছি, আজ
আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন। (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি
স্বামী। তোমাব নিন্দা ক'রবো না—জগদীশ্বর করুন যেন আমাব
মৃত্যুতে তোমাব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা—সংসারে
কারুকে কখন আপনার কর নি! আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—
জগদীশ্বর তোমায় মার্জনা করুন! ঠাকুপো, অভাগিনীকে বখন
মনে ক'রো—আমি চল্লম! (মৃত্যু)

স্বপ্নেশ। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি। মেজবৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ,
কি হ'ল! মেজদাদা। তোমায় বলবাব আর কিছু নেই।

পীতা। নর'ধম। তোর কার্য দেখ।

ভজ। বমেশবাবু, হাম বোলাধা একঠো জমিনদাব গাওয়া রাখ
দিজিয়ে। এই দেখুন না, তাহ'লে তো এট ফ্যানাদ হ'তো না;
এইবাব এই বালা পকুন।

ইনস্পেক্টার কর্তৃক বমেশের হস্ত হাতবন্ডি প্রদান

বমেশ। দেখ হাবুগ, বে-আইনী ক'বো না, বে-আইনী ক'বো না।

ভজ। বমেশবাবু, কিছু বে-আইনী নহ, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওরে
(Criminal procedure) মাদার (murder), অ্যাটেন্পট টু
মার্ডারে (attempt to murder) বালা মন দুই প'বতে তয়।

জগ। আমায় ধ'বো না, আমায় ধ'বো না, আমায় চেড়ে দাও।

জমা। চোপরাও গস্তান।

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি কাস (Case) আন'বো, তুমি
ভদ্রলোকের মেয়ের জাত থাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু
ব'লবে না? এতদিন উকিলের বার্ডির চাকার বলে কি? একটা
সেকশনে (Section) খোঁজো, দুটো মুখের কথাই থাও। বাবা,
চের বদমায়েসী দেখেও এলেন, ক'রেও এলেন, কিন্তু মামা-
মামীতে ঢেকা মেরে দিয়েছে।

জমা। কেও বমেশ বাবু, আবি ধরম দেখলায়া নেই? যব্ ভাইকো
কয়েদ দিয়া, তবতো বহত ধরম দেখলায়াথ।

ভজ। ছেলাম বমেশবাবু, ছেলাম। ধর্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি
আমার মামী আমার ওপর। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মুখেও
কখন ধর্মের কথা শুনিনি, মামীর মুখেও কখন ধর্মের কথা শুনিনি।

ইনেস্। রমেশবাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখতে পারলে না, তাহ'লে একটা হিস্টরিক্যাল ক্যারেক্টার (Historical character) হ'তে ।

ভজ্জ। রমেশবাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা ক'চ্ছে, তুমি একবার ধর্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর । তোমার মুখে ধর্মের দোহাই শুনে লোক যে ব্যয়েসে আছে, সেই ব্যয়েসেই থাকবে ।

মাদব । কাকীমা, কাকীমা ।

ভাক্তার । ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে তোমার কাকীমা, ভয় কি ? তুমি এই ঢুখ খাও ।

মাদব । আমাব মা কি আছে ?

ভাক্তার । তোমার কাকীমা আছে, ভয় নেই ।

পীতা । নরাদম, নররাক্ষস । সংসারটা এমনি ছারখাবে দিলি ?

ভজ্জ । সে কি পীতাম্ববাবু, নি ব'ল্ছো ? এমন কুলের স্বজ্ঞা আব হয় । আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওঃ ন'ম গাইবে, সমরাজ ওকে নরকের মেট ন'রে দেবে । মামাবাবু, মামীমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর কে যে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা কব্তে ; এমন পাখন-কুচির প্রাণ, দোহাট ব'লছি, আমার বাপেব জন্মে দেখিনি । এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার'ছিলে ! তোমাদের বাহাছবি যে আমার চোখেও জল বা'র ক'বেছ ।

মদন । প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায় । দেখ, এত পাহারাওয়াল জমাদার এসেছে, আমি আর কিচ্ছু ভয় করি ন । প্রফুল্ল, তোমার বাঁচাতে পারলেম না, এই আমাব দুঃখ রইল । আমি পাগল নই, আমি পাগল নই, ধর্মরাজ রক্ষা কর, ধর্মরাজ রক্ষা কর !

ভজ্জ । না তুমি পাগল নও, আমি যুক্তকণ্ঠে বলছি । মা, তুমি এই পাগলকে মাহুষ ক'বেছ, কিন্তু মা তোমার মৃত্যুতে যেন ভজ্জহরি

হুবুজি দূর হয় ! মামাবাবু, মামোমা, বমেশবাবু, দেখ—আমি যদি
জজ্জ হ'তেম, তোমাদের মাপ ক'রতেম, তোমরা স্বার্থ-ই অভাগা।

উম'হুল্লরীর প্রবেশ

উমা। বাপ্প্রে, বুক যায়, বুক যায় ! বুক যায়। (মুহূর্বা)

সুরেশ। ভাই শিবু, আমাব কি সর্বনাশ দেখ। মা, মা, জননি!

তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে বস, মা গো, দেখ—
আমি প্রাণ ধ'রতে পাচ্ছি নি।

ভজ। “সর্বনাশে সমুৎপন্নে ধর্মঃ ‘তাজ্জতি পণ্ডিতঃ’---সুরেশবাবু, তোমার
সর্বনাশ উপস্থিত। যাদবকে পেলে এই ঢের, আব বেশী কাঁদা-
কাটা ক'রো না, যা হবাব হ'য়ে গিয়েছে, ফেরবাব তো নয়।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। এই যে—আমার বার্ডিই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে
এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে বমেশ! দেখছো,
দেখছো দেখ, মরবার সময়ও দেখবে, দেখ, দেখ। আমার সাজান
বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা। আমার সাজান বাগান
শুকিয়ে গেল।

যবনিকা

২০৩১.১, রিধান সরণী, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর
পক্ষে শ্রীমহারোণ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও নৈলেন প্রেস, ২৩, বৃগলকিশোর
বাস লেন, কলিকাতা হইতে ত্রিতীর্থপদ রাণী কর্তৃক মুদ্রিত।

দৃশ্যবিচার—টীকা

১ম অঙ্ক

১ম গর্ভাঙ্ক

নাটকের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যকার নাট্যবস্তুর মর্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য স্রীতি ও মাধুর্যের পরিপূর্ণ পসরা, ‘সাজান বাগানের’ উপর বজ্রাঘাত পড়িল। সমালোচকগণের মধ্যে কেহ কেহ যদিও এতটা আকস্মিকতা সমর্থন করেন নাই তথাপি নাটক যে এই দৃশ্যেই তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ নিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। **Dramatic irony**র বহুমুখী প্রকাশ এই দৃশ্যে লক্ষণীয়।

মা, এতদিন.....অচলা থাকবেন।—

উমানন্দরীর তথা নাটকের এই প্রথম উক্তিতেই নাট্যবস্তুর আভাস দেওয়া হইতেছে। লক্ষ্মীশ্রীর পূর্ণপ্রকাশ যে সংসারে তাহা হইতে তাহার সম্পূর্ণ তিরোধানের ভয়াবহ কাহিনী এই নাটকের আখ্যান রচনা করিয়াছে।

মা, তুমি হেথায়...এস, নাইবে এস।—

প্রফুল্লের এই প্রথম উক্তিতে সেবাপরায়ণতা ও বালিকাসুলভ মাধুর্যের প্রকাশ লক্ষণীয়। নাটকের পরিণামভাগে এই চরিত্রটির পরিবর্তন প্রসঙ্গে এই অংশ স্মরণীয়।

নেই নিয়ে গেলে.....আমায় নিয়ে চল।

বালিকাসুলভ যুক্তি ও আবদার লক্ষণীয়।

ওমা, শীগ্গির এস...গলা পাচ্ছি।—

ব্রীড়াশীলা অন্তঃপুরিকা সে; বিশেষতঃ এ পরিবারের প্রাচীন সংস্কার, পরিবারের বাহিরের লোক দূরের কথা স্বপ্ন-ভাস্করের লক্ষ্যপথে বাহির হওয়া চলে না। দুর্ভাগ্যের যথচক্রের পেষণে পুরাকণার সমস্ত সংস্কার কা নির্মম ভাবে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে নাটকেব পরবর্তী অংশে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাই বলছি বাবা, হুমি উপযুক্ত সন্তান,—

এই যোগেশই দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গভীর্কে বলিতেছে, ‘মা তুমি মাতালের পিত্তম কর?’ ইত্যাদি।

আমি বলছিলুম কি, বংশটা লোপ হ’ল—

মদন ঘোষ বিয়ে পাগলা বুড়োর ভূমিকা নিয়া নাটকে দেখা দিয়াছে। কিছু স্থূল রসিকতা তাহাকে অবলম্বন করিয়া পরিবেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’, এই হিন্দুসংস্কারের সহিত বিজড়িত পুন্মাম-নরক-ভীতির মাত্রাহীন আত্মস্তিকতা এই হাস্যরসের মূল উপাদান। কিন্তু যোগেশের বংশলোপ হইবাব উপক্রম হওয়ায় আপন সংস্কারের তাড়নায় সে প্রফুল্লকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আলোচ্য এই অংশে যোগেশের বংশলোপের সম্ভাবনার সংকেত বাজিয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহার প্রতি উমানন্দরীর শ্রদ্ধা ও মদন ঘোষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তাহার চরিত্রেব বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।

কাজ! কাজ!.....একটু সক নেই!—

যোগেশের কর্মকর্তিত্বের যে পরিচয় নাটকে ঘটনার মধ্যে আসে নাই জ্ঞানদার কথায় তাহার সাক্ষ্য মিলিতেছে।

এক হুংথ সুরেশটা মানুষ হ’ল না—নাটকে দেখান হইয়াছে আঘাতের ফলে অমানুষ সুরেশই মানুষ হইয়াছে, যোগেশ নিজেই অমানুষ হইয়া পড়িয়াছে।

দাও তো বোতলটা।

তোমার সব গুণ.....না দিলেই নয় !

} যোগেশের পানাসক্তি স্বল্প

পরিমাণে পূর্ব হইতেই বিজ্ঞমান ছিল, সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পতনের রাজ পূর্বাভেদই নাট্যকার স্মৃতিত করিতেছেন।

আমার যা বিষয় আশয়.....সম্পূর্ণ অংশী—বিষয় যোগেশের ষোপাঙ্গিত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়। বিষয়ের এই বিভাজন তাহার দানবৃত্তি ও ঔদার্যের পরিচায়ক।

বড়বৌ, আজ বড় আমোদের দিন—*Dramatic irony* এখানে চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

আমার যে যথাসর্বস্ব সেথা—ব্যাঙ্ক ফেল পড়া সেকালে সাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে এক ব্যাঙ্কে যথাসর্বস্ব গচ্ছিত রাখা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। নাট্যকারের নাট্যবস্তু নিমিত্তির ইহা অগ্রতম ক্রটি। বহির্ঘাতের জটিল প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিনি স্নগভ সমাধান খুঁজিয়াছেন।

ঠাকুরপো.....শীগগির এস, সর্বনাশ হ'ল।—পরিত্রাণেব জন্ত ডাক গড়িল তাহার, যে সর্বনাশ সাধন করিবে। ইহার নাট্য-তাৎপর্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক

কি বহুরূপী.....বিজ্ঞেয়র কোথায় ?

বিজ্ঞাধর-বিজ্ঞাধরীরা দেবসমাজের ঈষৎ নিম্নে। ইহাদের বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্যে ও যাতুবিজ্ঞায়। জগৎগিরি চেহারা পুরুষোচিত। কক্ষতা ও

মৌল্যবাহীনতার ব্যঞ্জনা তির্যকভাবে প্রযুক্ত বিজ্ঞানধরী শব্দে প্রকাশমান .
কাক্সালীচরণের চেহারাটাও যে দেশের মধ্যে চোখে পড়ার মত তাহার
সমর্থন পাওয়া যাইতেছে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে । যোগেশ
তাহাকে প্রথম দর্শনে বলিতেছে, ‘ও বাবা ! এ কে ?’—জগমণি যে
বহুরূপিণী তাহা স্বপ্নেশের পরবর্তী কথাগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে ।
বহুরূপ ধারণ করায় বিজ্ঞান-জাতিশূলভ ইন্দ্রজাল বিজ্ঞান নিপুণতার
ইঙ্গিত আছে ।

দা-কাটা—কড়া তামাক ।

খরসান—কড়া তামাক ।

তোমার বিজ্ঞান.....টাকা কর্জন ।—জগমণির পরবর্তী উক্তি
‘কর্তন’ শব্দটির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে দর্শন, কর্জন ও কর্তন মিলিয়া
যে অল্পপ্রাসাঙ্গিক রসিকতার সৃষ্টি হয় তাহাই লক্ষণীয় । অবশ্য জগমণির
যে পরিচয় মেলে তাহাতে সে যে এই স্বপ্ন রসিকতার খোগ দিবার
ক্ষমতা রাখে এরূপ বিশ্বাস হয় না ।

বকেয়া নাম ধরে ডাকে কে—ভাষা-প্রয়োগের কৌশল লক্ষণীয় ।
পুরাতন নাম কাক্সালীচরণ ঘুচাইয়া সম্প্রতি হরিহর নামে কাক্সালী
পরিচিত হইয়া আছে ।

এ কাক্সালী বাবুর.....হরিচরণ বাবুর বাড়ী—তাড়াতাড়িতে
কাক্সালীর নব-গৃহীত হরিহর নাম ভুলিয়া জগমণি হরিচরণ বলিয়া
ফেলিয়াছে ।

আমি তার কম্পাউণ্ড—কম্পাউণ্ডার । নাট্যকারের হাস্যরস সৃষ্টির
প্রয়াস প্রকাশমান ।

ওমা, তাও ত বটে.....বাবুর বাড়ীর ঝি—জগমণিও একটু
অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে । কিন্তু সে হটিবার নয়, ‘কম্পাউণ্ড’ হইতে
মুহুর্তে সে ঝি হইয়াছে ।

ও যে উকিল.....তো কি বলেছি—জগমণির লোক-চরিত্র সম্পর্কে ঠিক তীক্ষ্ণ ও জ্ঞান গভীর। কিন্তু বিষ দেবার কথাটায় এইখানে একটু ঝড়াবাড়ি ঘটয়াছে।

ওরে, তোর কপাল.....(পদধূলি প্রদান)—জগমণি-শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের অভিজ্ঞতা এই পদধূলি প্রদান ব্যাপারটিতে মুহূর্তে রা পড়িয়াছে।

আরে যাওসিঁথে খারাপ হবে—পদধূলিতে আপত্তি নাই, শুধু সিঁথে নষ্ট হইবার যেটুকু ভয়।

দেখ কাকালী খুড়োঅমন দাদা কাকুর হবে না—স্বরেশ নৈষিদ্ধ প্রমোদের সঙ্কানী কিন্তু তাহার সংশোধনের একটি পথ খোলা। দাদা ষোণেশকে সে চেনে, প্রাণ দিয়াও তাহার স্বার্থ সে বক্ষা করিবে।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক

রাঙ্গা জলপড়া—মদ।

“মেজদাদা,..... বলবেন, খুব করেছ।”—জগমণির বাড়ী হইতে গকা না পাইয়া স্বরেশ যখন প্রকুলকে ঠকাইয়া মাকড়ি নিয়া গেল তখন রমেশকে তাহা পত্রযোগে জানাইয়া নিজের সর্বনাশের পথ খুলিয়া দিল। রমেশকে সে অগ্ন্যাগ্ন সকলের মতো, এখনও চেনে নাই, গবিয়াছে সম্বন্ধ প্রশ্নই পাইবে।

এঁর জন্তেও মাদুলি.....ছোঁব না—স্বরেশ ভাবিয়াছে মদ রমেশের নিজের জন্ত। সে তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও শঙ্কিত হইয়াছে। সে

নিজে মদ খায় না, এবং খাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহা সংশোধনের পক্ষে নাট্যকার আর একটা পথ খোলা রাখিলেন।

যাতে পরের অপকার.....দাদার কাছে যাই।—প্রাচীন নাটকে স্বগতোক্তির বহুল ব্যবহার ছিল। অবাস্তবতার হাত হইতে নাটকে পরিত্রাণ দিবার জন্ত আধুনিক কালে ইহা সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আলোচ্য স্বগতোক্তিটি বর্জিত হইলেও রমেশ চরিত্রটির ক্রিয়া-কলাপ মোটেই হ্রাস হইত না।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক

যোগেশ প্রথম আঘাত সামলাইয়া উঠিয়াছে। আর মদ ছুঁইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কিন্তু স্বরেশ মাকড়ি চুরি করিয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া বে-পরওয়া হইয়া পুরাপুরি মাতালের ন্যায় মদ খাইতে লাগিল। তাহার বর্তমান আচরণ ও কথাবার্তায় তাহার মধ্যে কোন কালে একটা ভদ্র সুস্থ মন ছিল তাহা আব মনে হয় না। কিন্তু তৃতীয় গর্তাঙ্কের শেষে যোগেশকে মদ খাওয়াইয়া কার্যসিদ্ধি করিবার সংকল্প অনুসারে ঘটনা যে আপনা হইতে রমেশের অহুকুল ধারায় চলিবে এট একটু অবিশ্বাস্ত মনে হইলেও মঞ্চে এই দৃশ্য অতি জমার্ট হয়। মন্তপে সামনে প্রথমে মদের প্রসঙ্গ তোলা, পরে তাহার চোখের সামনে বোতল উঁচু করিয়া মদ ঢালা, পরে হাতের কাছে মদ রাখিয়া তাহাকে একাকী রাখিয়া যাওয়া এবং সেই মুহূর্তে স্বরেশের চোর অপরাধ প্রবণের ফলে প্রথমই মদের পাত্র তুলিয়া নেওয়া অভিনয় কালে বিন্দু অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু রমেশের ভয়নায় উমাসুন্দরী প্রভৃৎ বধন চলিয়া গেল তখন যে ভাবে সে যোগেশের মোহর সহ দস্তখ

নিয়াছে তাহাতে বাস্তবতা সম্পর্কে সামাজিকগণের সন্দেহ জাগে। মাতালের মন্তব্যও একটা সীমা আছে, যোগেশ সে সীমা এখানে লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রমেশকে একটু অগ্রমনা দেখিয়া যোগেশ নিজেই বলিতেছে, ‘কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ; আমি বুঝতে পেরেছি।’ দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে যোগেশ বলিতেছে, ‘রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই করেছি?’ যোগেশের যে পানোন্নত হইয়া সই করিবার ব্যাপারটি সামাজিকগণ সম্যক পরিপাক কবিত্তে পারেন নাই এ সন্দেহ নাট্যকারের নিজের মনেই আসিয়া থাকিবে, সেই কারণে মতপানে যে যোগেশের বাহুজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহা সামাজিকগণের বিশ্বাসযোগ্য করিবার নিমিত্ত যোগেশের মুখে এই প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ব্যাঙ্ক যে পেমেট শুরু করিয়াছে এ খবর রমেশ ব্যাঙ্কের দেওয়ানের নিকট হইতে পাইল কিন্তু যোগেশের সহিত তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে সে দিল না। এই ব্যাপারের পরে রমেশের স্বগতোক্তিটি অনাবশ্যক। রমেশের পরবর্তী উক্তি ও ত্রিয়ারকলাপের এমন কোন ফাঁক নাই যাহার পূরণের জন্ত এই স্বগতোক্তির প্রয়োজন ছিল। এই দৃশ্যের ঘটনাস্থল রমেশের বাড়ির চক। এই একই স্থানে ব্যাঙ্কের দেওয়ান, কাঙ্গালী, পীতাম্বর, জ্ঞানদা এবং জমাদার ইনসপেক্টার পর পর আসিয়া রমেশের সঙ্গে দেখা করিল। ইহাদের প্রত্যেকের সহিতই রমেশের সাক্ষাৎকার

একান্ত নিভূতে হওয়া দরকার। কাহারও সাক্ষাতে অপরের লিখিত কথাবার্তা চলিতে পারে না। নাট্যকার এ বিষয়ে যদি অবহিত হইতেন তবে অবশ্যই ঘটনাস্থলের পরিবর্তন করিতেন।

শেওরালে—শিহরিয়া উঠিলে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রমেশ যে হস্তান্তরণ পত্র যোগেশের দ্বারা কোশলে স্বাক্ষরিত করিয়া লইয়াছিল তাহা রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে যোগেশকে সম্মত করিতেছে। পূর্ববর্তী দৃশ্যে রমেশের যে কপটতা ও অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশমান এ দৃশ্যেও তাহা সমান ভাবে স্ফুর্ন আছে। এখন পর্যন্ত রমেশকে কেহ সন্দেহ করিতেছে না। সে যে পরিবারের শুভার্থী এই ধারণাই সকলের মনে কাজ করিতেছে।

আজ্ঞে সব খবব.....এ কি!--ব্যাপারীদের প্রসঙ্গ সূক্ষ্ম-মস্তিষ্ক যোগেশের সামনে যাহাতে না ওঠে সেই উদ্দেশ্যে রমেশ দ্রুত স্থান ত্যাগ করিল।

ও বাবা! এ কে?—কান্ধালীচরণের চেহারা যে তাহার চরিত্রানুরূপ এই ভাবটিই যোগেশের এই আতঙ্কে প্রকাশমান।

টুএলভ আউন্স পোর্ট.....একটু দিন।—মতৃপানের কুফল দূর করিবার এই প্রতিবেদকটি কান্ধালীচরণ নিজে নির্দেশ করে নাই, ইহা রমেশেরই বিধান।

দাদা, আমার ঠেয়েই.....পাঠিয়ে দিচ্ছে।—রমেশের কাছে যে লাল রং মিশ্রিত ব্রাণ্ড আছে কান্ধালীচরণের কাছেও তাহারই অন্ত অংশ আছে। রমেশের নিকট যাহা আছে তাহা যদিও

রমেশ ফ্রান্স হইতে আমদানি বলিয়া চালাইয়াছে তথাপি অভিজ্ঞ মন্তপ যোগেশের দ্বাণে তাহা ত্রাণ্ডি বলিয়া বোধ হইয়াছে। কিন্তু কাক্সালীচরণের নিকট হইতে যে রং-করা ত্রাণ্ডি পোর্ট নামে আসিয়াছে তাহারও একই রং, কাজেই অন্তরে পানলুক যোগেশের কাছে পার্থক্যটা বিশেষ ধরা পড়ে নাই। ইহার বিশেষ কারণ এই যে রমেশকে সে তখনও সন্দেহ করে নাই।

ও কি খাচ্ছ ?ও ওষুধ।—উমাহন্দরী কিছু সন্দেহ করিয়াছেন মনে করিয়া রমেশ তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত কবিল।

রমেশ, রমেশ--সই করেছি ?—যোগেশকে দিয়া রমেশ তাহার মন্ততার স্ত্রযোগে হস্তান্তরণ পত্রে সই করাইয়া নিয়াছে। কিন্তু মতাই কি যোগেশ সই করিয়া মোহর কবিয়া দিবার মত অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল এবং তাহা পরে ভুলিয়া গিয়াছে ? তাহার মন্ততা কি এতদূর ঘটিয়াছিল ? তবে পরক্ষণেই সে উমাহন্দরীকে বলিল কেন, 'রমেশ মাতাল দেখে সই কবিয়ে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—?'

ভাই, একটা কথা... উপর দিয়েই সক।—ট্রাজিডির মূল কর্তব্যের বহুমুখী সমশক্তি আকর্ষণে, ভালোর সঙ্গে মন্দের দ্বন্দ্ব নয়, ভালোর সঙ্গে ভালোব দ্বন্দ্ব কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষম বিভ্রান্ত মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় ট্রাজিডি নাট্যবস্তু বচনা ক বয়া থাকে। [চরিত্র-বিচার দ্রষ্টব্য]

মাতাল নাম.....নামও বাজলো।

যখন সুনাম গেছে.....আব কিসের টানাটানি ? } যোগেশের বর্তমান

অবস্থার বিশ্লেষণে তাহার নিজের অন্তরের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়িয়াছে। সুনামের প্রতি মূঢ় আত্যস্তিক আকর্ষণ অনেকটা নিষ্ফল মনোবিলাসের সৃষ্টি করিয়া তাহার কর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

একটি মাতাল.....একটি চোর।—আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তির অভাব, অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড ব্যর্থ ক্ষোভ ও অভিমান, আত্মধিক্কার, চিন্তাশক্তি এবং নিকপায় আত্মসমর্পণ এই ত্রৈলোক্যের মধ্যে বাজিয়া উঠিয়াছে।

সুনাং খুইয়েছি.....আর আমাব নেই। সুনাং-প্ৰীতি বিষয়ে উপরিউক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য। স্বর্ণীয় :—

Good name in man and woman, dear my lord,
Is the immediate jewel of their souls :
Who steals my purse steals trash ;
But he that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches him,
And makes me poor indeed

Othello, III, 3

ঠাকুরপো.....ও বড় অভিমানী। জ্ঞানদার এই উক্তিটি যোগেশ-চরিত্রের কৃৎক।। এই অভিমান তাহাঃ কর্মপ্রণালীর নিয়ন্ত্রণে একটি বিশিষ্ট শক্তিরূপে দেখা দিয়াছে।

তৃতীয় গভীরতা

তুমি যে পেটেন্ট.....বেধে রেখেছি।—পেটেন্ট শব্দের অর্থ জগৎগিরি জানা নাই। সে ভাবিয়াছে এমন জম্মাট উৎসবে মাংসের আয়োজন আছে কিনা শিবনাথের তাহাই জিজ্ঞাস্য। জগৎগিরি উক্তিটি যে মিথ্যা তাহা এই দৃষ্টের শেষে “আমি বাঁধি গে” কথাটিতে ধরা পড়িয়াছে। প্রসঙ্গটির কৌতুকরস উপভোগ্য।

বাঃ—বাঃ, বলিদার।—এ পাখী শুধু, দেখিতেই সুন্দর নয়, আবার কথাও বলে।

“দিনেতে অশ্বিনী……কামিনী!”—এখানে একটি পৌরাণিক কাহিনীর সংকেত আছে। যুগযুগান্তে রাজা দণ্ডী বনমধ্যে একটি স্থলক্ষণা ঘোটকীকে দেখিয়া তাহাকে অন্তঃসরণ করেন। সন্ধ্যাগমে ঘোটকী একটি সুন্দরী নারীর মূর্তি পরিগ্রহ করিল। রাজা তাহাকে প্রাসাদে লইয়া আসেন। শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইয়া দণ্ডীর নিকট ঘোটকীকে প্রার্থনা করেন। দণ্ডী অসম্মত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক ঘোটকীকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। দণ্ডী মদ্যম পাণ্ডব বৃকোদবের শরণ লন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহস্র আবেদনেও শরণাগতের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া ভীষ্মসেন দণ্ডীকে তাঁহাব হাতে তুলিয়া দিলেন না। বৃদ্ধ অনিবার্য হইল। উভয় পক্ষে ক্ষত্রিয় রাজগণ যোগদান করিলেন এবং দেবগণও দুই পক্ষের সমর্থক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় যে ঘোটকীব জন্তু এই যুদ্ধের আয়োজন সে অঙ্গরীকূপে আকাশ পথে স্বর্গে যাত্রা করিল। দিবসে ঘোটকী ও রাত্রিতে যে নারী দেহ ধারণ করিত সে অঙ্গরী, স্বয়ং শাপ-গ্রস্তা উর্বশী। অষ্টবজ্র সম্মেলন ঘটানে তাহার শাপমুক্তি ঘটবার কথা ছিল। বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের বজ্র, কান্তিকেশ্বরের শক্তি, কালীর খড়্গ একযোগে অষ্টবজ্র বলিয়া কথিত। যুদ্ধে এই সকল দেবদেবী যোগদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবগোবব নাটকটি বিবচিত।

কামিন্যের……গাছ চালা জান ?—তত্ত্বোক্ত নানা আভিচারিক ক্রিয়া ও বাহুবিস্তার জন্ত আসাম ও তাহার অন্তর্গত কামাখ্যা বিখ্যাত। মন্ত্রপুত বৃক্ষকে দেশ হইতে দেশান্তরে আকাশপথে প্রচালিত করাকে গাছচালা বলে।

হোসেন খাঁ— বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক।

তোম কে ছায় ?...সেলাম বাবুসাব।—পশ্চিমা দারোয়ান বাঙ্গালীর বোধসৌকর্যার্থে কষ্ট করিয়া বাঙ্গালা এবং জগমনি হিন্দীভাষীর সহায়তা করিবার নিমিত্ত অবলীলাক্রমে হিন্দী, তাহার হিন্দী, বলিতেছে। নাট্য-কারের কোতুক সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। কথাবাত্তা—কথাবার্তা।

এমন ফাঁকা জায়গা.....জায়গা করেছে ?—সাহাতে পলায়ন দুরূহ হয় সেইজন্য এইরূপ কোণঠাসা করা হইয়াছে।

(ও আমার).....মজায় দিল। এমন একখানি স্থান কালের উপযোগী গান হুল'ভ। যেমন টহার ভাষা, তেমন ইহার ভাব, তেমন ইহার স্বতঃসিদ্ধ গীতিরস। গিরিশচন্দ্র ব্যতীত এহেন গানের দ্বিতীয় স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যে নাই।

গস্তে গেছে বাছার দাড়ী.দাড়ী বিকাইয়া গিয়াছে। এখানে মাকুল মুখের, এবং সমস্ত গানটিতে বিকট-দর্শন বদনশ্রীর, ব্যাজস্বতি চলিয়াছে।

অগ্নিদঙ্কাল.....প্রদঙ্কা কুলে মম—এটি বিবাহ মন্ত্র নয়, মৃতকে জল-পিণ্ডদানাদির মন্ত্র। বিস্তৃত পাঠ—‘অগ্নিদঙ্কাল যে জীবা ষেপ্য-দঙ্কাঃ কুলে মম।’

কি! বোঁকে সাক্ষী.....চুবি করেছি।—স্বরেশের চরিত্রের ভিতরে যে বংশগৌরব বোধ এবং সংসাহস বিদ্যমান তাহার পরিচয় এখানে ও তাহার পরবর্তী উক্তিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বোঁ যে সাদ্যৎ.....মহাপাতক হবে—প্রফুল্লের প্রতি তাহার প্রকায় স্বরেশ ও প্রফুল্ল উভয়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান, তবে স্বরেশের ভাবানুভূতি প্রকাশ ভঙ্গিতে কিছু পরিমাণ অকারণ আড়ম্বর আনিয়া ফেলিয়াছে।

চতুর্থ গভীর্ণ

এই দৃষ্টে রমেশের শঠতা সকলের কাছে স্পষ্ট হইয়াছে। পীতাম্বর থানা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে যে রমেশ স্বরেশকে ধরাইয়া দিয়াছে। যোগেশের কাছে সংবাদ পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সে এখন অকর্মণ্য, অধঃপতিত, মত্তদাস। রমেশ এখন আর পরওয়া করে না, কারণ বিষয় রেজিস্ট্রী করিয়া বেনামী কবা হইয়া গিয়াছে।

মা, বড় প্রাণ কাঁদছে.....ছি ছি ছি।—পারিবারিক জীবনে যে শান্তি, যে স্নিগ্ধতা পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রেরণা জোগায় তাহার প্রাচুর্যের ফলে পরিশ্রমকে যোগেশ ভয় করে নাই। আজ দুর্ভাগ্যের দিনে মা, ভাই, স্ত্রী সকলেই যদি যোগেশের শঠতার অপবাদের বিনিময়ে একান্ত স্বার্থপরতার নীতিতে সম্পত্তি বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর তবে তাহাকে আর দায়িত্ব পাগনের জগু আহ্বান কেন?

প্রাণের জগু.....দোব খুলে দিয়েছি।—যে তীক্ষ্ণ ত্রাণবোধ এই আবেগ কম্পিত উক্তি প্রকাশমান তাহার সহিত তাহার যে দুর্বলতার প্রকাশ বিপৎপাতের মুহূর্তেই পরিলক্ষিত হইয়াছে এই উভয়ের কোন সঙ্গতি নাই বলিয়া এই উক্তি প্রাণস্পর্শী হয় নাই। নতুবা সংলাপ রচনায় গিরিশচন্দ্রের দক্ষতার সাক্ষ্য হিসাবে এ সকল উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য।

এ দুঃখের সংসারে.....সে বড় আমার নাই।—তুলনীয় :—
'Good name in man and woman' ইত্যাদি। সুনাম-প্রীতির আতিশয্য যোগেশ-চরিত্রের অন্তর্নিহিত সর্বনাশের বীজ বলিয়া মনে হয়। মতাসক্তি তাহাকে প্রাণবান করিয়া তুলিয়াছে।

একটা কথা বলি.....ধরিয়ে দিয়েছেন। রমেশের বিকল্পে এই প্রথম স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রচারিত হইল।

ওমা! সাহেব আসবে.....তা পারবো না।—দ্বারের অন্তরাল হইতে যে কথা বলিবার কথা চিন্তা করিতে পারে নাই, সেই ব্রীড়াশীলা অন্তঃপুরিকাকে নাটকের অন্তিম দৃশ্যে যে ভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাতে বৈপরীত্যের দ্বারা রসস্থিতির প্রয়াস লক্ষণীয়।

আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও—এক দিকে মিথ্যা ভাষণের প্রতি চিন্তেব স্বাভাবিক বিমূৰ্ততা, অগ্রাদিকে স্বামিভক্তির দিকে শিক্ষা সংস্কার ও সহজ প্রবণতা এই বালিকা বধুটিকে উভয় সঙ্কটে ফেলিয়াছে কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তরকে শেষ পর্যন্ত সত্য্যাত্ম্যের দিকে তাহাকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়াছে। রমেশ যখন তাহাকে প্রাণের ভয় দেখাইল, ত্যাগ করিবার ভয় দেখাইল তখন প্রত্যাখ্যাত স্বামীকে অশ্রু ছাড়া তাহার আর কিছু উপহার দিবার রহিল না। এই অশ্রুপ্লুতা অসহায়া বধুটির প্রবল নীতিবোধ ও অদম্য প্রাণশক্তির দুর্লভ কাব্যময় প্রকাশ এখানে তাহার ভবিষ্যৎ দুর্লভ কর্মপ্রেরণার প্রস্তুতিপর্ব রচনা করিয়াছে।

কি মাতলামো করছো?—রমেশ তাহার কাজ গুছাইয়া নিয়াছে। যোগেশকে সে আর ভয় করে না, সম্মমণ করে না। তাহার ক্রিয়াকলাপ যাদবও জানিয়া গিয়াছে।

বুড়ো মাকে চালকুমড়ি কর।—হস্ত পদ গ্রীবা-সন্ধি ভগ্ন করিয়া সমস্ত শরীর পিণ্ডবৎ কর। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার অভিধানে ‘চালকুমড়ি করা’ সম্পর্কে লিখিতেছেন,—‘চালের কুমড়ার মত বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে চালের উপর তুলিয়া তথা হইতে গড়াইয়া নীচে ফেলিয়া হত্যা করা। কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এই উপায়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সদৃগতি বা সংকার করার প্রথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা উপহাস স্থলে উক্ত হয়।’

মা আমার রত্নগর্তা.....একটি চোর।—যোগেশের উক্তি হইতে

প্রতীয়মান হয় যে, সে সমস্ত ঘটনার বহিরাগত উদ্দাসীন দর্শক মাত্র সে নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ ভাষ্যকার। এই জীবন-নাট্যে অধঃপতিত যোগেশের খে ভূমিকা, প্রাক্তন নীতিবাদী কম্বী যোগেশের কণ্ঠে যেন তাহার সম্পর্কে দ্বিচার বাজিয়া উঠিয়াছে।

আলোচ্য দৃশ্যটির সংঘটনস্থল যোগেশের বাটীর দরদালান। এখানে অনেক চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। যে উমাসুন্দরী রমেশের সহিত সাক্ষাতের জন্ত অধীর তিনি প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে রমেশের প্রবেশ এবং প্রফুল্লের সহিত তাহার সংলাপ নাটকে দেখান হইয়াছে। প্রফুল্লকে ভীতি-প্রদর্শন এমন স্থানে ঘটয়াছে যেখানে উমাসুন্দরী যে কোন মুহূর্তে প্রবেশ করিতে পারেন। দৃশ্যসংস্থানের ক্রটি বলিয়াই ইহা বিবেচিত হইবে।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক

আলোচ্য দৃশ্যটি প্রশমন-দৃশ্য (Relief Scene)। স্বদেশের ফৌজ-দারী-সোপর্দ হইবার সংবাদ বাড়ির সকলের কণ-গোচর হইয়াছে এবং রমেশ যে তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে ইহাতে যাদব পর্যন্ত চকল হইয়া উঠিয়াছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রফুল্লকে প্ররোচিত করিয়া ব্যর্থ রমেশ তাহাকে শেষ পর্যন্ত নানারূপ ভয় দেখাইয়াছে। চতুর্থ গর্তাঙ্কের এই ঘটনার পরে ষষ্ঠ গর্তাঙ্কের বিচার দৃশ্য সামাজিক চিন্তকে কৌতূহল ও উত্তেজনায় আলোড়িত করিবে। এই দুই দৃশ্যের অন্তর্বর্তী এই আলোচ্য দৃশ্যটি নাট্যকার লঘুতর উপাদানে নির্মাণ করিয়াছেন। কৌতুকরসের অবকাশ আলোচ্য নাটকে অতি সংকীর্ণ। এখানে মদন ঘোষকে নোটচুরি বিষয়ে সাক্ষ্য দানে প্ররোচিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে,

এইখানে নাটকের সহিত দৃশ্যটির যোগ। নতুবা কোতুকরসৃষ্টির গতানুগতিক পদ্ধতির অনুসরণে এই দৃশ্যটির বিশেষ সার্থকতা নাই।

কত বড় অপমানটা.....কনে বল্লে—অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে কাকালী-জগমণির যে স্বণ্য প্রয়াস নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে কাকালীচরণের এই উক্তিতে সামাজিকগণের মনে কোতুক উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিও স্থান পায় না।

যেদোকো.....আছেডে মার।—মদন ঘোষের বংশরক্ষার সমস্ত্রার ক্রান্তিহীন উল্লেখ এবং অর্ধ-প্রকৃতিস্থ যোগেশের মুখে বহুবার যাদঘের প্রাণ-ঘাতের শব্দার প্রকাশ ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সামাজিকচিত্তে দুর্নিমিত্তের ছায়াপাত করিবে এই অভিপ্রায় নাট্যকারের ছিল বলিয়া মনে হয়।

বর্ষ গভীর্ষ

পুলিশ কোর্টের দৃশ্যে আয়োজনের অভাব নাই কিন্তু সুরেশের স্বীকারোক্তির ফলে বিচারের প্রসঙ্গ জটিল ও বহু বিস্তার হইতে পারে নাই। সুরেশের শেষের দিকের উক্তিগুলি আর একটু সংক্ষিপ্ত হইলে অপেক্ষাকৃত শোভন হইত। তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে সুরেশ বয়সে তরুণ। সুরেশের নিগূঢ় শক্তি ও ঔদার্য এই দৃশ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। শিবনাথের সহিত তাহার বন্ধুত্ব এখানে আরও দৃঢ় হইল। পরবর্তী কালে ইহার ফলে সে সুরেশের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছে।

সুকলাস গুঁই.....বেওয়া আসাম—পাহারাওয়ালার প্রতিমাত্র বিদ্রবণ কোতুকর।

পাওয়া—সাক্ষী, সাক্ষ্য। আরজি—আবেদন।

দাদা মেজদাকে.....তিনিও আসেন নি—যোগেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সুরেশের যে ধারণা নাই তাহা এই অভিমানপূর্ণ উক্তিতে প্রকাশমান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক

কৌতুকমণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিবেশে এই দৃশ্যটির উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। পীতাম্বরকে প্রথম কাঙ্গালীচরণ ও পরে রমেশ উৎকোচ দানে বশীভূত করিবাব চেষ্টা করিয়াছে। পরে কাঙ্গালীচরণ তাতাকে বিতাড়িত করিবার অয়োগ পছা নির্ধারিত করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকীয় ইংরেজ নাট্যকার Sheridan-এর Rivals নাটকে Mrs. Malaprop নামে একটি চরিত্র শব্দার্থের জ্ঞানের অভাবে শব্দের যে অপপ্রয়োগ করিয়াছে তাহা তাহার নামান্তসারে অভিধানে malapropism নামে অন্তরূপ শব্দ প্রয়োগবীতি বুঝাইতে গৃহীত হইয়াছে। কাঙ্গালীচরণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিবার জগ্ন ভদ্রতার মুখোশ পরিয়া আসিয়া পীতাম্বরের সহিত কথা বলিতে malapropism এর উদাহরণ হইতে পারে এইরূপ কতিপয় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু পীতাম্বরকে মনিবের পক্ষ হইতে সরাইবার অপকৌশলে বার্থ হইয়া ভদ্রতার মুখোশ খুলিয়া ভদ্রবীতি ত্যাগ করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ বাক্যবীতির ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

বিচার-দৃশ্য ও জেলের দৃশ্যের অন্তর্বর্তী এই দৃশ্যের প্রথম দিকে কৌতুকবস সৃষ্টির প্রয়াসে সামাজিকচিত্রে ভাবপ্রশমনের দিকে নাট্যকারের অভিনিবেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আপনাকে আমি.....প্রকাণ্ড অজ্ঞ।—প্রদর্শন স্থলে দর্শন, আড়ষ্ট স্থলে আকৃষ্ট, অজ্ঞ স্থলে বিজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল।

আপনার বন্ধুত্ব.....বিশিষ্ট ধৃষ্ট।—যাজনা স্থলে যাচ্‌ঞা, স্থললিত স্থলে লালারিত হইবে। ধৃষ্ট শব্দটি বিশিষ্ট শব্দের অল্পরূপ ধ্বনি লইয়া অকারণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘ব্যক্তি’ বা অল্পরূপ একটি শব্দ বসিলে বাক্যটি পূর্ণ হইত।

আমার নিতান্ত.....বিচলা হন।—কাক্সালীর বক্তব্য বিচলা নয়, অচলা।

আপনি তো.....উদ্ভ্রান্ত কন্তে এমেছি।—অসিত নয়, শুভ্র (সিত), সংযম নয়, সঙ্ঘম ; প্রদেশে নয়, স্বদেশে ; ‘কাল কবলিত হন’ নয়, কালান্তিপাত করতে পাবেন ; উদ্ভ্রান্ত নয়, উদ্‌যোগী।

আপনি আপনার.....করিতে প্রস্তুত ?—পর্যবেক্ষণ নয়, অবস্থান।

উত্তম উত্তম,.....বিখ্যাত করছি।—বিখ্যাত স্থলে ব্যক্ত হইবে।

উত্তম, উত্তম,.....পরিলোচনা করে দেখুন।—পরিলোচনা স্থলে পর্যালোচনা হইবে।

শাদা কাক্স.....আড়ষ্ট হয়েছি।—গলিঙ্গ (আরবী শব্দ, অর্থ নোংরা) নয়, সহজ, সোজা ; আড়ষ্ট নয়, আকৃষ্ট হইবে।

আমি আপনাকে.....অনটল পাবেন।—অনটল স্থলে অটল হইবে।

এট কথটি.....মতন বলেন।—অবিভীষিকা স্থলে বিভীষিকা হইবে।

তুমি তো নেহাৎ.....মারা যাবে।—বার্থ-মনোরথ কাক্সালীচরণ ভদ্রসমাজসম্মত ‘আপনি’ ছাড়িয়া ‘তুমি’ ধরিয়াছে।

আপনি এর অন্ত.....এক রকম করতে হবে।—কাক্সালীচরণের বুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগিয়াছে। এই অংশ হইতে রসেশের

অগ্রগামিতা কিছু পরিমাণ খর্ব হইয়াছে এবং ঘটনার বাশ তাহার হাত হইতে অনেক পরিমাণে জগমগি-কাঙ্গালীচরণের হাতে চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় গর্তীক

বিষয়ে সুরেশের যে অংশ আছে তাহা তাহাকে দিয়া গিয়াইয়া লইবার জন্ত রমেশ কাঙ্গালীচরণকে সঙ্গে নিয়া তাহার মতিত জেলে সাক্ষাৎকারের জন্ত আসিয়াছে। কিন্তু সুরেশ তাহার হলনা ধরিয়া ফেলিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে বিচাবে যখন তাহার জেল হইল তখনও রমেশের শঠতা সে ঠি ধরিতে পারে নাই। জেলের যে ছবিটা এই দৃশ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সুরেশের কষ্ট ভোগটা নাট্যকার বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। দুর্নীতি যে সর্বত্র প্রবল, উৎকোচ দানে যে সকলেই বশীভূত হয়, জেল যে দ্বিতীয় নরক এই বোধটা দর্শকচিত্তে পৌছাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ছটা বছর - দেখতে যাবে।—প্রথম কয়েদী সুরেশের কাণ্ডবাস কাল ছয় বৎসর কেন বলিল, বলা শক্ত। দ্বিতীয় কয়েদীর কথায় বোঝা যাইতেছে, সুরেশের জেলে আটাদিন কাটিয়াছে। তাহা হইলে তাহার কারাবাসের আব মাত্ৰ দিন অবশিষ্ট থাকিবার কথা। সাত দিন যেখানে থাকি থাকিবার কথা সেখানে ভুল করিয়া ছয়দিন সে বলিতে পারে, ছয় বৎসর বলিল কেন? সুরেশের কাতরতা ও করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া সে কি ভুল করিয়া দিনের স্থলে বৎসরের হিসাব করিয়াছে? কারণ মাত্র কয়েকদিনের জেলে মাহুষ যে মত ক্লিষ্ট হইতে পারে তাহা তাহার মত অভিজ্ঞ কারাবাসী অপরাধী বোধ হয় ভাবিতেও পারে নাই।

তিন কয়েদীর মাত্র কয়েকটি কথায় দেখা যাইতেছে, প্রথম কয়েদী একটু সহানুভূতিপ্রবণ কিন্তু তাহা হইলেও সে নিঃস্বার্থ নয়। স্বরেশের পাথরগুলির অর্ধেক সে ভাঙিয়া দিতে পারে কিন্তু উপযুক্ত ব্যবহার বিনিময়ে। জেলের কয়েদীর উপযুক্ত কথা।

দ্বিতীয় কয়েদী নূতন আগোচনার সূত্র ধরাইয়া দিল মাত্র। তৃতীয় কয়েদী পরসীডনে অনেকটা বেশি অগ্রসর। মেট সর্দার-কয়েদী এবং দুর্নীতি প্রসারের ব্যাপারে সে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও সক্রিয়।

দাদা, তোমার.....কাজালী কেন?—আমাদেরও সেই প্রশ্ন। কাজালীচরণকে সঙ্গে লইয়া জেলে গেলে স্বরেশের সন্দেহ তো হইবেই। সাক্ষীর দস্তখত তো পরে করাইলেও চলিত। যমেশের মত ধুরন্ধর ব্যক্তি এ ভুল করিবে কেন?

দাদা ফাঁকি দিয়েছেনজেলেও কলুষিত।—স্ববেশেব উক্তিগুলি এখানে দীর্ঘ কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। স্বঅভিনেতাকে অভিনয় কৌশল প্রদর্শনের প্রচুর অবসর নাট্যকার এখানে দিয়াছেন।

দাদা, বড় নিরাশ... তয়ের হয়নি।—জেলে যমেশের প্রাতি স্বরেশের শেষ উক্তি। প্রথমাংশে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের প্রকাশ মুহূর্ত্ত স্বাভাবিক কর্তে, দ্বিতীয় অংশে আবেগময় উচ্চকণ্ঠে প্রাণস্পর্শী রোষের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি এবং শেষ অংশে পুনরায় নিম্নকণ্ঠে অন্তরের সমস্ত ঘৃণা ও করুণার যুগপৎ প্রকাশ। অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের বিচিত্র স্বযোগ নট-নাট্যকার এখানে অভিনেতাকে দান করিয়াছেন। বাক্যের শেষ অংশ ‘তোমার জেল হয় না কেন তা জান?—আজও তোমার যোগ জেল তয়েব হয়নি’ ক্লাসিক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য সংস্থানের ক্ষেত্র - জানদার বাড়ির উঠান। যোগেশের পূর্বতন বাড়ির সঙ্গে সম্পদের যে চিহ্ন জড়িত ছিল, আলোচ্য দৃশ্যে তাহার যেমন স্পর্শমাত্র নাই তেমনি এই দৃশ্যে উল্লিখিত চরিত্রগুলির উপর দ্বিগ্না যে ঝড়ঝাপটা চলিতেছে তাহার ক্ষয় ক্ষতি, তাহার বিপর্যস্ত দশা দৃশ্যটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশেষ ধৈর্য ও একান্ত অসহায়তা জ্ঞানদার বিষন্ন করুণ মূর্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার শেষ সঙ্গল যাদবেব মুখে-ভাতেব গয়নাগুলিও সে বাহিব করিয়া দিতে প্রস্তুত, যদি শ্বশুরের পাথর-ভাঙা মকুব হয় যোগেশ এ দৃশ্যে পানোন্নত নয় কিন্তু সম্পূর্ণ অকর্ণণ। অঙ্গগবের বেষ্টনের ফলে দৃশ্যতঃ প্রাণীর শব্দবের যেমন কোন ক্ষতি চোখে পড়ে না কিন্তু অস্থিগুলি ভিতবে ভিতরে চূর্ণ হইয়া যায় যোগেশ তেমনি বাহিবে প্রকৃতিস্থ হইলেও সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূণ্য হইয়া পড়িয়াছে। যোগেশ, জ্ঞানদা প্রভৃতিকে বাড়ি হইতে বিতাড়নের সময় বমেশ বিস্মের আশঙ্কায় প্রফুল্লকে নিদ্রালয়ে পাঠাইয়াছিল। সে তাহার সমস্ত সরলতা ও উৎকর্ষা বহিয়া জ্ঞানদার সতিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বিস্ময়ের কথা, বমেশের প্রকৃত স্বরূপ আজও তাহার নিকট ধরা পড়ে নাই। জগন্নিতির নিকট শ্বশুরের কঠিন প্রেমের সহিত কাবাদগের বিবরণ অনিবার্য ফলে উমাসুন্দরীর যে মস্তিষ্ক বিকার ঘটয়াছে আলোচ্য দৃশ্যে তাহার পূর্ব প্রস্তুতি চলিতেছে। উমাসুন্দরী ও পীতাম্বরীর সংলাপে পীতাম্বরীর করুণ মধুর অশ্রুপ্লুত মিথ্যাভাষণে এবং উমাসুন্দরীর শাস্ত্যন্বিত উৎকর্ষায় বমেশের নিষ্ঠুরতা ও কপটাচার বহুগুণ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

আমার বড় আদরের.....খালি হয়ে গিয়েছে—মনে রাখা দরকার যে রমেশ ও স্বরেশের বয়সের ব্যবধান নয় বৎসর। “মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই” এ সকল কথাই কোলের সন্তানটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণের পরিচায়ক। স্বরেশ চুরি করিয়াছে এই সংবাদে উমাসুন্দরী প্রথম আঘাত পান; রমেশ তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে, এ সংবাদ দ্বিতীয় আঘাত। যোগেশের সর্বনাশে তাঁহার মন পূর্ব হঠাৎই ভাঙিয়া ছিল। উমাসুন্দরী মনে করিতেছেন এ সকল সর্বনাশের তিনিই মূল। এই ধারণা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া তাঁহার চিচাব শক্তিকে আচ্ছন্ন করিতেছে এবং জগৎমণির চরম আঘাতের কালে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। (চরিত্র-বিচার দ্রষ্টব্য)

বুড়ো হ’লে .. ছল ছল করছে।—ভীমরথী অথবা ভীমশক্তি বাধকোৎসব দ্বিতীয় শৈশবাবস্থা। স্বল্পবিস্ত পুরাতন কর্মচারীর হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য করুণ-মধুর ছলনাঃ অশ্রুবিন্দুতে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

বাবা, আমি কি কৃষ্ণণেইস্থির হতে পাচ্ছি নি।—সমস্ত উক্তিটি যোগেশ চরিত্রটায় নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে। যোগেশ যে ধর্মভীরু, তাহাও দুর্নামভীতির যে স্বাভাবিক উপাদান তাহাও চরিত্রে মধ্যেই ছিল উমাসুন্দরীর উক্তিতে তাহার প্রবল সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। (চরিত্র-বিচার দ্রষ্টব্য)

এ বুড়ি মরবে কবে গা?—এই কড়া ধমক ও বিরক্তি প্রকাশেঃ অন্তস্তলে হৃদয়বস্তার স্নিগ্ধ প্রবাহ মর্মস্পর্শী।

ডবকা ছেলে—তরুণ, নবীন যুবা।

তোমায় বলবো কি.....জালা বড় হয়েছে।—ভাগ্যবিপর্যয়ে কঠিন পেষণে অন্তর্ম্পর্শ্য অন্তঃপুরিকা পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জ্ঞানদার প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয়ের নিঃসংশয় পরিচয় এখানে ক্ষুণ্ণ উঠিয়াছে।

রামায়ণে শুনেছিলাম.....এসে কি অয়েছে?—বান্ধুসটির নাম ভ্রম্মলোচন। ইহার দৃষ্টি যাহার উপর পড়িত সেই ভ্রম্মীভূত হইত। লক্ষ্যযুদ্ধে ইহার সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া ইহাকে ভ্রম্মসাৎ করা হয়।

ঠাকুরপো! হয়.....তাই বল।—প্রফুল্লের সরলতা প্রদর্শনে নাট্যকারের কল্পনায় একটু অতিরঞ্জনের স্পর্শ লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

চন্দ্রে কলঙ্ক আছে,.....কলঙ্ক নেই।—প্রফুল্লের চরিত্রের অবিসংবাদিত ভাষা।

তুমি জান না.....বিষ খাওয়াতে এসেছে।—বিষয়ের নিঃসপত্ত অধিকার ভোগ করার জন্ত যাদবকে হত্যা করিবার সত্যই কি কোন প্রয়োজন ছিল? অন্ততঃ রমেশ তাহাই করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যোগেশের অবচেতন মনেও এইকপ চিন্তা যে কাজ করিয়াছে তাহার প্রমাণ বাব যার পাওয়া যাইতেছে। ‘যেদোক এনে দিচ্ছি, আছড়ে মার’, ‘ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে’—তাহার এই সকল উক্তিএ এক তয়াবহ সম্ভাবনা ক্রমশঃ ধনাইয়া আসে এবং সামাজিকগণকে কৌতূহল উদ্বেগের দোলায় আন্দোলিত করিতে থাকে।

ছি ছি! কি হলে?—এই সর্বসহা নারীর চরিত্রে ধিক্কার বাণী ইহা অপেক্ষা আর তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে নাই। প্রাচীন আদর্শের ধারায় চরিত্রটি কল্পিত হইয়াছে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অতিরিক্ত মত্থপানের ফলে যোগেশের চিন্তাশক্তিতে জড়তা আসিয়াছে। পীতাম্বর বহুকষ্টে তাহাকে ব্যাক্কে নিয়া চলিয়াছে। ব্যাক্কে পেয়েই হুঁকু করিয়াছে। রমেশের নামে টাকা জমা দিবার আদেশ প্রত্যাহার করা, নতুন চেক বই নেওয়া, টাকা তুলিয়া স্বরেশের কষ্টভোগ সাধনের চেষ্টা এই সকল কাজের জন্ত পীতাম্বর যোগেশকে নিয়া চলিয়াছে। ফিরিবার পথে প্রচুর পরিমাণ মদ্যক্রয়ের আশ্বাস যোগেশকে দিতে হইয়াছে। কিন্তু পথে দূর হইতে ব্যাপারীগণকে দেখিয়া স্নানামভীক যোগেশ পীতাম্বরকে গাড়ি ডাকিতে বলিল। পীতাম্বর গাড়ি ডাকিতে গিয়াছে কিন্তু যোগেশ ব্যাপারীদের চোখে পড়িয়া গেল। তাহারা তাহাকে 'জোচ্চোর' বলিল, একটি ইতর জীলোকও তাহাকে জোচ্চোর বালিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ধিক্কার দিয়া যোগেশ মদের দোকানে ঢুকিয়া চেন-ঘড়ির বিনিময়ে আকর্ষ মদ পান করিয়া মাতালের সঙ্গে নৃত্য করিয়া ফিরিতে লাগিল। পীতাম্বর তাহাকে বহুকষ্টে লোক দিয়া বাড়িতে ধরিয়া নিয়া গেল। এই দৃশ্যের মোটামুটি বিবরণ এই। কিন্তু যে যোগেশের গায়ে ধিক্কারটা এত বড় হইয়া বাজিল সে সেই মুহূর্তেই সমস্ত ভদ্রতাবোধ বিসর্জন দিয়া, ঘড়ি-চেন বাঁধা দিয়া মদ খাইতে আরম্ভ না করিয়া ব্যাক্ হইতে টাকা আনিয়া যত খুশি মদ খাইবার লোভ সংবরণ করিল কেন ? মাতালদের ব্যবহারের সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের যে অভিজ্ঞতা তাহাতে বর্তমান সমালোচকের কিছু মাত্র দাবী নাই। কিন্তু তথাপি এ কথা বলা দরকার যে বাস্তব জগতের মাতাল বাহাই কল্ক সাহিত্যের জগতের মাতালের পতনের পথটা আর একটু সংকীর্ণ এবং পতনের ইতিহাস এক্ষেত্রে আর একটু জটিল করিলে গিরিশচন্দ্রকে

সন্নিহান সমালোচকের কাছে জবাবদিহি করিবার প্রশ্ন মাত্র উঠিত না। যোগেশ কি জানিত না দলিল রেজিস্ট্রি করিয়া দিবার পর ব্যাণারীরা তাহার স্থান্যের সম্বন্ধ করিবে না? যোগেশের মস্তিষ্ক কি তখন এতই অসাড় ছিল যে বিচার করিয়া বুঝিতে পারিল না যে পথের একটা ইতর-স্রীলোকের কথার মূল্য কিছুই নাই? এ দৃশ্যে যোগেশের মানসিক অবস্থায় এই বিপর্যয় সম্বন্ধে নাট্যকার কি কোন প্রাথমিক ইঙ্গিত দিয়াছেন?

মদ খাটয়ে খেন.....মতলব করেছেন।—দ্বিতীয় ব্যাপারী প্রথম ব্যাপারীর অপেক্ষা কিছু অধিক তব সন্দেহ-পরিচয় ও স্পষ্টভাষী। তাহারও বিশেষ অপরাধ নাই। যে অবস্থায় যোগেশ রেজিস্ট্রি করিয়াছে তাহার সংবাদ সে রাখিবে কি করিয়া? মানুষ কাজ ও তাহার ফল দেখে, মনোজগতের বিপ্লবের সন্ধান রাখা সম্ভব নয়।

কি ইয়ার,.....ধাক, আমি চলেম।—যে অপবাদ যোগেশের কাছে বজ্রাঘাত তুল্য সেই অপবাদ এই ইতর স্রীলোকটাও যোগেশকে দিয়া গেল। অনায়াসকৃত অনিচ্ছাকৃত ঘটনাবলি অচিন্তিতপূর্বরূপে স্বতঃ সংস্থান এ জগতে বহু হয়, নাটকেও হইল। অন্য কাহাকেও একথা বলিলে তাকে ইহা স্পর্শ করিত না কিন্তু যোগেশের পক্ষে ইহা মর্মান্বিত স্বরূপ। মাত্র দুই তিন লাইনেই চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর কারুর মুখ.....তাই হবে।—বাস্তবিক পক্ষে এই দৃশ্যের পরে যোগেশকে আর তদ্রসমাজের বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে না। পরবর্তী দৃশ্য এই দৃশ্যেরই প্রসারণ মাত্র। সেখানে পীতাম্বরকে পানোয়ন্ত অবস্থায় সে যে ইট মাঝিয়াছে সে ইট তাহার চরিত্রের নৈতিক ভিত্তির উপর এত কঠিন আঘাত হানিয়াছে যে তাহা হইতে আর নিজের সংশোধনের পথ খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

যার যা অদৃষ্টে.....দয়কার নাই।—জীবনযুদ্ধে পরাস্ত সৈনিকের

অতি প্রবল প্রতিকূল নিয়তির নিকট চরম আত্মসমর্পণ এখানে ধরা পড়িয়াছে। (চরিত্র-বিচার দ্রষ্টব্য)

দাও হে একটা.....যা চায়, দিস।—সুঁড়ীর ব্যবসায় বুদ্ধি এই উক্তি ও পরবর্তী সংক্ষিপ্ত উক্তি ও আচরণে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রাণী মুদ্দিনীব গলি.....নাইক নিশানা।—মাতালের মুখের গান বটে। যেমন তাহাব ভাষা, তেমনি দোকান-দোকানীদের চিত্র।

ওহে, আর একটা। ব্রাণ্ডি.....যাচ্ছি বাবু।—দোকানের ছবিখানি বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে এই শেষের সংক্ষিপ্ত সংলাপটুকুতে।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক

দৃশ্যটির আরম্ভ শহরে যত্র তত্র মদের দোকান থাকার কুফল নিখা প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার সংলাপে। অব্যবহিত পূর্বের দৃশ্য ও এই দৃশ্যের সমাপ্তিভাগের দিকে লক্ষ্য করিলে এ সংলাপ আপন প্রয়োজনে সার্থক বোধ হয়, কোন প্রচাববাদী মন এই সংলাপের মূলে ক্রিয়ামূল ছিল এরূপ মনে হয় না।

জগমণির প্রবেশে ফলে প্রথমেই যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে উমানন্দরীকে সুরেশের সংবাদ জ্ঞাপনে তাহা চরম সীমায় উঠিয়াছে। ইহার পরে পানোন্নত যোগেশের প্রবেশে পরিবারটির হৃদশা ও প্রতিকারহীন অবস্থায় গিয়া পৌঁছিয়াছে এই বোধ সামাজিকগণের নিকট একেবারে স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

জগমণির প্রত্যেকটি উক্তিতে ধীরে ধীরে বক্তব্যের কাছাকাছি অগ্রসর হইবার চেষ্টায় নাট্যোচিত কৌতুহলোৎসেগ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে। অবশেষে উমানন্দরীর সমস্ত দেহমন উৎকর্ষ করিয়া তুলিয়া

জগমণি যখন চরম আঘাত হানিল উমাসুন্দরীর অনশন-জাগরণে ক্লিষ্ট কৌণ প্রতিরোধ শক্তির পক্ষে তাহা অসহ হইয়াছে।

না, কিছু হ'ল না.....তবে তো মুচ্ছা যাবি।—স্ববেশেব অংশ যাহাতে রমেশকে সে লিখিয়া দেয় সেই ভাবে উমাসুন্দরীকে প্ররোচিত করিতে জগমণি রমেশের পরামর্শক্রমে আসিয়াছিল। সে বোঝে নাই, স্ববেশের কাবাবাসের সংবাদ উমাসুন্দরীর পক্ষে এমন মর্যাস্তিক হইবে।

আ মর। ঘুমুতে দেবে না.....বুক যায়! (মুহূঁ)—উমাসুন্দরীর উন্মাদ দশায় তাহার মনে দুইটি সত্তার পরিবর্তমান অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। সংসারের তিনি নববধূ, এই তাঁহাব মনোবিকারেব এক দিক; অগ্ৰ দিকে তিনি বাস্তববোধ সম্পন্ন। স্ববেশ জেলে পাথর ভাঙ্গিতেছে এই দৃশ্য কল্পনা করিয়া মুহিত হইয়া পড়িতেছেন, অথচ যখন বর্তমানের অবস্থা-সকট তাঁহার চিত্তে নিদাক্ষণ আঘাত করিতেছে তখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন, কারণ স্ববেশের সহিত সাক্ষাতের কালে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। নীলদর্পণের সাবিত্রীর সহিত তাঁহার উন্মত্ততার অনেকটা সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যান মশায়,.....সময় আছে।—পীতাম্বরের ধোণেশের প্রতি অসম্মম সম্বোধিত এবং ইহা নিতাস্ত ছাঁচে-ঢালা চরিত্রের দৈত্য হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আলোচ্য দৃশ্যে কোন নাটকোচিত ঘটনা সংঘাত নাই, আছে শুধু সংবাদ পরিবেষণ। উমানন্দরৌ রমেশের বাড়িতে (যোগেশের প্রাক্তন বাড়িতে) আছেন। জ্ঞানদার কোন খোঁজ শিবনাথ বহু চেষ্টায়ও পায় নাই। যোগেশকে রমেশ মাতালের দলে ভিড়াইয়া দিয়াছে এবং যোগেশ তাহাদের সঙ্গে মাতলামি করিয়া ফিরিতেছে। পীতাম্বর দেশে অসুস্থ শব্দে আছে। ডাক্তার (সম্ভবতঃ হাসপাতালের ডাক্তার) খবর দিতেছে যে রমেশ, কাকালী ও জগমণি তিনজনেই তাহার মুখ হইতে শুনিয়াছে যে সুরেশ মাঝা গিয়াছে। রমেশ ও কাকালী সংবাদটা বিশ্বাস করিলেও জগমণি বিশ্বাস করে নাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাকালীর ‘কম্পাউণ্ডিং ক্রম’-এ রমেশ, কাকালী ও জগমণিকে নিয়া দশাটি আরম্ভ হইয়াছে—তিন পাপমূর্তির সাক্ষ্যের পবিত্র হস্তে আলাপে সমগ্র প্রেক্ষাগারে এক পূর্তগন্ধ বিষবাস্প ছড়াইয়া পড়ে। নাট্যকার ইহার মধ্যে ভজহরি চরিত্রটিকে নিয়া আসিয়া প্রাণবিধায়ী আলো-হাওয়ার একটা বাতায়ন খুলিয়া দিয়া দর্শককে অস্তিত্ব নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ করিয়া ধনুবাদ ভাজন হইয়াছেন।

ওর জামতুত ভাইটে.....ওটার মতন নয়।—হুই হাজার টাকা উৎকোচ পাইয়া সে পীতাম্বরের নামে জমি-সংক্রান্ত মিথ্যা মামলা করিয়াছে, পীতাম্বর পাঁচ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াও বিপন্ন প্রভুকে ভাগ

করে নাই। অতএব গীতাধর মুখ ও অন্তর কিন্তু তাহার জ্ঞাতি-ভাই ভদ্র।

সুন্দোর—কারসী মূর্দার হইতে, অর্থ—শব।

ঐ এক বেটা চামার।—শিবনাথ কাকালীর মতে চামার, কাবণ সে গীড়িত সুরেশ ও গীতাধরকে ‘মুখে জল দিয়ে বাতাস করে বাড়ি নিয়ে গেল।’

পাগল বললে হয় না……সিন্ধুক ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে।—বিকৃত স্বার্থবুদ্ধির প্রবোচনায় বিশ্বাসভাজনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মদন ঘোষ দলিল চুরি করিয়াছে। এ অপরাধ কোন্ প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের লক্ষণ কোন কোন সমালোচক তাহার সন্ধান রাখেন।

রমেশবাবু…… একটু একটু নিও।—বাস্তবিক পক্ষে জগমণির বুদ্ধির কাছে কাকালী কেন, রমেশও যান। তবে বুদ্ধিটা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে কখনও কখনও বিশ্বসনীয়তা অতিক্রম করিয়াছে। জগমণির ভুল কদাপি হয় না। একটা অতিপ্রাকৃত অন্তত শক্তির অধিকারিণী বলিয়া তাহাকে কখনও কখনও মনে হয়।

তুমি তো……পুরুষের কান কাটো।—স্বয়ং রমেশের প্রশংসাপত্র। এই দৃশ্যের পূর্ব হইতেই ঘটনার সূত্র রমেশের হাত হইতে বহুলাংশে জগমণির ও কাকালীচরণের হাতে চলিয়া গিয়াছে। মিথ্যা যোগেশ সাজাইয়া একতরফা ডিক্রী করিয়া যোগেশকে ওয়াবেট ধরানো এবং যোগেশকে বন্দি করিতে মাত্র এক হাজার টাকায় বাড়ি বিক্রয় করা—এ সকলই জগমণির পূর্ব পরিকল্পিত এবং ঘটনা স্রোতও তাহার পরিকল্পিত পথে প্রবাহিত হইয়াছে। এই জগমণিই যোগেশের মদের টাকা বন্ধ করিয়া দিতে রমেশকে পরামর্শ দিতেছে, কারণ তাহা হইলে ঘরের টাকায় টান পড়িবে। ঠিক এই পরামর্শের সূত্র ধরিয়া যে ঘটনা অগ্রসর হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ ফল তৃতীয় গর্তাঙ্কে জানদার ভয় গৃহে যোগেশের মদ্যপানের অর্থের জগু হানা দেওয়া।

জাননা ও বাদবকে রমেশের বাড়িতে আনিয়া ভোলাব পয়ামশ'ও জগমণির। বিষপ্রয়োগের প্রস্তাবও জগমণির। 'এই ভাস্করখানা রয়েছে, এতে কোন ওষুধটা নেই। বল, যদি কিছু কাজই হল না, ভাস্করখানা বেখে লাভ ?' রমেশও শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে, তাহার কল্পনাও এতদূর অগ্রসর হয় নাই। সে বলিতেছে, 'ও কি কথা রূপসি !' চতুর্থ গর্ভাকে দেখিতে পাইতেছি জগমণির বুদ্ধি কাজে লাগিয়াছে।

রেজেষ্টার যা ভারী বজ্জাত—স্বয়ং রমেশের উক্তি। সে বজ্জাত কারণ সে 'সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারী করে না।'

কুচ পরোয়া নেই, যায়েদে—এলাহাবাদবাসী ভজহারি কিছু হিন্দী তো বলিবেই।

জমিদার মুল্লুচটাক ধুধুরিয়া রায় বাহাদুর।—এ একেবারে গুরুমারা চেলা। ভাবখানা এই যে জমিদারই যদি একবাক্যে হইলাম তবে রায় বাহাদুরটা হইতে বাধা কি ?

বোলটা টাকা বার কর.....সেই ভজহারি ! }
চার টাকার মতনও.....নজর লে আও । } —ভজহারি বুঝিয়া লইয়াছে

যে জমিদার সাজাইবার প্রয়োজন যখন হইয়াছে তখন টাকার অঙ্কের দিক হইতে ব্যাপারটা বড়। জমিদারী চালটা প্রথমেই সে এই নাটের গুরুদের উপর চালিতেছে।

এতো বায়না.....আমায় কি দেবে।—ভজহারির আর খাহাই থাকুক ভজতার মুখোশ নাই এবং তাহার জীবনের ভিতর ও বাহির সে সবটা অবলীলাক্রমে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার কথাগুলি একটু বেশি স্পষ্ট, তাহাতে নীতি-দুর্নীতির কোন দায় নাই।

জমিদারীর চাল-চুল.....রূপেয়া লে' আও।—সম্পূর্ণ উক্তিটি জমিদার-চরিত্রের ভজহারি-কৃত ভাষ্য। ইহার কোতূকের দিকটাই গ্রহণ

করিতে হইবে, বাংলাদেশের সকল জমিদার যে এই ব্যক্তির যোগ্য নয় এই বলিয়া যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা অবসিকের।

আমার কতক যুগ্য রমেশ।—অব্রাহাম বেদবাক্য।

এ কাজটা চল্লিশ হাজার.....তুই কি বুঝবি?—জগমণি কিছু পূর্বে বলিয়াছে, অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাহাদের প্রাপ্য (একথানা বাড়ি আর দশ হাজার টাকা) যদি রমেশ না মিটাইয়া দেয় তবে রমেশ ও কাকালীচরণ উভয়কে সে ধরাইয়া দিবে। জ্ঞানদা ও যাদবকে ধরিবার ফলে যে চল্লিশ হাজার টাকা হস্তগত হইতে পারে একথা কাকালীচরণের মাপায় আসে নাই। সম্ভবতঃ নরহত্যার দ্বায়ে রমেশকে ফেলিতে পারিলে কাকালীকে যেমন প্রথম ভয় দেখাইয়া রমেশ হস্তগত করিয়াছিল তেমনি ভয় দেখাইয়া চাপ দিয়া রমেশকে উক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে বলিয়া সে কল্পনা করিয়াছে।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক

জগমণির পরামর্শ মত রমেশ যোগেশের মদেব টাকা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং যোগেশ জ্ঞানদার ভাড়া ঘরের সন্ধান করিয়া টাকা আদায় করিতে আসিয়াছে। জ্ঞানদার করুণ খেদোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া সে তাহাকে পদাঘাত করিয়া বাসন বাধা দেওয়া তিনটি টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। বাড়ি ফিরয়লরু টাকার অবশিষ্ট তিনশত টাকাও সে চুরি করিয়া নিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহাকে এড়াইবার জগুই সে গোপনে এই ভাড়া বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছিল। যোগেশের ভাষা ও আচরণ অধঃপাতের যে সোপানে নামিয়াছে সেখানে পৌছাইবার পর বসিক সামাজিকগণের তাহার প্রতি সহানুভূতির অথবা তাহার

সম্পর্কে কোতূহলের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। করুণরসে আতিশয্যের প্রতি একান্ত অভিনিবেশের ফলে নাট্যকার সামাজিক চিত্তকে বৃথা পৌড়িত করিয়াছেন। রসিক শ্রুতি ব্যঙ্গনার দ্বারা ৭৫ রসসিদ্ধি সংঘটিত করেন অরসিক সেখানে বস্তুপিণ্ডের উপস্থাপনার দ্বারা রসসৃষ্টির পথে দ্রবতায় বাধার সৃষ্টি কাবয়া থাকেন।

ওমা, আমি যা এনেছিলুম... চলে যাচ্ছি।—বাড়িওয়ালীর কথায় ও আচরণে তাহাকে বাড়ীওয়ালী বলিয়া চিনিতে ভুল হইবার কথা নয়। জ্ঞানদা তাহাকে বলিতে পারে নাই যে তাহার স্বামীই তাহার টাকা কাড়িয়া নিয়াছে। স্বামিতত্ত্ব এবং আত্মসম্মতবোধই তাহাকে মিথ্যাভাষণে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি—ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলে প্রফুল্লের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা করুণ ও বাস্তবায়ন। যাদবেব সম্পর্কে জগমণি ও কাঙালীচরণের গোপন পরামর্শ অস্পষ্টভাবে তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে এবং সে জ্ঞানদাকে মানদান করিয়া দিতে আসিয়াছে। নাট্যকার যাদবকে অবলম্বন করিয়া যে দৃশ্যে ভয়াবহ ঘটনাসংস্থানের পবিকল্পনা করিয়াছেন তাহার মনোবৃত্ত পূর্বছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত করিয়া আনিতেছেন।

মেজবৌ, পড়ে গিয়ে... আমার দগ আটকাচ্ছে।—প্রফুল্লের নিকট জ্ঞানদা স্বামীর অপকীতি প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কিন্তু বাড়িওয়ালীর সামনে সে বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে আছাড় খাইয়া সে বুক আঘাত পাইয়াছে।

প্রফুল্লের অন্তরের স্নেহ করুণা প্রভৃতি মানবোচিত বৃত্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ এদৃশ্যে আছে বটে কিন্তু পরবর্তী কালের পরিণতির আভাস এখানেও বিরল। সে যে মিথ্যা বলিতে শিখিয়াছে চরিত্রটি সম্পর্কে ইহাই একমাত্র নূতন সংবাদ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ষাদবকে হত্যা করিবার বড় বস্ত্র প্রফুল্লের কর্ণগোচর হইয়াছে এবং স্বরেশকে সে তাহা জানাইয়াছে। উমাসুন্দরী প্রলাপ বকিতেছেন, স্ববেশকে চিনিতে পারিতেছেন না।

মা রাত্রে যে চেষ্টায়... ..ডব্ব করে।—অপরাধীর মনে যে ভীতি স্বাভাবিক তাহারই অতি ক্ষীণ প্রকাশ। রমেশের আরও একটু দুর্বলতা নাটকে দেখাইলে শোভন হইত।

ঠাকুরপো, তুমি কোথেকে এলে?—জেল হইতে ফিবিবার পব প্রফুল্লের সহিত স্বরেশের এই প্রথম সাক্ষাৎ, প্রথম সম্ভাষণের কৌতুহল মিশ্র উত্তেজনার কোন লক্ষণ সংলাপে নাই। শিবনাথের মার নিকট হইতে স্ববেশের কথা প্রফুল্ল শুনিয়া থাকিবে। ষাদবকে বাঁচাইবার সমস্তা প্রফুল্লের কাছে এখন সকলের চেয়ে বড়, কাজেই সেই কথা এবং উমাসুন্দরীর কথাই সংলাপে স্থান পাঠিয়াছে।

ঐ দেখ, আসাচেন তা নয়, ঘুমছেন।—ম্যাকনেথ নাটকে লেডি ম্যাকনেথের sleep-walking scene অরণীয়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কি বাবা, ... আর মদ দেবে না?—‘কাজ গুছিয়েছ—’ কথায় এইরূপ সংকেত আছে যে মদের টাকা যে রমেশ জোগায় সে সংবাদ যোগেশ রাখিত।

কাপ্তেন ঘাল হ’ল—রমেশ মদের টাকা বন্ধ করিয়াছে।

যেও না, শোন.....একটা পয়সা দাও না।—মঞ্চে স্বয়ং নাট্যকার

প্র—টী—৩

প্রমুখ খ্যাতনামা অভিনেতাদের অভিনয়ে এ সকল অংশ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে এ সকল অংশ দুর্বল। যে সহানুভূতি নাট্যকার সৃষ্টি করিতে চান যোগেশের অধঃপাতের ভয়াবহ পরিচয়ের পরে পাঠকচিত্তে তাহার আর অবকাশ থাকে না, কিন্তু দর্শক স্রুতভিনয়ের গুণে কিয়ৎপরিমাণে রসসন্তোগ করিতেও পারে।

পেছবো তো এগিয়েছি... পুঁটিয়াকে নিয়ে থাকবো।—
স্বার্থাঘেষণেই যে ভজ্জহবি রমেশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে এইরূপ কল্পনায় ভজ্জহবি চরিত্রের বাস্তবতা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি.....তোমার সব হবে।—উমাসুন্দরীর গ্রাম জ্ঞানদাও কল্পনা করিতেছে, যোগেশের পতনের দায়িত্ব তাহার। মৃত্যুকালে তাহার এই বিদায়-সম্ভাষণ চরিত্রটিতে প্রাচীন আদর্শের প্রতিবাদহীন গতানুগতিক অগ্রসরণের ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। তাহার শুভকামনা যে যোগেশের উপর কোন প্রভাবের সৃষ্টি করে নাই এ ভাবটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

আমার ঘাডের ভূতটা.....তোমাং মেরে ফেলেছি, কেমন?—
যোগেশের চরিত্রে দুইটি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব এই দৃশ্যের প্রথমেই কল্পিত হইয়াছে কিন্তু এই উভয় সত্তার কোন দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হয় নাই। এই দ্বন্দ্বের উপযোগী বলিষ্ঠতাব অভাবই চরিত্রটির দুর্বলতা।

মচ্ছো, রাস্তায়..... তোমাদের এতদূর হয়েছে?—যে হুর্ভাগ্য জ্ঞানদাকে তাড়া করিয়া আনিয়া শেষ পর্যন্ত পথে নিরাশ্রয় ও অনশন-পীড়িত অবস্থায় মৃত্যু ঘটাইয়াছে তাহার মধ্যে ককণরস সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস সমালোচকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ঘোগেশের নাবালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী যাদবকে হত্যা করিবার প্রয়াস পঞ্চম অঙ্কের উপস্থাপ্য নাট্যবস্তু। যাদবকে বাঁচাইতে আসিয়া প্রফুল্ল নিজে মরিয়াছে এবং স্বরেশ-শিবনাথ-ভজ্জহরির ঘোষ চেষ্টায় তুচ্ছতকারিগণ পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে। প্রথম গর্ভাঙ্কে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া জগমণি মদন ঘোষকে দিয়া যাদবকে ধরাইয়া আনিয়াছে। ঝি-এর সহিত সংলাপে অনতিদূর মৃত্যুর করাল চাষা প্রফুল্লের মনের উপর পরিব্যাপ্ত হইয়া সামাজিকচিন্তে শঙ্কাত সঞ্চার করিয়াছে।

একটা ইংরেজ ডাক্তার…… তুমি কি করবে?—শেষ পর্গস্থ নাটকে যে ডাক্তার আসিয়াছে সে ইংরেজ নহে। বোধ হয় সে আমেরো ইংরেজ ডাক্তারের অজ্ঞতা বা অখলোভের আত্যন্তিক পরিচয় শাসক মহলে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এই শঙ্কায় ইংরেজ ডাক্তার আসিলে যে অভিনবত্বের সূচনা হইত তাহা উপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

দেখ ঝি, বুঝি খামাব ... নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।—ভাবী মৃত্যুর পূর্বছায়াপাতের নাট্যোচিত সংকেত।

বলাই……কেউ নেই কি?—ঝি প্রফুল্লের শব্দর অন্তর্নিহিত কারণ জানে না; তাহাকে কোন কথা বলাও চলে না। ঝি তাহাকে সাধারণভাবে সাশ্বনা দিতেছে।

আমার মা বাঁচতে……সংসার ভেসে গেল।—নাটকে প্রফুল্লের মৃত্যু নাট্যকার প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। আন্তরিক মৃত্যু কামনা প্রফুল্লের মৃত্যুর ভয়াবহতা কিছু পরিমাণে হ্রাস করে। তাহার

জীবন যে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে প্রফুল্লের এই উক্তিগুলির মধ্যে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সুরেশের মনঃপীড়ায় ভজ্জহরি তাহাকে সাধনা দিতেছে। ভজ্জহরি এই দৃশ্যে প্রধান চরিত্র তাহার জীবনের কাহিনীর আশাত ভাবলেশহীন বিবৃতি সুরেশের ভাবাকুলতার বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়া নাট্যরসের আনুকূল্য সাধন করিয়াছে।

চুষকে যেমন লোহানডবার যো কি ?—ভজ্জহরি রমেশের এক বড় ছক্খিয়ার সাক্ষী ও সহায়ক। সে যে এখনও কলিকাতা ত্যাগ করে নাই তহা রমেশের পক্ষে আতঙ্কের কারণ।

ঐ না কারা.....সাজ্জান বাগান শুকিয়ে গেল।—বর্তমান দৃশ্যের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে কালী মিত্রের ঘাটে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শেষ উক্তিও যোগেশ বলিয়াছে ‘মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে।’ জ্ঞানদাব সংকারেব জগুই সুরেশ প্রভৃতি এই দৃশ্যে মিলিত হইয়াছে। অবশ্য জ্ঞানদাব কথা কাহারও মুখে নাই, শুধু যাদবের কথাই আছে। এই অমুল্লেকের দ্বারাও পূর্বোক্ত অন্তর্যমান সমর্থিত হয়।

যোগেশের ও তাহার পরিবারের সর্বনাশই যে নাটকের কেন্দ্রগত নাট্যবস্তু ইহা অমূল্য দর্শকগণের স্মৃতিতে জাগরুক বাধিবার নিমিত্ত যোগেশকে এই দৃশ্যে আনা হইয়াছে।

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক

মদন ঘোষ এই দৃশ্যে প্রফুল্লকে যাদবের কাছে নিয়া চলিতেছে। যে দীর্ঘ উক্তিযে প্রফুল্ল মদন ঘোষকে বশ করিয়াছে তাহাতে তাহার বুদ্ধিমত্তা, মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও কর্মশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় পূর্ববর্তী নাট্যাংশে তাহার কোন প্রস্তুতিপূর্ব প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া সমালোচকগণ অভিযোগ করিয়াছেন। তাহাদের এই বিরুদ্ধবাদ বহুলাংশে সমর্থনযোগ্য।

না না, আমি পারবো না, . . . বংশলোপ করবে।—মদন ঘোষ চরিত্রটি যে কেন্দ্রগত মনোবিকার অবলম্বনে পরিকল্পিত তাহা নাটকে মূখ্যতঃ কৌতুক পরিবেষণে ব্যবহৃত হইলেও তাহাতে অত্রাবধ নাট্যগত গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে। স্মৃতি-সংশ্রয়ী হিন্দুসমাজে পুত্রলাভ শুধু ঐহিক নয় পারত্রিক জীবনেও মহাফলপ্রসূ। ‘পুত্রলাভের নিমিত্ত ভাৰ্য্যার এবং পিণ্ডের প্রয়োজনে পুত্রের কামনা করিবে’ ইহা শাস্ত্রীয় বিধান। পিণ্ডহীন ব্যক্তি পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পায় না। এষ্ট শাস্ত্রীয় উক্তির প্রতি মাত্ৰাহীন আশ্রয়ত্যা এক স্বল্পবুদ্ধি বৃদ্ধের মনে যে বিকাৰের সৃষ্টি করিয়াছে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে তাহার অসঙ্গতি নাটকে কৌতুক পরিবেষণের কাৰ্ণে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে মদন ঘোষের নিকট জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে পুত্রলাভ, যোগেশ্বরের বংশ লোপ তাহার কাছে শুধু নরহত্যা নয়, পিণ্ডলোপ সাধনের কারণে পারলৌকিকক্ষেত্রে ভয়াবহ পাতক। সেই পাতকে সে সহায়তা করিয়াছে ভাবিয়া সে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। এই পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত সে যাদবকে গোপনে দুধ ও জল পান করাইয়াছে এবং পরে নিজের জীবনরক্ষার জন্ত যে পারাভঙ্গ্য রাখিয়াছিল তাহা যাদবকে দিয়াছে। [চরিত্র-বিচারের সহিত একযোগে পাঠ্য]

মদন দাদা,.....তোমার জন্যে ধিক্!—প্রফুল্লের এই সুদীর্ঘ উজ্জ্বল
মনস্তত্ত্বজ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, গৃহিণী শুলভ চারিত্রিক পরিণতি প্রভৃতির
যে পরিচয় প্রকাশমান তাহার বিরুদ্ধেই সমালোচকগণের অভিযোগ।
তঁাহাদের মতে পূর্ব প্রস্তুতির অভাব চরিত্রটিকে বিশ্বসনীয়রূপে উপস্থাপিত
করিতে পারে নাই।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

ষাদবের মৃত্যু ঘটাইবার জন্ত এত বিরাট আয়োজন করা মশা
মারিতে কামান দাগা। ষাদবের মৃত্যুর প্রয়োজন নাট্যোচিত ঘটনার
অপরিহার্য পরিণাম বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। রসের দিক হইতে
ইহার পরিবর্তনই উচিত ছিল।

টারটার এমিটিক—একজন সমালোচক ইহাকে হোমিওপ্যাথিক
ঔষধ বলিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের মূল
উপাদান একই, ভেদ শুধু পরিমাণের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতায়। বর্তমান
ক্ষেত্রে যে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সেবন করান হইয়াছে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র
সন্দেহের কোন কারণই নাই। ঔষধের মারাত্মক ক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া
রমেশ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কদাপি প্রয়োগ করে নাই।

ডক্টর, ইয়োর ফি।—রমেশ কোনমতে তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে
বিদায় দিতে ব্যস্ত।

চল, যাওয়া যাক.....বিছানার কাছেই রইলো।—এই অতি
সাবধানতা একান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব বলিয়া মনে হয়।

দাও, একটু জল দাও।—রমেশের এইটুকু কোমলতা তাহার
পৈশাচিক চরিত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণও মানবীয়তার আভাস
আনিতে পারে নাই।

না না, তবু পাচ মিনিট যুঝবে।—জগমণি একাক্স ভাবেই জগমণি।

আমার গায়ে ইঁহর-পটা.....কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।—আসন্ন-মৃত্যুর ছবিটি এই উক্তিতে অনিবার্যভাবে ধরা পড়িয়াছে।

আর গিলতে পারবো না.....ব্যামোতে মরেছি—সামাজিকগণের শেষ অশ্রুবিন্দু নাট্যকার না আকর্ষণ করিয়া ছাড়িবেন না। যদিও যে এই শুদ্ধ কণ্ঠে কেমন করিয়া পূরা হয় লাইনের বক্তৃতা আবৃত্তি করিবে সে কথা নাট্যকার ভাবিতেছেন না, কথা কত দূর কল্পনাইল সেই দিকেই তাঁহার অভিনিবেশ।

তুমি এখনও প্রতারণা কচ্ছো?.....বুঝতে পারছি নি।—প্রফুল্লের মুখের পরবর্তী বক্তৃতাটিতে কোন কোন অংশে অতিনাটকীয় ভাবার প্রয়োগ আছে বলিয়া মনে হইলেও আলোচ্য অংশে তাহার প্রকাশ কম। রমেশ কিন্তু ইহাকে ‘ছোট মুখে বড় কথা’ বলিয়াছে। মনে হয়, রমেশের প্রতি প্রফুল্লের এই প্রথম প্রবল প্রতিবাদ এবং শুধু প্রতিবাদ নয় অসহ প্রতিকূল আচরণ।

তুমি কি মনে কর.....বধ করতে পারবে না।—প্রফুল্লের মৃত্যু আত্মত্যাগের নামান্তর। এ বিষয়ে সন্দিহান হইলে চলিবে না।

. - আমার ভাল কি!...তোমার জ্ঞান ব্যাকুল হয়েছে।—কাব্যোচিত স্বকুমার এই ভাব চরিত্রটির সমস্ত অন্তরের মাধুর্য দিয়া এই উক্তিতে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

ঠাকুরপো এসেছ?.....আমি চলেম।—শুধু কথা, আর কথা এই মুহূর্তটির নাট্যোচিত ভাবগাস্তীর্ণ ও ভয়াবহতাকে কল্পনাসের ধারায় ভাসাইয়া নিয়া বাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই স্বদীর্ঘ উক্তি এখানে নিপ্রয়োজন ছিল।

তোমাদের বাহাছরি যে.....জল বার করেছ।—ভজহরির

নাট্যভাষ্য একটু অতিরিক্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভজহরির দুর্নীতি-পরায়ণ উদাসীন জীবনে যে পরিবর্তন অশ্রম আভাসের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে তাহা দ্বারা নাটকে দুর্নীতি মূলক ষড়্‌যন্ত্রের অবসানে স্নিগ্ধকরণ মানবমহিমার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষণীয়।

না তুমি পাগল নও।—মদন ঘোষের শেষের উক্তি ও কর্মের মধ্যে যে সঙ্গতি আছে তাহাতে তাহাকে পাগল বলা চলে না বটে। কিন্তু পুন্ড্রায় নরক হইতে জাগলাভের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া লোকটি বত দূর নিচে নামিয়াছে তাহাতে তাহাকে পাগল না বলিলে সামাজিকগণের আপনা-দিককে পাগল বলিতে হয়।

মামাবাবু, মামীমাযথার্থই অভাগা।—নাট্যকারের কবি-ককণার সার্থক প্রকাশ।

‘সর্বনাশে সমুৎপন্নে.....ফেব্রুয়ারি তো নয়।—এই উক্তিটি একটু অপ্রাসঙ্গিক ও লঘু মনে হইতে পারে। ভাবাবেগের আতিশয্য হইতে নাটকে বাস্তবতার মধ্যে আকর্ষণের চেষ্টা এখানে দেখা যাইতেছে।

এই যে.....ভুকিয়ে গেল।—নাট্যকার যোগেশকে এখানে আনয়ন করিয়া কেন্দ্রগত চরিত্র ও ঘটনার প্রতি সামাজিকগণের অভিনিবেশ আকর্ষণ করিতেছেন।

সমাপ্ত

